পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1661, Saturday, December 27, 2025 FREE www.parichoy.com

গ্রিনল্যান্ড কেন যুক্তরাষ্ট্রের দরকার, জানালেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ সন্ত্রাসী হামলার হুমকি, টেক্সাসে ভারতীয় শিক্ষার্থী মনোজ সাই গ্রেপ্তার - ৫ম পাতায়

■ ফ্যাক্ট-চেকার, কনটেন্ট মডারেটরদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা, ভিসা নিষেধাজ্ঞার কড়া সমালোচনা করলেন মাখোঁসহ ইউরোপীয় নেতারা - ৫ম পাতায়

■ বাংলাদেশে মব সন্ত্রাসের পর কথা হয়, বিচার হয় না - ৫ম পাতায়

■ তেল, সোনা ও বিরল খনিজ: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভেনিজুয়েলার রাজনৈতিক সংকটের নেপথ্যে - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ চীনের ক্রমবর্ধমান সমরসজ্জার সামনে ‘অরক্ষিত’ যুক্তরাষ্ট্র - ৭ম পাতায়

■ বিল ক্লিনটনকে ‘বলির পাঁঠা’ বানানোর অভিযোগ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে - ৭ম পাতায়

■ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর ‘বারবার সহিংসতার’ ঘটনায় ভারতের উদ্বেগ প্রকাশ - ৮ম পাতায়

■ বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে ২ লাখ ৯৩ হাজার প্রবাসীর কাছে ব্যালট প্রেরণ - ৮ম পাতায়

■ সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে চাই, ঢাকায় ফিরে তারেক রহমান - ৯ম পাতায়

■ শুল্ক, অভিবাসন ও মূল্যস্ফীতির চাপেও ২ বছরে সবচেয়ে দ্রুত এগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি-১০ম পাতায়

ওয়াশিংটন ‘ভারত প্রথম’ নীতি ছেড়ে কেন হঠাৎ পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়ল

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

তারেক রহমান ফিরলেন, এরপর কী?

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

Asef Bari (Tutul) C.E.O

বারী হোম কেয়ার

Passion for Seniors of NY Inc.

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি

আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি

মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100

JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163

BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000

LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি

Aasha Home Care LHCSA

(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

Aladdin

Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● 'আমাদের এটি সমাধান করতে হবে। খনিজ সম্পদের জন্য নয়, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ড আমাদের প্রয়োজন।' সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে চীন ও রাশিয়ার জাহাজগুলোকে সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● "যাদের আমি বছরের পর বছর ধরে শ্রদ্ধা করে এসেছি, সেই দুই নেতাড়্অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের কাছ থেকে শপথ নেওয়া আমার জন্য অনেক সম্মানের।"- নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র-নির্বাচিত জোহরান মামদানি

● নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে, বানচালের চেষ্টা প্রতিহত করা হবে - বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান

● ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে অন্তর্বতী সরকার সরে যাবে - বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন

● সিস্টেম না বদলালে শুধু লোক দিয়ে দেশ বদলাবে না: বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

● 'আমি শুধু কোনো স্বপ্নের কথা বলিনি, আমি বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি বাস্তব পরিকল্পনার কথা বলেছি; যে বাংলাদেশে শান্তি ও মর্যাদা থাকবে, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজেকে নিরাপদ ও সম্মানিত মনে করবে, আর প্রতিটি শিশু আশার আলো নিয়ে বড় হবে।'-বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

● 'ফাইনালি জামায়াতের সঙ্গে এনসিপি জোটে যাচ্ছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) এই জোটের ঘোষণা করা হবে।'- আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করে এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন

● বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিজের দেশে ফেরত যেতে বাধ্য না করায় ভারত একটা মানবিক কাজ করেছে। - ভারতের কংগ্রেস দলের সংসদ সদস্য ও জাতিসংঘের সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা শশী থারুর

সন্ত্রাসী হামলার হুমকি, টেক্সাসে ভারতীয় শিক্ষার্থী মনোজ সাই গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও পরিবারকে সন্ত্রাসী হামলার হুমকির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা যায়, গ্রেপ্তার ওই শিক্ষার্থীর নাম মনোজ সাই লেল্লা। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট ডালাসের সিনিয়র শিক্ষার্থী ২২ বছর বয়সী মনোজ। গত সোমবার ২২ ডিসেম্বর মনোজকে গ্রেপ্তার করে ফ্রিস্কো পুলিশ। পুলিশ জানায়, পরিবারের সদস্যরা মনোজের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সন্ত্রাসী হামলার হুমকির অভিযোগ নিয়ে ফোন করলে তারা ওই বাড়িতে যায়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এর কয়েক দিন আগে বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে মনোজের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। মনোজ সাই লেল্লার বিরুদ্ধে বসবাসযোগ্য স্থান বা উপাসনালয় ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আনা হয়েছে। এটি প্রথম ডিগ্রির একটি গুরুতর অপরাধ। পাশাপাশি পরিবারের সদস্য বা একই গৃহের বাসিন্দার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হুমকির অভিযোগও রয়েছে, যা ক্লাস 'এ' মিসডিমিনার হিসেবে বিবেচিত।
তবে কোনো উপাসনালয়কে লক্ষ্য করে হুমকির প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। আদালতের নথি অনুযায়ী, অগ্নিসংযোগের অভিযোগে মনোজের জামিনের জন্য দিতে হবে এক লাখ মার্কিন ডলার। আর সন্ত্রাসী হুমকির অভিযোগে জামিনে নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ হাজার ৫০০ ডলার।

ফ্যাক্ট-চেকার, কনটেন্ট মডারেটরদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা, ভিসা নিষেধাজ্ঞার কড়া সমালোচনা করলেন মাখোঁসহ ইউরোপীয় নেতারা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের দুই অনলাইন প্রচারকর্মীসহ পাঁচ ইউরোপীয় নাগরিকের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার কড়া সমালোচনা করেছেন ইউরোপীয় নেতারা। যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির জ্যেষ্ঠ এমপি চি অনভুরাহ ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে 'বাক্‌স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার প্রচেষ্টা' বলে অভিহিত করেছেন।
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রযুক্তিবিষয়ক সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান চি অনভুরাহ বলেন, 'কারও বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে না পেরে তাঁকে নিষিদ্ধ করা সেই বাক্‌স্বাধীনতাকেই *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে মব সন্ত্রাসের পর কথা হয়, বিচার হয় না

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জনজীবনে নতুন আতঙ্কের নাম মব সন্ত্রাস। দেশে মব সন্ত্রাস বা গণপিটুনির ঘটনা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। ২০২৫ সালে সারা দেশে মব সন্ত্রাসের কারণে প্রাণ গেছে ১৮৪ জনের। বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫

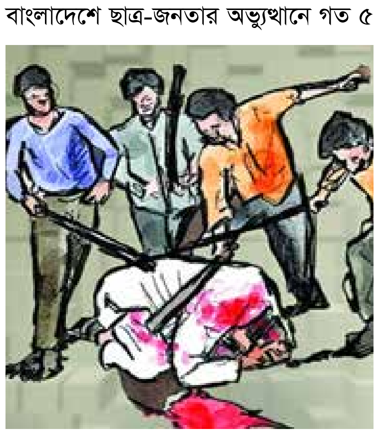

আগস্ট সরকার পতনের পর দলবদ্ধভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা বেড়েছে। এসব ঘটনা ঘিরে সমাজমাধ্যমসহ পত্রপত্রিকায় 'মব' ও 'মব জাস্টিস' শব্দ দুটি আলোচনায় রয়েছে। ইংরেজি শব্দ 'মব'-এর অর্থ 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা'। আর সরল ভাষায়, এ বিশৃঙ্খল জনতা নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে সহিংসতা করলে তাকে 'মব জাস্টিস' বা 'উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার' বলে।
বিচার ছাড়াই প্রকাশ্যে মানুষ হত্যা, লাশ পুড়িয়ে দেওয়া কিংবা চরমভাবে নাজেহাল করার ঘটনাগুলো প্রশ্ন তুলছে- এ রক্তক্ষয়ী সহিংসতার দায় কার? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আশ্বাস সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার-সংক্রান্ত বৈশ্বিক ঘোষণা অনুযায়ী, মব সন্ত্রাসের কারণে মানবাধিকারের বড় লঙ্ঘন হয়। ঘোষণার ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের অধীনে সবার সমতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর ঘোষণার ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার- তাঁকে যেন নিরপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'
গত বছরের ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত দেশের ৪৯ জেলায় হামলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ১ হাজার ৬৮টি ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত জানুয়ারির মাঝামাঝি পুলিশের অনুসন্ধানের বরাতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বলে, ৪ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও ভাঙচুরের ১ হাজার ৪১৫টি অভিযোগের মধ্যে ৯৮ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে রাজনৈতিক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের একটি প্রস্তাবও বাস্তবায়ন হয়নি বললেন কমিশন প্রধান কামাল আহমেদ

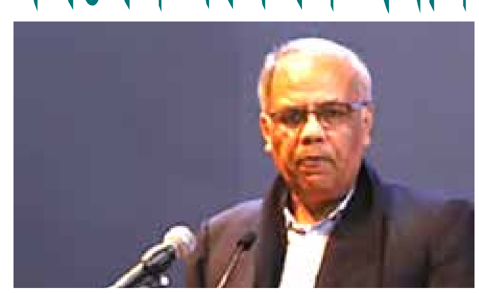

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমা দেয়ার নয় মাস পার হলেও একটি সুপারিশও বাস্তবায়ন না হওয়ায় হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ। তিনি বলেছেন, কমিশনের কোনও প্রস্তাবই এখনও কার্যকর হয়নি- এটি দুঃখজনক। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) ষষ্ঠ সম্প্রচার সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন কামাল আহমেদ।
কামাল আহমেদ বলেন, 'আমাদের গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের যেসব প্রস্তাব ছিল, তার একটি প্রস্তাবও এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে- এমন কথা আমি বলতে পারছি না। এ জন্য আমি দুঃখিত।' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদ্য দায়িত্ব পাওয়া তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তাকে উদ্দেশ করে কামাল আহমেদ বলেন, 'তার ঘাড়ে হয়তো দোষ চাপানো যাবে না। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

গাজা স্থিতিশীলতা বাহিনীতে যোগ দিতে প্রস্তুত পাকিস্তান, তবে আপত্তি হামাসকে নিরস্ত্র করার শর্তে

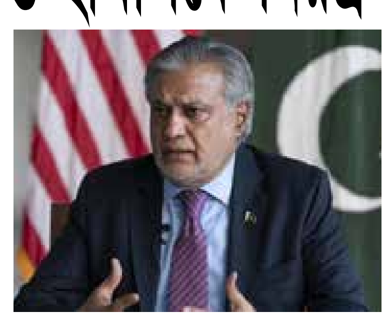

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিতে নীতিগতভাবে সম্মতি জানিয়েছে পাকিস্তান। তবে এই বাহিনীর ম্যান্ডেটে যদি ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে নিরস্ত্র করার শর্ত থাকে, তবে পাকিস্তান তাতে অংশ নেবে না। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইশাক দার এ কথা বলেছেন। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য এক্সপ্রেসের ট্রিবিউনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সাফল্য পর্যালোচনা করতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।
সংবাদ সম্মেলনে ইশাক দার বলেন, গাজা শান্তি চুক্তির আওতায় 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্স' (আইএসএফ) গঠন একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। পাকিস্তান যেকোনো *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

তেল, সোনা ও বিরল খনিজ: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভেনিজুয়েলার রাজনৈতিক সংকটের নেপথ্যে

পরিচয় ডেস্ক: তবে এখন দেখা যাচ্ছে, ভেনিজুয়েলার বিশাল সম্পদই এই ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার অন্যতম ভিত্তি। বিষয়টি বুঝতে পেরে বিরোধী দলীয় নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো সম্প্রতি ‘ল্যান্ড অব গ্রেস’ নামে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি ভেনিজুয়েলার খনিজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে দেশকে দেউলিয়া দশা থেকে উদ্ধারের স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

ভেনিজুয়েলার বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের পেছনে সাধারণত দুটি কারণ সামনে আনা হয়। এক, মাদুরো সরকারের সঙ্গে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও অপরাধী চক্রের কথিত যোগাযোগ। দুই, ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ। তবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এর সঙ্গে তৃতীয় একটি কারণ যুক্ত করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই ভেনিজুয়েলার তেল ও জ্বালানি সম্পদের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ভেনিজুয়েলা একসময় মার্কিন কোম্পানি এক্সন মোবিলের কাছ থেকে জ্বালানি অধিকার ও সম্পদ কেড়ে নিয়েছিল। তিনি বলেন, ‘আপনারা জানেন, তারা আমাদের সব জ্বালানি অধিকার নিয়ে নিয়েছিল। বেশি দিন আগের কথা নয়, তারা আমাদের সব তেল নিয়ে নিয়েছিল।

আমরা এখন তা ফেরত চাই’।

অনেকে মনে করতেন না যে এই সংকটের পেছনে প্রাকৃতিক সম্পদ মূল কারণ। তবে এখন দেখা যাচ্ছে, ভেনিজুয়েলার বিশাল সম্পদই এই ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার অন্যতম ভিত্তি। বিষয়টি বুঝতে পেরে বিরোধী দলীয় নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদো সম্প্রতি ‘ল্যান্ড অব গ্রেস’ নামে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি ভেনিজুয়েলার খনিজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে দেশকে দেউলিয়া দশা থেকে উদ্ধারের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দেশটির বিশাল সম্পদের সুযোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত এক দশকে দেশটির অর্থনীতি পুরোপুরি ধসে পড়েছে। এটি একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি। একদিকে প্রচুর সম্পদ, অন্যদিকে দেশটি অচল হয়ে পড়েছে। দারিদ্র্যের মধ্যে এই প্রাচুর্যে ‘দরিদ্র অথচ সমৃদ্ধ দেশ’-এর এক মিথ তৈরি করেছে, যা ভেনিজুয়েলার জন্য বড় যন্ত্রণার কারণ।

ভেনিজুয়েলায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেলের মজুদ রয়েছে। গ্যাসের মজুদে তারা বিশ্বে ষষ্ঠ। ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে বেশি সোনা এখানেই আছে। এছাড়া *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

গ্রিনল্যান্ড কেন যুক্তরাষ্ট্রের দরকার, জানালেন ট্রাম্প

জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ফ্লোরিডায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, ‘জাতীয় সুরক্ষার জন্য আমাদের গ্রিনল্যান্ড দরকার।’

এছাড়া ডেনমার্কের অধীন আধা-স্বায়ত্তশাসিত এই অঞ্চলটির সামরিক সুরক্ষা যথেষ্ট নয় বলেও দাবি করেন তিনি। গ্রিনল্যান্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত হিসেবে লুইসিয়ানা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর জেফ ল্যান্ড্রিকে নিয়োগ দেয়ার পর ট্রাম্পের এই মন্তব্য আসে।

ট্রাম্প ল্যান্ড্রিকে একজন দুর্দান্ত ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘তিনি একজন চুক্তিপ্রিয় ব্যক্তি।’ গ্রিনল্যান্ড নিয়ে নিজের অবস্থান আরও জোরালো করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমাদের গ্রিনল্যান্ড দরকার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য, খনিজ সম্পদের জন্য নয়। গ্রিনল্যান্ডের উপকূলজুড়ে তাকালে দেখা যাবে রুশ ও চীনা জাহাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের এটি দরকার। আমাদের এটি থাকা উচিত। গ্রিনল্যান্ড একটি বড় বিষয়।’

এর আগে ডেনমার্কের *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

বড়দিনের উপহার,নাইজেরিয়ায় আইএসের বিরুদ্ধে ‘শক্তিশালী হামলা’ চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: গত বৃহস্পতিবার ২৫ ডিসেম্বর রাতে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, তার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ‘উগ্র ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদকে মাথাচাড়া দিতে দেবে না’।

যুক্তরাষ্ট্র উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিরুদ্ধে ‘শক্তিশালী ও প্রাণঘাতী হামলা’ চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

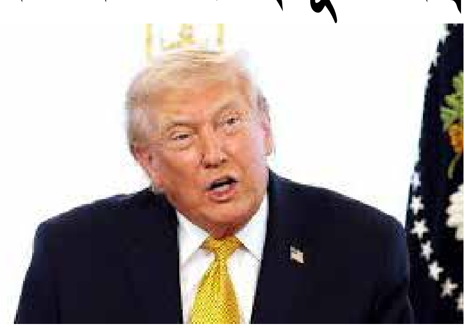

বৃহস্পতিবার ২৫ ডিসেম্বর রাতে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, তার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ‘উগ্র ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদকে মাথাচাড়া দিতে দেবে না’।

তিনি আইএসকে ‘সন্ত্রাসী আবর্জনা’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে অভিযোগ করেন, এই গোষ্ঠী মূলত নিরীহ খ্রিস্টানদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করছে।

ট্রাম্পের দাবি, মার্কিন সামরিক বাহিনী ‘একাধিক নিখুঁত হামলা’ পরিচালনা করেছে।

পরে যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা কমান্ড (আফ্রিকম) জানায়, বৃহস্পতিবারের এই হামলা নাইজেরিয়ার সঙ্গে সমন্বয় করে সোকোতো রাজ্যে চালানো হয়েছে।

নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউসুফ মাইতামা তুগার বিবিসিকে বলেন, এটি ছিল ‘সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য করে চালানো একটি যৌথ অভিযান’, এবং এর সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের সম্পর্ক নেই।

ভবিষ্যতে আরও হামলা হতে পারে কি না—এ প্রশ্নের জবাবে তুগার বলেন, তা দুই দেশের নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে।

এর আগে নভেম্বরে ট্রাম্প নাইজেরিয়ায় ইসলামপন্থী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মার্কিন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে রোববার, ২৮ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন জেলেনস্কি

পরিচয় ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রত্যাশা, বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত শান্তি পরিকল্পনা এবং নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে চলমান পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ বন্ধের উপায় খুঁজতে আগামী রোববার, ২৮ ডিসেম্বর ফ্লোরিডায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। জেলেনস্কির প্রত্যাশা, বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত শান্তি পরিকল্পনা এবং নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। খবর বিবিসির। তবে রাশিয়ার এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

বলেছেন, মস্কোর প্রস্তাবিত পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় প্রণীত পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। রাশিয়া জানিয়েছে, আলোচনা প্রক্রিয়ায় ‘ধীর কিন্তু স্থিতিশীল অগ্রগতি’ হচ্ছে। তবে ডনবাস অঞ্চল থেকে পারস্পরিক সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে জেলেনস্কির প্রস্তাব নিয়ে তারা এখনও কোনো মন্তব্য করেনি। জেলেনস্কি সাংবাদিকদের জানান, তাদের ২০ দফার শান্তি পরিকল্পনা বর্তমানে প্রায় ৯০ শতাংশ প্রস্তুত। তিনি ডনবাসের যেসব এলাকা রাশিয়া দখল করতে পারেনি, সেখানে একটি সেনামুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। সামাজিক *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

জেলেনস্কিকে সঙ্গে নিয়ে অথবা তাকে ছাড়াই এগোচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা

পরিচয় ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধবন্ধের আলোচনা আবারও ভূখণ্ডগত প্রশ্নে আটকে পড়েছে—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সমস্যার উৎস খুঁজতে খুব দূর তাকানোর প্রয়োজনও পড়ে না। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স সম্প্রতি বলেছেন, ‘সবচেয়ে কণ্টকাকীর্ণ বিষয়গুলো কখনোই মীমাংসা হয়নি, যার মধ্যে রয়েছে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ওয়াশিংটন ‘ভারত প্রথম’ নীতি ছেড়ে কেন হঠাৎ পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়ল

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৫ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্ক মোটেও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। তখন ইসলামাবাদকে দেখা হতো তালেবানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে; রাজনৈতিকভাবে তাদের অবস্থান ছিল প্রশ্নবিদ্ধ এবং কূটনৈতিকভাবে তারা ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন। ২০২২-২৩ সালের ভয়াবহ বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে জিডিপিতে কিছুটা প্রবৃদ্ধি এলেও পাকিস্তানের অর্থনীতি তখনো বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

ওয়াশিংটন পাকিস্তানকে অবিশ্বস্ত এবং কম কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ হিসেবে মনে করত। দেশটির শক্তিশালী নিরাপত্তা সংস্থাকে দেখা হতো রহস্যময় হিসেবে, যারা একই সঙ্গে দুই পক্ষের সঙ্গে চলে এবং সন্ত্রাস দমনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চায় না। বিশ্লেষকেরা সতর্ক করেছিলেন, পাকিস্তান এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তাসংকটে পড়তে যাচ্ছে।

অথচ ২০২৫ সালের শেষে এসে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান ব্রাত্য দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত হয়েছে। খুব কম দেশের ক্ষেত্রেই এত দ্রুত বা নাটকীয়ভাবে ভাবমূর্তির পরিবর্তন ঘটে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক নতুন পররাষ্ট্রনীতিতে পাকিস্তান এখন প্রধান এক স্তম্ভ।

শুরুতে ট্রাম্পের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টারাও পাকিস্তানকে নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলেন। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁদের চিন্তার কারণ ছিল। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ প্রায়ই গর্ব করে বলত, চীনের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব ‘সমুদ্রের চেয়ে গভীর আর পাহাড়ের চেয়ে উঁচু’।

ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতিসংশ্লিষ্ট মহলের প্রত্যাশা ছিল স্পষ্টড়ভারতকে দ্বিগুণ সমর্থন দাও, ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে ‘কোয়াড’কে শক্তিশালী করো এবং ভারতের স্বার্থরক্ষায় ইসলামাবাদকে এক পাশে সরিয়ে রাখো।

কিন্তু ওয়াশিংটন যখন ভারতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতিতে ঝুঁকে পড়ছিল, তখনই ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, নাগরিক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা এবং সামরিক শক্তির অকার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে এসব সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হলেও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হতে থাকে।

বরফ গলতে শুরু করার প্রথম লক্ষণ ছিল সন্ত্রাসবাদ দমনে দুই দেশের মধ্যে কিছু গোপন তথ্য বিনিময়। এতে বোঝা যাচ্ছিল, ইসলামাবাদ অবশেষে কার্যকর সহযোগিতা দিতে ইচ্ছুক। এরপর গত মার্চ বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

চীনের ক্রমবর্ধমান সমরসজ্জার সামনে ‘অরক্ষিত’ যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটন চীনের বিরুদ্ধে কোনো জবরদস্তিমূলক কৌশল নিচ্ছে না, তবে বেইজিংয়ের ‘ঐতিহাসিক’ সমরসজ্জা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রমেই অরক্ষিত করে তুলছে। চীনের সামরিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কংগ্রেসের বার্ষিক প্রতিবেদনে পেন্টাগন এমনটাই জানিয়েছে। খবর হংকং থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের।

গত মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত ১০০ পৃষ্ঠার সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘আমরা চীনের টুটি চেপে ধরতে, আধিপত্য বিস্তার করতে কিংবা হেয় করতে চাই না...আমরা শুধু চাই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের কোনো দেশ যেন আমাদের বা আমাদের মিত্রদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে।’

এতে আরও যোগ করা হয়, ‘চীনের ঐতিহাসিক বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ধনী খদ্দেরদের জন্য কিশোরীদের যেভাবে বাছাই করতেন এপস্টেইন-উঠে এল এফবিআইয়ের তদন্তে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ গত শুক্রবার যে নথিগুলো প্রকাশ করেছে, তাতে জেফরি এপস্টেইনের যৌন নিপীড়নের জন্য মানুষ পাঠিয়ে কীভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে জোগাড় করতেন, তার বিস্তারিত বিবরণ উঠে এসেছে।

তদন্ত নথিগুলো এপস্টেইন ও তাঁর সহযোগীদের কর্মকাণ্ডের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। বিশেষ করে তরুণী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের তাঁকে সরবরাহ করার প্রক্রিয়া এতে স্পষ্ট হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, নথিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়কালে বিচার বিভাগের দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষিত প্রকাশনার অংশ। তবে এই প্রকাশনা আংশিক এবং ব্যাপকভাবে সম্পাদিত হওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছে।

প্রকাশিত নথিগুলোর মধ্যে একটি নথি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। নথিটির নম্বর ইএফটিএ০০০০৪১৭৯। এতে রয়েছে এফবিআইয়ের একটি প্রমাণ-সংক্রান্ত কভার শিট এবং ১৩ পৃষ্ঠার হাতে লেখা তদন্ত নোট। ২০১৯ সালের ২ মে নেওয়া এক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এসব নোট তৈরি করা হয়। সাক্ষাৎকারদাতার পরিচয় এবং নথির কিছু অংশ গোপন রাখা হয়েছে।

তবে নোটগুলোতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে মেয়েদের নিয়োগ, ‘ম্যাসাজ’-এর আড়ালে যৌন নিপীড়ন এবং বয়স ও গায়ের রং নিয়ে এপস্টেইনের নির্দিষ্ট পছন্দ।

নোট অনুযায়ী সাক্ষী বলেন, ‘ (এই অংশ মুছে ফেলা হয়েছে)এর বন্ধুদের বন্ধু। বড় ব্রাজিলিয়ান গ্রুপ। খুবই মরিয়া সময় যাচ্ছে। মেয়েদের সংখ্যা ফুরিয়ে আসছিল।’ নোটে জেফরি এপস্টেইনকে ‘জেই’ আদ্যক্ষরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই তথাকথিত ‘মরিয়া সময়ে’ একজন ‘বাদামি ত্বকের ডমিনিকান’ মেয়েকে আনা হয়েছিল। কিন্তু নোটে বলা হয়েছে, ‘জেই স্প্যানিশ বা গাঢ় রঙের মেয়ে চায়নি।’ যিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

নিজ নামে ২ ‘সর্ববৃহৎ ব্যাটলশিপ’ নির্মাণ করছেন ট্রাম্প, সব মিলিয়ে ২৫টির পরিকল্পনা

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য তিনি এক নতুন শ্রেণির যুদ্ধজাহাজ বা ‘ব্যাটলশিপ’ তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। অতি শক্তিশালী অস্ত্রে সজ্জিত এই জাহাজগুলোর নাম রাখা হবে তাঁর নিজের নামেই। মূলত মার্কিন নৌবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর যে উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা তিনি নিয়েছেন, তার নাম দিয়েছেন ‘গোল্ডেন ফ্লিট।’

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে বলা হয়েছে, ট্রাম্প ক্লাস ইউএসএস ডিফায়েন্টড়নামের এই বিশেষ যুদ্ধজাহাজগুলোর নির্মাণকাজ খুব দ্রুতই শুরু হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প বুক ফুলিয়ে দাবি করেছেন, আগামী আড়াই বছরের মধ্যে এই রণতরিগুলো সাগরে দাপিয়ে বেড়ানোর জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই ঘোষণার পেছনে রয়েছে মার্কিন নৌবাহিনীকে এক বিশাল আকৃতি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সেখানে যেমন থাকবে মনুষ্যচালিত বিশাল সব যুদ্ধজাহাজ, তেমনি থাকবে চালকহীন ছোট ছোট নৌযানও। এই বহরে যুক্ত হবে বড় আকারের ক্ষেপণাস্ত্রবাহী রণতরি এবং ছোট গতির নৌকা।

মার্কিন সরকারের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা বেশ কিছুদিন ধরে একটা সতর্কবার্তা দিয়ে আসছেন। তাঁদের দুশ্চিন্তা চীন। জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা এবং মোট উৎপাদনের হিসাবে আমেরিকা এখন চীনের চেয়ে বেশখানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো গলফ ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প যখন বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বিল ক্লিনটনকে ‘বলির পাঁঠা’ বানানোর অভিযোগ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে

পরিচয় ডেস্ক: দণ্ডপ্রাপ্ত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং এ সংক্রান্ত নথিপত্র মার্কিন রাজনীতিতে রীতিমতো শোরগোল তুলেছে। এই ফাইলের সঙ্গে নাম এসেছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনেরও। তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর মুখপাত্র বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ক্লিনটনকে ‘বলির পাঁঠা’ বানাচ্ছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর ‘বারবার সহিংসতার’ ঘটনায় ভারতের উদ্বেগ প্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় আজ কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। দেশটির মুখপাত্র বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চলমান ‘বারবার সহিংসতা’ গভীর উদ্বেগের বিষয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ময়মনসিংহে গার্মেন্টসকর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দায়ীদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে। অপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী অমৃত মণ্ডল হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জয়সওয়াল বলেন, “আমরা বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বিষয়ে অবগত আছি এবং নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।” তিনি আরও বলেন, “উগ্রবাদীদের হাতে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধসহ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের প্রতি যে নিরন্তর সহিংসতা চলছে, তা গভীর উদ্বেগের।” পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান, স্বাধীন বিভিন্ন সূত্রে, বাংলাদেশে অন্তর্বতী সরকারের সময়কালে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও জমি দখলসহ দুই হাজার ৯০০টির বেশি সহিংসতার ঘটনার নথি রয়েছে। তিনি বলেন, “এই ঘটনাগুলোকে শুধু মিডিয়ার অতিরঞ্জন বলে উড়িয়ে দেওয়া বা রাজনৈতিক সহিংসতা হিসেবে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।” জয়সওয়াল জানান, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ভারত সম্পর্কে যে “ভুল বর্ণনা” ছড়ানো হচ্ছে, তা প্রত্যাখ্যান করে একাধিক বিবৃতি দিয়েছি আমরা। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতের অবস্থান শুরু থেকেই পরিষ্কার ও ধারাবাহিক। আমরা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে চাই। বাংলাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষে ভারত। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা অন্তর্বতী সরকারের দায়িত্ব—এ কথাও ভারত পুনর্ব্যক্ত করেছে।

রাজবাড়ী জেলায় অমৃত মণ্ডলকে পিটিয়ে হত্যার এক দিন পর বাংলাদেশ সরকার জানায়, ঘটনাটি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সরকারের দাবি, মণ্ডল একাধিক গুরুতর অপরাধ মামলায় “অভিযুক্ত” ছিলেন। এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকার সামাজিক মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড নিয়ে “বিভ্রান্তিকর তথ্য” ছড়ানোর বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে।

এদিকে, ১৭ বছর নির্বাসনে থাকার পর বিএনপি নেতা তারেক রহমানের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, “ভারত বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকে সমর্থন করে। এই প্রেক্ষাপটেই বিষয়টি দেখা উচিত।”

বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করলো ভোটের গাড়ি

পরিচয় ডেস্ক: আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদের বিষয়ে গণভোটের বিষয়ে সারাদেশে প্রচারণার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে দশটি ভোটের গাড়িড় সুপার ক্যারাভান।

গত সোমবার (২২ ডিসেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে সুপার ক্যারাভান।

অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে ভোটের গাড়ির উদ্বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন তাসনিম জারা, নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে পদত্যাগ করেছেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক বিবৃতির মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

ফেসবুক পোস্টে তাসনিম জারা লিখেছেন, ‘প্রিয় খিলগাঁও, সবুজবাগ ও মুগদাবাসী, আমি আপনাদের ঘরের মেয়ে। খিলগাঁওয়েই আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। আমার স্বপ্ন ছিল একটি রাজনৈতিক দলের প্ল্যাটফর্ম থেকে সংসদে গিয়ে আমার এলাকার মানুষের ও দেশের সেবা করা। তবে বাস্তবিক প্রেক্ষাপটের কারণে আমি কোনো নির্দিষ্ট দল বা জোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

তিনি লিখেছেন, ‘আমি আপনাদের এবং দেশের মানুষকে ওয়াদা করেছিলাম যে আপনাদের জন্য ও নতুন রাজনৈতিক

সংস্কৃতি গড়ার জন্য আমি লড়ব। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমি আমার সেই ওয়াদা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে ঢাকা-৯ থেকে অংশগ্রহণ করব।’

তাসনিম জারা লিখেন, ‘একটা দলের প্রার্থী হলে সেই দলের স্থানীয় অফিস থাকে, সুসংগঠিত কর্মী বাহিনী থাকে। সরকার ও প্রশাসনের সাথে নিরাপত্তা বা অন্যান্য বিষয়ে আপত্তি ও শঙ্কা নিয়ে কথা বলার সুযোগ থাকে। তবে আমি যেহেতু কোন দলের সাথে থাকছি না, তাই আমার সেসব কিছুই থাকবে না। আমার একমাত্র ভরসা আপনারা। আপনাদের মেয়ে হিসেবে আমার সততা, নিষ্ঠা, এবং নতুন রাজনীতি করার অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রেক্ষিতে আপনারা যদি স্নেহ ও সমর্থন দেন, তবেই আমি আপনাদের সেবা করার সুযোগ পাব।’

তিনি আরও লিখেছেন, নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে আইনি বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আমাদের ঢাকা-৯ আসনের ৪৬৯৩ জন ভোটারের সমর্থনযুক্ত স্বাক্ষর একটি নির্দিষ্ট ফর্মে প্রয়োজন। আগামীকাল এই স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ শুরু করবো। মাত্র এক দিনে এত মানুষের সাক্ষর গোছানো প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

বহিরাগতদের হামলা ও ভাঙচুর: ফরিদপুরে জেমসের কনসার্ট বাতিল, আহত অন্তত ২০

পরিচয় ডেস্ক: ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা জেমসের (নগর বাউল) কনসার্টটি শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) রাতে অনুষ্ঠানস্থলে বহিরাগতদের হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক আগে একদল বহিরাগত প্রবেশে বাধা পেয়ে জোর করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, তারা ইট-পাটকেল ছুড়ে মারে এবং মঞ্চ দখলের চেষ্টা চালায়। ফরিদপুর

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

যৌথবাহিনীর অভিযানে আলোচিত ‘জুলাই যোদ্ধা’ তাহরিমা গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: গাজীপুরের টঙ্গীতে অভিযান চালিয়ে আলোচিত “জুলাই যোদ্ধা” তাহরিমা জান্নাত ওরফে সুরভীকে (২১) গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী। তার বিরুদ্ধে গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানায় চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে। তাহরিমা ওই এলাকার সেলিম মিয়ার মেয়ে। তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় ছিলেন। ফেসবুকে নিজেকে “জুলাই যোদ্ধা” হিসেবে পরিচয় দেন। গ্রেপ্তারের পর তাকে কালিয়াকৈর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন। তিনি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, তাহরিমা জান্নাত সুরভীর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির একটি মামলা রয়েছে। নাইমুর রহমান (দুর্জয়) নামের একজন সাংবাদিক এই মামলাটি করেছেন। তাকে সেই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, তাহরিমা জান্নাত সুরভী অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্ল্যাকমেলিং কার্যক্রমে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে অন্তর্বতী সরকারের উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করারও অভিযোগ আছে।

তারেক রহমান ফিরলেন, এরপর কী?

পরিচয় ডেস্ক: ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরলেন।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন তারেক রহমানকে ‘বিরোধীদের প্রবল রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়তে হবে। তিনি দেশে ফেরায় বিএনপি যেমন আরো শক্তিশালী হবে, তেমনি তাকে বিএনপির অতীতের কাজের সমালোচনাও আরো প্রবলভাবে নিতে হবে। নির্বাচনে এখন আর আওয়ামী লীগ কোনো প্রকাশ্য পক্ষ নয়। তাই শুধু আওয়ামী লীগের দুর্নীতি আর অপশাসনের কথা বলেই পার পাওয়া যাবে না বলেও মনে করেন তারা

বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে যে, দলের জন্য এবং যদি বিএনপি সরকারে যেতে পারে, তাহলে দেশ পরিচালনার বিষয়েও তারেক রহমানের সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা আছে।

তিনি নির্বাচনের আগেই দলের নেতা-কর্মীদের তার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত করতে চান। তবে এখনই সেগুলো প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না। তারেক রহমান রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করলে তা স্পষ্ট হতে শুরু করবে বলে মনে করেন তারা।

তারেক রহমান গুলশান অ্যাভিনিউর যে বাড়িতে উঠেছেন, সেখানে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশের বাড়ি ‘ফিরোজায় থাকেন তার মা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।তিনি এখন

এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধানী। এই দুইটি বাড়িকে একই নিরাপত্তার ছাতায় আনা হয়েছে। দুই দিকের সড়ক পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারি নিরাপত্তা ছাড়াও বিএনপির নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। তারেক রহমানের শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) ও শনিবারের (২৭ ডিসেম্বর) কর্মসূচি প্রকাশ করা হলেও, এর পরের কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়নি। বিএনপির একজন নেতা বলেন,চ তার নিরাপত্তার কারণে সেসব কর্মসূচি অল্প কিছু সময় আগে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হবে ।”

ওই নেতা আরো বলেন,চ তারেক রহমান হয়তো নির্বাচনি প্রচারে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রোগ্রামে সশরীরে উপস্থিত থাকবেন। বাকিগুলোতে লন্ডনের মতো অনলাইনে যুক্ত হবেন। তবে সেগুলো এখনো চূড়ান্ত নয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, “ তার নিরাপত্তা ইস্যুটা তার স্বাধীন চলাফেরার ক্ষেত্রে বড় বাধা। ফলে তিনি সরাসরি মানুষের সাথে কম যোগাযোগ করতে পারবেন,” বলেন তিনি

বিশ্লেষকরা বলছেন, ১৭ বছর পর দেশে ফেরা তারেক রহমানকে

১.দলের মধ্যে কোন্দল ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর করতে হবে।

২.নির্বাচনী প্রচারে বিরোধীদের মোকাবেলা করতে হবে।

৩. তিনি যে পরিকল্পনার কথা বলছেন, তা বাস্তবায়নের দক্ষতা ও সততা প্রমাণ করতে হবে। ৪. আর তার দল সরকার গঠন করতে পারলে অর্থনীতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিভাবে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে চাই, ঢাকায় ফিরে তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমেরিকার মানবাধিকার কর্মী মার্টিন লুথার কিং-এর ‘আই হ্যাভ এ ড্রিম’ বক্তব্যের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ‘আজ বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই, “আই হ্যাভ এ প্ল্যান, ফর দ্য পিপল অফ মাই কান্ট্রি, ফর মাই কান্ট্রি।” এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের সহযোগিতা লাগবে।’

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনগণের ম্যান্ডেট ও সহযোগিতা চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, “যদি সেই প্ল্যান বা কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করতে হয়, তবে এই জনসমুদ্রে যত মানুষ উপস্থিত আছেন, সারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শক্তি যত মানুষ আছেন প্রত্যেকটি মানুষের সহযোগিতা আমার লাগবে। আপনারা যদি আমাদের পাশে থাকেন, আপনারা যদি আমাদের সহযোগিতা করেন ইনশাআল্লাহ আমরা ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান’ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো।”

ঢাকার পূর্বাচলে আয়োজিত এক বিশাল গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, পাহাড় কিংবা সমতলড়ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে সঙ্গে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

অবশেষে সিলেটে, বাংলাদেশের মাটিতে!’ দেশে ফিরে তারেক রহমানের প্রথম ফেসবুক স্ট্যাটাস

পরিচয় ডেস্ক: এর আগে বাংলাদেশ আকাশসীমায় পৌছে তারেক রহমান ফেসবুক পেজে সকাল ৯টা ৩৪ মিনিটে লেখেন, ‘দীর্ঘ ৬ হাজার ৩শ ১৪ দিন পর বাংলাদেশের আকাশে!’

আজ সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেই ‘অবশেষে সিলেটে, বাংলাদেশের মাটিতে!’ লিখে ফেসবুক পোস্ট দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

যাত্রাবিরতি শেষে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

জাতীয় স্মৃতিসৌধে একাত্তরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান।রাত ১০ টা ৪ মিনিটে জাতীয় স্মৃতিসৌধের মূল ফটক দিয়ে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে

তারেক রহমানকে বহনকারী বাসটি।

বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাত ১০ টা ৩৭ মিনিটে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত শেষে সাভার স্মৃতিসৌধের পথে রওনা হন তারেক রহমান। রওনা দেওয়ার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর তিনি স্মৃতিসৌধে পৌঁছান।

তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পথে পথে আজও জড়ো হয়েছেন বিএনপির শত শত সমর্থকরা। জিয়া উদ্যান থেকে শুরু করে সাভার স্মৃতিসৌধে যাওয়ার পথে পুরো সড়ক জুড়ে দেখা যায় নেতাকর্মীদের ভিড়।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে তিনি প্রথমে বাবার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর দোয়া ও মোনাজাত শেষে স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে রওনা হন।

প্রায় ১৭ বছর প্রবাসে থাকার পর দেশে ফেরার একদিন পর তারেক রহমান শেরেবাংলা নগরে তার বাবা, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত - ভারতের প্রতিক্রিয়া

পরিচয় ডেস্ক: লন্ডনে ১৭ বছরেরও বেশি সময় নির্বাসনে থাকার পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাংলাদেশে ফেরাকে দেশটির অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

তারেক রহমানের ভূমিকা ও পরিকল্পনার দিকে নজর থাকবে জানালেন জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে স্বাগত জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

দলটির আমির শফিকুর রহমান জানান, তার একজন রাজনৈতিক সহকর্মী দীর্ঘ ১৭ বছর পর সরাসরি রাজনীতির মাঠে ফিরছেন, এটিকে তিনি ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঐক্যের ব্যাপারে তারেক রহমান কী ভূমিকা রাখেন, অথবা *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

শুল্ক, অভিবাসন ও মূল্যস্ফীতির চাপেও ২ বছরে সবচেয়ে দ্রুত এগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের বৃহত্তম এই অর্থনীতি বার্ষিক চার দশমিক তিন শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের প্রান্তিকে ছিল তিন দশমিক আট শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ছিল এবং এটি গত দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভোক্তা ব্যয় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাড়ার ফলে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরড়এই তিন মাসে মার্কিন অর্থনীতির গতি আরও বেড়েছে। খবর বিবিসির।

বিশ্বের বৃহত্তম এই অর্থনীতি বার্ষিক চার দশমিক তিন শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের প্রান্তিকে ছিল তিন দশমিক আট শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ছিল এবং এটি গত দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শাটডাউনের কারণে প্রতিবেদনটি প্রকাশে দেরি হলেও এতে এমন একটি অর্থনীতির চিত্র উঠে এসেছে, যা বাণিজ্য ও অভিবাসন নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন, স্থায়ী মূল্যস্ফীতি এবং সরকারি ব্যয় কমানোর মতো নানা চাপের মুখে পড়েছে।

তবে এসব কারণে আমদানি ও রপ্তানির মতো কিছু ক্ষেত্রে বড় ধরণের ওঠানামা দেখা গেলেও, সামগ্রিক অর্থনীতির ভেতরের গতি শক্তিশালীই ছিল এবং এটি অনেক পূর্বাভাসকে ছাড়িয়ে গেছে।

ব্যাংক অব আমেরিকার সিনিয়র অর্থনীতিবিদ আদিত্য ভাভে বলেন, "২০২২ সালের শুরু থেকেই এই অর্থনীতি মূলত সব ধরনের হতাশাজনক পূর্বাভাসকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে।চ বিবিসি-রওবিজনেস টুডেহ্ন অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় আদিত্য অর্থনীতিকেওখুবই খুবই স্থিতিশীলহ্ন হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন,ওআগামীতেও এটি কেন অব্যাহত থাকবে না, তার কোনো কারণ আমি দেখছি নাহ্ন

চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির হার প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। যেখানে বেশিরভাগ বিশ্লেষক বার্ষিক হিসাবে প্রায় ৩ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির আশা করেছিলেন, সেখানে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে।

এটি মূলত ভোক্তা ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি পেয়েছে যা বার্ষিক তিন দশমিক পাঁচ শতাংশ হারে বেড়েছে (পূর্ববর্তী প্রান্তিকে যা ছিল দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ)। কর্মসংস্থানের বাজার ধীরগতি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও, *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ধীর প্রবৃদ্ধি, নিশ্চল মূল্যস্ফীতির কারণে বাংলাদেশে স্ট্যাগফ্লেশনের ঝুঁকি দেখছেন অর্থনীতিবিদরা

পরিচয় ডেস্ক: জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪ শতাংশে নেমে আসা এবং মূল্যস্ফীতি উচ্চ এক অংকে আটকে থাকার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এখন এমন এক পরিস্থিতিতে প্রবেশ করছে, যাকে অর্থনীতিবিদরা ওমাঝারি মাত্রার স্ট্যাগফ্লেশনহ্ন বলে আখ্যা দিচ্ছেন। এতে মানুষের প্রকৃত আয় ক্ষয়ে যাচ্ছে, কর্মসংস্থান দুর্বল হচ্ছে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাও হুমকির মুখে পড়ছে।

গতকাল বুধবার ঢাকায় আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা এই সতর্কবার্তা দেন। তারা বলেন, বাংলাদেশ এখনো পূর্ণাঙ্গ মন্দায় না পড়লেও স্থায়ী মূল্যস্ফীতি, স্থবির মজুরি, কর্মসংস্থান হ্রাসড়বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রেড়এবং দুর্বল বেসরকারি বিনিয়োগ মিলিয়ে একটি অর্থনৈতিক দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানওভয়েস ফর রিফর্মহ্ন এবংওব্রেইনহ্ন যৌথভাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্ট্যাগফ্লেশনের সময় উচ্চ বেকারত্ব ও চাহিদার অভাব থাকা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি বাড়তি থাকে, অন্যদিকে মন্দার সময় চাহিদার অভাবের কারণে মূল্যস্ফীতি সাধারণত কমে আসে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, টেক্সটবুক স্ট্যাগফ্লেশন, অর্থাৎ উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিড় উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে তুলনামূলকভাবে বিরল।

তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মতো দেশে স্ট্যাগফ্লেশন দেখা দেয় তখনই, যখন প্রবৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদি ধারার তুলনায় অনেক নিচে নেমে যায়, কিন্তু মূল্যস্ফীতি উচ্চই রয়ে যায়। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী, গত তিন থেকে চার *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কক্সবাজারের মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন কমেছে ব্যাপকভাবে, বাড়ছে আর্থিক ক্ষতি

পরিচয় ডেস্ক: মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি গুরুতর প্রযুক্তিগত ও পরিচালনগত সংকটে ভুগছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক পর্যালোচনা সভায় উঠে এসেছে, এসব সমস্যার কারণে কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে; পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও ক্রমেই বাড়ছে।

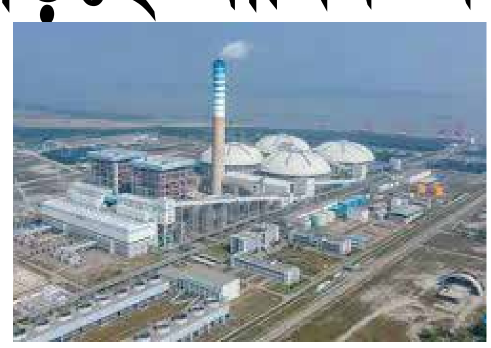

চলমান কারিগরি বিরোধ ও মেরামতের কাজ আটকে থাকায় সংকট আরও গভীর হয়েছে। বর্তমানে ইউনিট-১-এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নেমে এসেছে ৪৭ শতাংশে এবং ইউনিট-২-এর ক্ষেত্রে তা ৫৩.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিকে কর্মকর্তারাওবিপুল আর্থিক ক্ষতিহ্ন হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের কর্মকর্তারা জানান, চলতি বছরের শুরু থেকেই বয়লারের ভেতর ছাই জমে শক্ত হয়ে যাওয়া ও ময়লা জমার কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির কার্যক্রমে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। এতে পরিচালন সক্ষমতা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। প্রকৌশল, ক্রয় ও নির্মাণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সুমিতোমো-তোশিবা-আইএইচআই কনসোর্টিয়ামকে (এসটিআইসি) বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বয়লার সচল ও পূর্ণ কার্যক্ষম করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

পর্যালোচনা সভায় বিদ্যুৎকেন্দ্রের অক্সিলিয়ারি সিস্টেমের দুর্বলতার দিকটিও চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখা গেছে, কমিশনিং শুরুর পর থেকেই উভয় ইউনিটের কুলিং-ওয়াটার পাম্পগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না। অন্যদিকে আর্থিক বিষয়েও *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

চিকিৎসায় বাংলাদেশীদের বিদেশমুখিতা কমাতে শুধুই পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন নেই

পরিচয় ডেস্ক: অন্তর্বর্তী সরকার এক বছর আগে স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের বেশ কিছু আশাব্যঞ্জক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, যার অধিকাংশই এখনো আলোর মুখ দেখেনি। ফলে হাসপাতালগুলোতে শয্যা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবলের তীব্র সংকটের কারণে বাংলাদেশের জটিল রোগীদের সামনে বিদেশে চিকিৎসা নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকছে না।

গত বছর সরকারের এক মূল্যায়নে উঠে এসেছিল, ক্যান্সার, ইনফার্টিলিটি, কিডনি ও হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টড়এই চার রোগের চিকিৎসায় বাংলাদেশি রোগীরা বেশি বিদেশে, বিশেষ করে ভারতে যায়।

এই চার রোগের চিকিৎসায় বিদ্যমান ঘাটতি মেটাতে ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হাসপাতাল প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। সেখানে সরকারি, অলাভজনক ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ওড়িশায় ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে মুর্শিদাবাদের শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

পরিচয় ডেস্ক: ওড়িশা পুলিশ দাবি করেছে, এই হত্যাকাণ্ডটি ‘হঠাৎ উসকানি’ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তবে সম্বলপুরে ওই শ্রমিকদের নিয়োগকারী ঠিকাদার জানান, দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের ‘বাংলাদেশি’ বলে সম্বোধন করে এবং তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে আধার কার্ড দেখতে চায়।

ভারতের ওড়িশা রাজ্যের সম্বলপুর শহরে গত বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় একদল দুর্বৃত্তের হামলায় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও দুই শ্রমিক আহত হন। এর আগে হামলাকারীরা তিন শ্রমিকের কাছে তাদের আধার কার্ড দেখতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

ওড়িশা পুলিশ দাবি করেছে, এই হত্যাকাণ্ডটি ‘হঠাৎ উসকানি’ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তবে সম্বলপুরে ওই শ্রমিকদের নিয়োগকারী ঠিকাদার জানান, দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের ‘বাংলাদেশি’ বলে সম্বোধন করে এবং তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে আধার কার্ড দেখতে চায়। শ্রমিকরা যখন আধার কার্ড দেখানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পেছন থেকে তাদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়।

ওড়িশা পুলিশ দাবি করেছে, এই হত্যাকাণ্ডটি ‘হঠাৎ উসকানি’ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

তবে সম্বলপুরে ওই শ্রমিকদের নিয়োগকারী ঠিকাদার জানান, দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের ‘বাংলাদেশি’ বলে সম্বোধন করে এবং তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে আধার কার্ড দেখতে চায়। শ্রমিকরা যখন আধার কার্ড দেখানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পেছন থেকে তাদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়।

আসাম বাংলাদেশের অংশ হয়ে যাবে, যদি... বললেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলে রাজ্যটির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তার দাবি, জনসংখ্যার এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আসাম একসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাংলাদেশের অংশ হয়ে যেতে পারে। তার এই দাবি নতুন করে সীমান্ত ও অভিবাসন বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেছেন, রাজ্যটিতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা যদি আর ১০ শতাংশ বাড়ে, তাহলে আসাম ‘স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’। মঙ্গলবার একটি সরকারি অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে

কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, গত পাঁচ বছর ধরেই তিনি এই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করে আসছেন।

বাংলাদেশের এক নেতার উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ‘আসামে বর্তমানে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার - এআইয়ের প্রসার সত্ত্বেও ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫ লাখ কর্মী নেবে সৌদি ও আমিরাত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত বিস্তার সত্ত্বেও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও সৌদি আরবের শ্রমবাজারে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫ লাখের বেশি অতিরিক্ত কর্মীর চাহিদা তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২৫ সালে প্রকাশিত একটি বৈশ্বিক শ্রমশক্তি সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবসা পরিচালনার ধরনে পরিবর্তন আনলেও এটি উপসাগরীয় অঞ্চলে মানবকর্মীর সামগ্রিক চাহিদা কমাচ্ছে না। বরং শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং সরকারি-বেসরকারি খাতের পরিষেবা সম্প্রসারণের মতো বিষয়গুলো উভয় দেশেই শ্রমের টেকসই চাহিদাকে এগিয়ে নিচ্ছে।

সৌদি আরবে সরকারের ‘ভিশন ২০৩০’ অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির কারণে শ্রমশক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার আওতায় নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটন, উৎপাদন, লজিস্টিকস ও নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চলে বড় ধরনের বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে, এআইয়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা না বাড়ালে সৌদি আরবকে তার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আরও প্রায় সাড়ে ৬ লাখ অতিরিক্ত কর্মী প্রয়োজন হতো। এমনকি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বিবেচনায় নেওয়ার পরও এটা ধারণা করা হচ্ছে, আগামী বছরগুলোতে দেশটিকে উল্লেখযোগ্য শ্রমঘাটতির মুখে পড়তে হতে পারে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে শ্রমশক্তির চাহিদা আরও দ্রুতগতিতে বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোট শ্রমশক্তি ১২ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে, যা সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এটিকে অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল শ্রমবাজারে পরিণত করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘মানব শ্রমশক্তিতে এই ১২ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। অন্যদিকে সৌদি আরবে কর্মশক্তি ১১ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

অরুণাচলের দখল পেতে মরিয়া চীন, পেন্টাগনের প্রতিবেদনে বিস্ফোরক তথ্য

পরিচয় ডেস্ক: তাইওয়ান এবং দক্ষিণ চীন সাগরের সঙ্গে ভারতের অরুণাচল প্রদেশের ওপর নিজেদের দাবিকে ‘জাতীয় স্বার্থ’ হিসেবে বিবেচনা বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

নাজিব রাজাকের ১৫ বছরের কারাদণ্ড, জটিল সমীকরণে মালয়েশিয়ার সরকার

পরিচয় ডেস্ক: মালয়েশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্থ কেলেঙ্কারি মামলায় দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাককে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) কুয়ালালামপুর হাইকোর্টের বিচারক কলিন লরেন্স সেকুয়েরাহ এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তাঁকে ১১ দশমিক ৪ বিলিয়ন রিঙ্গিত (প্রায় ২৮০ কোটি মার্কিন ডলার) জরিমানা করা হয়েছে।

৭২ বছর বয়সী নাজিব রাজাককে ক্ষমতার অপব্যবহারের চারটি ও অর্থ পাচারের ২১টিসহ মোট ২৫টি অভিযোগের সব

কটিতেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই রায় মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। কারণ, নাজিবের দল ইউএমএনও বর্তমান সরকারের একটি বড় অংশীদার। বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের গল্প

বুলবুল সিদ্দিকী

রাজনৈতিক নেতাদের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং কোনো কোনো সময় তাঁদের নির্বাসিত হওয়ার গল্পগুলো আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাসন ও তাঁদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন তৃতীয় বিশ্বের দেশ, বিশেষ করে যেখানে দুর্বল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের উপস্থিতি থাকে, তেমন দেশগুলোতেই বেশি দেখা যায়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে যখনই কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে একটি দেশ ঝুঁকতে থাকে, তখন থেকে বিরোধী দলের প্রতি দমন-পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার মধ্য দিয়ে অনেক সময় একজন রাজনৈতিক নেতাকে নির্বাসনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। আবার অনেকে নির্বাসনের চাপ ও ভীতি ছাপিয়ে দেশে থেকেই রাজনীতি চালিয়ে যান, যেখানে বঞ্চনা ও নিগ্রহের মাত্রা অনেক বেশি থাকে, যা আমরা বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করেছি।

আবার কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানের সময় অনেক ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসককেও দেশ থেকে বিতাড়িত বা নির্বাসিত হতে হয়, যা আমরা জুলাই-পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই। নির্বাসন যেমন একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা, দেশে ফেরা বা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনও ঠিক তেমন।

কোনো রাজনৈতিক নেতা যখন এক দীর্ঘ নির্বাসন থেকে দেশে ফিরে আসেন, তখন অনেক সময় তাঁকে একজন 'নায়ক' মনে করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে একটি মহোৎসবের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। যাঁরা 'নায়কের মতো' দেশে ফেরেন, তাঁদের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি থাকে। জনগণের কাছে তখন তিনি আশা-আকাঙ্ক্ষার এক নতুন প্রতীকে পরিণত হন।

তবে দীর্ঘ নির্বাসন থেকে ফিরে আসা ও দেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে খাপ খাওয়ানোর পথটি অতটা সহজ নয়; বরং এটি সম্পূর্ণই একটি কণ্টকাকীর্ণ প্রক্রিয়া। যেমন প্রথমেই তাঁকে জাতীয় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অবস্থানের পুনর্নির্মাণ ও পুনর্নির্ধারণ করতে হয়। দেশে যদি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকে, যেমন সুশাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো, তাহলে একজন নেতার প্রত্যাবর্তন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু দুর্বল বা অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে প্রত্যাবর্তন অতটা সহজ নাও হতে পারে। বিশেষ করে নিরাপত্তাঝুঁকির বিষয়টা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাংলাদেশের নির্বাসিত রাজনৈতিক নেতাদের পটভূমি ভিন্ন হলেও তাঁদের প্রত্যাবর্তনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমেই বলা যায় ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন প্রথাগত নির্বাসনের কারণে না হলেও মানুষ তাঁর দেশে ফেরার বিষয়টি নিয়ে এতটাই উদ্‌গ্রীব ছিল যে একটি উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটে। স্বভাবতই একটি নবীন রাষ্ট্র হিসেবে তখন বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এতটাই বেড়ে যায়, যার অবসান ঘটে ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে হত্যার ট্র্যাজেডির মাধ্যমে। এর ফলস্বরূপ শেখ হাসিনাকে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়।

তাই ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনকে দেখা হয় '৭৫-পরবর্তী রাজনৈতিক পটভূমিতে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের পুনর্জাগরণ হিসেবে। পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলনে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের পথ সুগম হলেও আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি একটি টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে।

বাংলাদেশের স্বল্প সময়ের গণতান্ত্রিক যাত্রার পর আমাদের দেখতে হয় ১/১১-এর ঘটনাবলি, যা দেশের গণতান্ত্রিক ধারায় একটি বড় বিচ্যুতি ও মোড়বদলের মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত। সেই সরকারের সময় তারেক রহমান ৭ মার্চ ২০০৭-এ ১/১১-এর সেনাসমর্থিত *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বদলে যাওয়া তারেক রহমান

শফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একজন আলোচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি তারেক রহমান। ১৭ বছর আগে চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাওয়ার আগে তিনি ছিলেন মূলত মাঠপর্যায়ের রাজনীতির একজন সরাসরি নিয়ন্ত্রক। বিশেষ করে ২০০১ সালে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে দেশজুড়ে তৃণমূল প্রতিনিধি সভার মাধ্যমে দলকে তিনি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন। ২০০৬ সালে জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দেশে তৈরি হয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। নানা ঘটনা প্রবাহের পর ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য পাড়ি দিতে হয় যুক্তরাজ্যে। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে লন্ডনে অবস্থানকালীন তারেক রহমান নিজেকে এক অন্য তারেক রহমান হিসেবে তৈরি করেছেন। বর্তমানের তারেক রহমান অনেক বেশি শান্ত, দূরদর্শী এবং আন্তর্জাতিকভাবে সচেতন। তিনি নিজেকে একজন আধুনিক গণতান্ত্রিক নেতার আদলে গড়ে তুলেছেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, গত কয়েক বছরে তারেক রহমান নিজেকে একজন ভিশনারি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রমাণ করেছেন। নিজের ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক দর্শন এবং কূটনৈতিক দক্ষতায় যে আমূল পরিবর্তন এনেছেন, তা দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষসহ সবার কাছে এক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়।

মাঠের রাজনীতি থেকে কৌশলগত নেতৃত্ব: বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমল (২০০১-২০০৬) থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় হন তারেক রহমান। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে দল পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্ব দেন। সারা দেশে ঘুরে ঘুরে তিনি স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তরুণ-যুবকদের ভিশনারি বানানোর চেষ্টা করেন। সে সময়ে তার কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু বিতর্ক উঠলেও তার ভাবমূর্তি একজন 'পাওয়ারফুল' সাংগঠনিক নেতা হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৮ সাল পরবর্তী নির্বাসিত জীবনে তিনি নিজেকে একজন পরিপক্ব, দক্ষ এবং কৌশলবিদ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। ১৭ বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করায় তিনি সরাসরি রাজপথে থাকতে না পারলেও প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দলের তৃণমূল নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন, যা তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও আধুনিকায়নকেই প্রমাণ করে।

সাংগঠনিক সংস্কার ও প্রযুক্তি নির্ভরতা সংশ্লিষ্টরা বলেন, ভিশনারি জাতীয়তাবাদী নেতা হওয়ার প্রচেষ্টার শুরুতেই তারেক রহমান সিন্ডিকেটেড অপপ্রচারের শিকার হন। পরিণতি হিসেবে তাকে ২০০৭ সালের ৭ মার্চ এক-এগারোর সেনাসমর্থিত সরকার কোনো ধরনের মামলা ছাড়াই গ্রেপ্তার ও কারান্তরীণ করে এবং ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। লন্ডনে যাওয়ার পর তারেক রহমান ২০১৩ সালের ২০ মে যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রথম কোনো রাজনৈতিক প্রোগ্রামে অংশ নেন। ২০১৫ সালে নতুন নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী রূপ দেন তারেক রহমান। ওই বছরের ৭ জানুয়ারি আদালতের মাধ্যমে তার বক্তব্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। জনগণের কাছে নিজের মতামত পৌঁছাতে তারেক রহমান বিকল্প হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হয়ে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও কর্মসূচি প্রণয়ন শুরু করেন।

তারেক রহমান বিএনপির ভেতর 'পারিবারিক রাজনীতি'র তকমা মুছে ফেলে দলকে একটি আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের চেষ্টা করছেন। তিনি 'জুম' মিটিংয়ের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ইউনিটের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। দলের মনোনয়ন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তড়সবকিছুতেই তিনি এখন ডাটা এবং মাঠপর্যায়ের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তার এই 'ডিজিটাল লিডারশিপ' তরুণ প্রজন্মের ভোটারদের কাছে বিএনপির আধুনিক ইমেজ তুলে ধরার চেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

লন্ডনে অবস্থান ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ: লন্ডনে অবস্থানকালে তারেক রহমান শুধু রাজনীতি নয়; বরং নিজের শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি লন্ডনে থাকাকালীন আইন ও সমকালীন রাজনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। এই পড়াশোনা এবং বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে বসবাসের অভিজ্ঞতা তার চিন্তাধারায় পরিবর্তন এনেছে। আগের তুলনায় তার বক্তব্যে এখন অনেক বেশি পরিশীলিত, *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇆ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW 718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

এ কোন সভ্যতার নমুনা দেখাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার

আনু মুহাম্মদ

প্রথমে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারএ এবং পরে ছায়ানট ও উদীচীতে যে ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছে, তা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। হামলাকারীরা ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে পরিকল্পিতভাবে নথিপত্র, সরঞ্জাম এবং মূল্যবান আর্কাইভ ধ্বংস করেছে। ব্যাপক লুটপাট করেছে। ডেইলি স্টার ভবনের ভেতরে অবস্থানরত সাংবাদিকসহ নারীপুরুষের জীবন বিপন্ন করেছে। তাঁদের বাঁচাতে লেখক সম্পাদক নূরুল কবীর ওই ভবনে গেলে তাঁর ওপরও আক্রমণ করা হয়েছে। একই সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান, বাসভবন ও ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং সহিংস উন্মাদনা ছড়ানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে এ ধরনের সমন্বিত হিংস্র উন্মাদনা আগে কখনো দেখা যায়নি। ঘটনাগুলো অবিশ্বাস্য হলেও কোনোভাবেই আকস্মিক নয়।

অনেক দিন ধরে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে বিভ্রান্তিকর তথ্যের মাধ্যমে লাগাতার আক্রমণাত্মক বক্তব্য দেওয়া হচ্ছিল। জনগণকে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এই উসকানি দেশের ভেতর থেকেও এসেছে, দেশের বাইরে থেকেও এসেছে। ফলে সরকার, গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা যাঁরা নিয়মিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন, তাঁদের কাছে বিষয়টি অজানা থাকার কথা নয়। উত্তেজনা তৈরির মাধ্যমে একটি সংঘবদ্ধ সহিংসতার পরিবেশ তৈরি করা কিংবা তাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা ছিল স্পষ্ট।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের পর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে এই গোষ্ঠী আরও তৎপর হয়ে ওঠে। হাদিকে হত্যাচেষ্টার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাধারণ নাগরিকেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করেন। কারা আক্রমণ করেছে, কীভাবে আক্রমণ করেছে, এসব বিষয়ে ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু সেই সময় গোয়েন্দা সংস্থা বা সরকারের বাহিনীর পক্ষ থেকে তেমন কোনো তৎপরতা দৃশ্যমান হয়নি।

বরং বলা হলো, হত্যাকারী নাকি সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে গেছে। অথচ সন্ত্রাসী উন্মাদনার পর পুলিশ থেকে বলা হচ্ছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যিই ভারতে গেছেন কি না, সে বিষয়ে এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। হাদির মৃত্যুর পর এই অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর তথ্যকে পুঁজি করেই একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। হত্যার বিচার, হত্যাকারীকে ধরার বিষয় বাদ দিয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।

হাদির মৃত্যুর পর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং কারা পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে, সে তথ্য গোয়েন্দা সংস্থার জানার কথা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ্যেই আক্রমণের ডাক দিচ্ছিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের কিছু নেতা ও ব্যক্তি। এর বাইরেও নানা উসকানিমূলক তৎপরতা চলছিল। এসব তথ্য গোয়েন্দা সংস্থার অজানা থাকার কথা নয়। এত তথ্য সত্ত্বেও এক রাতেই ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। এই অবস্থা নতুন নয়, তথ্য থাকা সত্ত্বেও সরকারের ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তা মাসের পর মাস ধরে চলতে দেখা যাচ্ছে।

আমরা দেখছি, যারা এই হামলাগুলো চালিয়েছে, তারা দীর্ঘদিন ধরেই মাজারে আক্রমণ, বাউলদের ওপর হামলা, নারীদের হুমকি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা, নাটক ও গানের অনুষ্ঠানে চাপ সৃষ্টি, গান বন্ধ করা ইত্যাদি হামলা ও হুমকি দিয়ে আসছে। শিল্পী ও সংস্কৃতিচর্চার ওপর তারা বড় ধরনের চাপ তৈরি করেছে। এসবের পেছনে একই গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তারা এই সহিংসতা অব্যাহত রাখতে পেরেছে, কারণ সরকার এখন পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনার জন্য প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এর ফলেই তারা নিজেদের ক্ষমতায়িত ভাবছে, বুঝে গেছে যে তারা যা খুশি বলতে পারে এবং করতে পারে। একই সঙ্গে আমরা দেখছি, বিদেশ থেকে দুজন উসকানিদাতা মাসের পর মাস ধরে হিংস্র বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, ভাঙচুর, সন্ত্রাস ও হামলার আহ্বান জানিয়ে আসছে। তারা বিভিন্ন সময় প্রথম আলো, ডেইলিস্টারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেও আক্রমণের ডাক দিয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় হলো, যখন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে, তখন সরকারের নিরাপত্তা

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

ধর্ম অবমাননা, গুজবের আদালত ও দিপুর পোড়া লাশ

প্রশান্ত কুমার শীল

দিপু চন্দ্র দাস আর নেই। কিন্তু দিপুকে ঘিরে যে প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে, সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। দিপুকে নৃশংস হত্যার দায় রাষ্ট্রের। সমাজেরও।

দিপু ছিলেন একজন পোশাক শ্রমিক। বয়স পঁচিশের একটু বেশি। জীবনের সবচেয়ে কর্মক্ষম সময় পার করছিলেন তিনি। পরিবারের ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ময়মনসিংহের ভালুকার একটি তৈরি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে দিপু হয়ে উঠেছিলেন উন্মত্ত জনতার শিকার। প্রথমে মারধর। তারপর গাছে ঝুলিয়ে পিটিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা। শেষ পর্যন্ত আগুন।

দিপুর পোড়া দেহ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। যেন ভয় দেখানোর নারকীয় আয়োজন। এর মাধ্যমে দেওয়া হলো এক সুনিপুণ বার্তা, ভিন্ন পরিচয়ের মূল্য হলো জীবন কেড়ে নেওয়া। এই নৃশংসতা কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি বিচ্ছিন্নও নয়। এটি দীর্ঘদিনের সামাজিক অসুখের এক ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশ।

ঘটনার শুরু কোথায়? ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে। প্রমাণ কী? কারও কাছে নেই।

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র[illegible]্যাব) বলছে, কেউ সরাসরি শোনেনি। কেউ দেখেনি। কোনো ফেইসবুক পোস্টও পাওয়া যায়নি। সেই রামু থেকে নাসিরনগর পর্যন্ত ফেইসবুক পোস্টের দোহাই দিয়ে হিন্দু-বৌদ্ধদের ঘরবাড়ি পোড়ানো হয়েছে। কেউ কিছু শোনেনি, দেখেনি, তবু দিপুর নামে অভিযোগ ছড়িয়েছে। গুজব ছড়িয়েছে। আর সেই গুজবই হয়ে উঠেছে মৃত্যুদণ্ড।

এই দেশ কি গুজবের আদালতে চলে যাচ্ছে? এখানে কি আর আইন কাজ করে না?

দিপুর বাবা রবি চন্দ্র দাসের বক্তব্য রাষ্ট্রের জন্যও বিব্রতকর। ছেলের মৃত্যুর খবর তিনি পেয়েছেন ফেইসবুক থেকে। সরকারের কেউ যোগাযোগ করেনি। কোনো শোকবার্তা নেই। কোনো নিরাপত্তার আশ্বাস নেই। একজন নাগরিক নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পর রাষ্ট্রের এমন নীরবতা শুধু দুঃখজনক নয়, ভয়ঙ্করও বটে।

কারণ নীরবতা বার্তা দেয়। আর সেই বার্তা ভালো নয়।

ঘটনার সময় অন্তত ২০ জন ভিডিও করছিলেন। কেউ কাউকে থামাবার চেষ্টা করেননি। কেউ পুলিশ ডাকেননি। কেউ বলেনওনিড়এটা অপরাধ। এই নির্লিপ্ত দর্শকসত্তা আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের বড় প্রমাণ। আমরা কি ধীরে ধীরে সহিংসতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি? অন্যের মৃত্যু কি আমাদের বিনোদন হয়ে উঠছে? আমাদের বিবেক কি একটু খানিক বিচলিত হয় না?

এখানে আরেকটি প্রশ্ন ওঠে। কারখানার ভূমিকা কী? অভিযোগ উঠেছে, ফ্লোর ম্যানেজার দিপুকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে উত্তেজিত জনতার হাতে তুলে দেন। পুলিশে না দিয়ে জনতার হাতে তুলে দেওয়া কোন আইনে বৈধ? কারখানা কি শ্রমিকের নিরাপত্তার দায় নেয় না? একজন মানুষকে বলি দিয়ে কি প্রতিষ্ঠান বাঁচানো যায়?

রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলছে, এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। এ কথা নতুন নয়। আমরা বহুবার শুনেছি। কিন্তু প্রশ্ন হলোড়শাস্তি কত দ্রুত? কত দৃষ্টান্তমূলক? সবচেয়ে বড় কথা সামাজিক প্রতিরোধ কোথায়? কারণ বিচার শুধু ঘটনার পর নয়। বিচার শুরু হয় ঘটনার আগেও।

এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটাকে একক বা আকস্মিক বলার সুযোগও নেই। বরং এটি একটি ধারাবাহিকতার অংশ, যা বাংলাদেশ বহু বছর ধরে দেখে আসছে। আমরা রামু ও নাসিরনগরের তাণ্ডব দেখেছি। দুর্গাপূজার মণ্ডপে হামলার দৃশ্যও আমাদের অচেনা নয়। কখনো ফেইসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে, কখনো কথিত কটূক্তির অভিযোগে, আবার কখনো নিছক গুজব ছড়িয়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভয়াবহ সহিংসতা ঘটাতে দেখেছি। উত্তরাঞ্চলীয় জেলা রংপুরের তারাগঞ্জে দলিত সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা এখনও দগদগে ক্ষত হয়ে আছে। এবার সেই একই চিত্র দেখা গেল একটি পোশাক কারখানায়ড়যেখানে একজন শ্রমিককে প্রকাশ্যে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হলো। ঘটনার ধরন বদলেছে এবার। শুধু পিটিয়ে খুন করে ক্ষ্যান্ত হয়নি

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

KARNAFULLY
HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
NYS Department of Health LHCSAs
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Grades K-6 Get 1 Month FREE!
December '25 - May '26

PROGRAM DETAILS:

- Achieve 4s on NY State Exams
- 5 Months + 1 Month FREE of Common Core Classes
- ELA, & Math

$1,320
5-Months
+ 1 Month FREE

Visit Any Khan's Location Near You!

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr. & 177 St.

Brooklyn:
Church & Dahill Rd.

Bronx:
Castle Hill & Starling Ave

Digital - Online:
Available Everywhere!

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave. & 258 St.

Astoria:
Crescent St. & 30th Ave.

Ozone Park:
101 Ave. & 86th St.

Hillside-Parsons:
161 St. & Hillside Ave.

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

শরীরের জন্য কেন জরুরি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড?

পরিচয় ডেস্ক: হজমের সমস্যা হলে এনজাইম, শরীরের দুর্বলতায় ভিটামিন আর হাড়ের ব্যথায় ক্যালশিয়ামড়এই ধারণাগুলো বাঙালির কাছে বহুদিনের পরিচিত। সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনায় এসেছে ভিটামিন ডি ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড। ভিটামিন ডি সম্পর্কে অনেকেই সচেতন হলেও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের গুরুত্ব এখনো সবার কাছে স্পষ্ট নয়।

চিকিৎসকদের মতে, ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান, যা মস্তিষ্ক, চোখ ও হার্টের সঠিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

এটি শরীরের প্রদাহজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং প্রিম্যাচিউর বার্থের ঝুঁকি কমাতেও ভূমিকা রাখে। পুষ্টিবিদরা জানান, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, বীজ এবং সামুদ্রিক মাছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় এই উপাদান রাখা প্রয়োজন।

তবে বয়সভেদে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের চাহিদাও ভিন্ন।

‘নিউট্রিশন রিসার্চ’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গাইডলাইন অনুযায়ী, ছয় মাস বা তার কম বয়সী শিশুদের মোট ফ্যাটের মধ্যে এটি থাকা উচিত ০.৩২ শতাংশ। ১২ বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুদের জন্য প্রতিদিন ৫৫ থেকে ২০০ মিলিগ্রাম ওমেগা-৩ প্রয়োজন। আর ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য দৈনিক ২৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ওমেগা-৩ গ্রহণ নিরাপদ।

অন্তঃসত্ত্বা নারীদের ক্ষেত্রে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের ডোজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসকদের মতে, গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন ১১০ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ওমেগা-৩ গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সহজ কিছু খাবার যোগ করলেই ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। প্রয়োজন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা উচিত। সূত্র: এই সময়

কাজুবাদাম কেন খাবেন, কতটুকু খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: কাজুবাদামকে বলা হয় ‘পুষ্টির ছোট প্যাকেট’। এটি যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর। এ কারণে যে আপনি মুঠো মুঠো করে সব সময় এটি খেতেই থাকবেন, তা হবে না। নিয়মিত কাজুবাদাম পরিমিত খেতে হবে।

এতে আপনি পেতে পারেন দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক সুস্থতা। মূলত ব্রাজিলীয় বংশোদ্ভূত এই বৃক্ষজাত বীজ বর্তমানে বিশ্বজুড়ে তার স্বাস্থ্যগুণের জন্য সমাদৃত। হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধ থেকে শুরু করে ওজন নিয়ন্ত্রণড়কাজুবাদামের আছে বহুমুখী উপকারিতা।

এটি নিয়মিত খাওয়ার পেছনে অনেকগুলো স্বাস্থ্যগত কারণ আছে। আবার খাওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে কিছু সতর্কতাও। তাই নিজের খাবারের তালিকায় কাজুবাদাম রাখার আগে ভালো ও খারাপ দিক জেনে রাখুন।

হৃদ্‌যন্ত্রের সুরক্ষা

কাজুবাদামে রয়েছে প্রচুর অসম্পৃক্ত চর্বি। এটি রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল বা এলডিএলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত বাদাম খেলে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ২৭ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। এ ছাড়া এতে থাকা ম্যাগনেশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ

কাজুবাদাম উচ্চ ক্যালরিযুক্ত হলেও এটি ওজন কমাতে সহায়ক হতে পারে। এর কারণ হলো, কাজুবাদামের সবটুকু ক্যালরি শরীর শোষণ করতে পারে না। এর ভেতরের আঁশ বা ফাইবার চর্বিকে আটকে ফেলে, যা হজমের সময় শরীরে পুরোপুরি শোষিত হয় না।

ফলে এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে এবং আজেবাজে খাওয়ার প্রবণতা কমায়।

ধনেপাতার যত উপকারিতা: ব্যথা, উদ্বেগ ও রক্তে শর্করা কমায়

পরিচয় ডেস্ক: ধনেপাতা এমন এক ভেষজ, যা নিয়ে মতভেদ চরমে। কেউ একে ভীষণ ভালোবাসেন; আবার কারও কাছে এটি অত্যন্ত অপছন্দের।

অনেকের জন্য সালাদে ধনের কয়েকটি পাতা স্বাদে এনে দেয় নতুন মাত্রা। তবে বিশেষ জিন বহনকারী কিছু মানুষের কাছে এর স্বাদ ঠিক সাবানের মতো।

‘ইন দ্য কিচেন উইথ শেফ বে’-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ব্রুক বেভস্কি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ৪ থেকে ১৪ শতাংশ মানুষের দেহে এই জিনগত বৈচিত্র্য আছে; যার ফলে ধনেপাতার স্বাদ তাঁদের কাছে সাবানের মতো লাগে। অন্যদের কাছে এটি একদমই তাজা ও সুগন্ধি ভেষজ।

তবে ধনেপাতা খাওয়ার কিছু অপ্রত্যাশিত স্বাস্থ্য উপকারিতাও রয়েছে। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে এটি ব্যথা কমাতে সাহায্য করতে পারেড়যে ব্যথা অটোইমিউন, স্নায়ুবিক অবক্ষয়জনিত, পরিপাকতন্ত্রের বা হৃদ্‌রোগের কারণ হতে পারে, এমনকি কিছু ক্যানসারের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এ ছাড়া এই ভেষজ উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করে।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী মোট মৃত্যুর অর্ধেকের বেশি ঘটে প্রদাহজনিত রোগের কারণে।

ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ এই উদ্ভিদড়যা ধনেবীজও উৎপাদন করেড়তাতে এমন কিছু যৌগ রয়েছে, যা গবেষকদের মতে, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।

২০২৩ সালে ইতালির গবেষকেরা বলেন, ধনে নির্যাসের জৈব কার্যকারিতার কারণে ভেষজটিকে স্থূলতা, মেটাবলিক সিনড্রোম ও ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে মূল্যবান কার্যকর খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তথ্যসূত্র: দি ইনডিপেনডেন্ট

কফি পানে যকৃৎ ভালো থাকে, জেনে নিন স্বাস্থ্যকর কফি পানের নিয়ম

পরিচয় ডেস্ক: নিয়মিত কফি পান করলে যকৃতের স্বাস্থ্যের বেশ কিছু উপকার হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ওয়েব এমডির রিপোর্ট অনুসারে, দেখা গেছে যে কফি পানকারীদের যকৃতের রোগ, যেমন লিভার ক্যানসার, ফাইব্রোসিস অর্থাৎ যকৃতে দাগ বা ক্ষত টিস্যু ও নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার অর্থাৎ যকৃতে চর্বি জমার আশঙ্কা কম। ফাইব্রোসিসের একটি গুরুতর পর্যায় সিরোসিস। এই পর্যায়ে যকৃৎ আর সঠিকভাবে কাজ করে না। এমন জটিল রোগেরও ঝুঁকি কমায় কফি।

'এলিমেন্টার ফার্মাকোলজি অ্যান্ড থেরাপিস্টস' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে মাত্র দুই কাপ কফি পান করলে সিরোসিসের ঝুঁকি ৪৪ শতাংশ কমে যায়। তা ছাড়া মিশিগান মেডিসিন ও হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের যকৃৎ বিশেষজ্ঞদের একটি দল আবিষ্কার করেছে, জীবনযাত্রার অন্য কারণগুলো বিবেচনায় নিয়ে দিনে তিন কাপের বেশি কফি পান করলে যকৃতের কাঠিন্য হ্রাস পায়। যাদের ইতিমধ্যে যকৃতের সমস্যা রয়েছে, তারা সাধারণত দিনে এক থেকে তিন কাপ কফি পান করতে পারবে। এই পরিমাণ কফি ফাইব্রোসিস, সিরোসিস, হেপাটাইটিস বি ও সি এবং নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার রোগের প্রকোপ ধীর করতে সাহায্য করতে পারে।

উপকারের কারণ

কফিতে থাকে এক হাজারের বেশি রাসায়নিক যৌগ থাকে। এই যৌগগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর যকৃতের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। কফির উপকারিতা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। ফিল্টার্ড, ইনস্ট্যান্ট বা এসপ্রেসোড়যেকোনোভাবে তৈরি কফি কাজ করে শরীরের জন্য। কফিকে সামগ্রিক সুস্থ জীবনযাত্রার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

কফির উপকারী উপাদান

প্যারাজ্যান্থাইন: এটি ক্যাফেইন হজম হওয়ার সময় উৎপন্ন একটি রাসায়নিক যৌগ। এটি যকৃতে দাগ তৈরিকারী টিস্যুর বিকাশ ধীর করে দিতে পারে; যা লিভার ক্যানসার, সিরোসিস ও হেপাটাইটিস সি-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে।

আদার কত গুণ, খাওয়ার আগে জেনে নিন

পরিচয় ডেস্ক: অনেকের কাছে হজম সমস্যার ওয়ান-স্টপ সমাধান নাকি আদা। বেকারিগুলোতে এখন জিঞ্জারব্রেড বা জিঞ্জার টোস্ট খদ্দর ধরছে আলাদা করে। এ ছাড়া সকালে অনেকে বুস্টার টনিক হিসেবে খান আদার পানি। এই সাধারণ মূলজাতীয় মসলাটি শত শত বছর ধরে আমাদের রান্নাঘর এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রান্নায় আদা ছিল একটি অপরিহার্য উপাদান, যা চীন থেকে ভারত পর্যন্ত প্রতিটি পদকে আরও সুস্বাদু করেছে। পরে এটি ইউরোপে পৌঁছায় এবং ভূমধ্যসাগর থেকে ব্রিটেন পর্যন্ত মেনুতে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করে নেয়। আজও আদা রন্ধনশিল্প ও ভেষজ চিকিৎসায় সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা একে 'ট্রু ডাবল থ্রেট' বা দ্বৈত ক্ষমতাসম্পন্ন উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন। এটি আপনাকে সতেজ করতে পারে, আবার পেটের সমস্যা মেটাতেও সাহায্য করে।

কী লুকিয়ে থাকে আদায়

আমরা বাজার থেকে যে তাজা আদা কিনি, তা হলো জিঞ্জিবার অফিসিনাল নামক সপুষ্পক উদ্ভিদের শিকড়। এর আদি নিবাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। তাজা, শুকনো, গুঁড়া, আচার তৈরি করে বা চা বানিয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে খাওয়া যায় এটি। নিকোটিনিক অ্যাসিড, ভালো দৃষ্টিশক্তির জন্য অপরিহার্য ভিটামিন এ এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ভিটামিন সি-সহ আমাদের শরীরের মৌলিক কার্যাবলির জন্য প্রয়োজনীয় খনিজগুলোর সমাহার রয়েছে এতে। এ ছাড়া এতে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও কপারের মতো ট্রেস মিনারেল এবং আঁশ আছে। কিন্তু আদার আসল শক্তি লুকিয়ে আছে এর ৪০০টির বেশি সক্রিয় জৈব যৌগের মধ্যে।

যেসব খাবার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে

পরিচয় ডেস্ক: আমরা প্রায় সবাই জানি, গাজর চোখের জন্য ভালো এবং দুধ হাড় ও দাঁতের জন্য উপকারী। তবে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে কী খাবেন, তা নিয়ে অনেকের ধারণা নেই। বাস্তবতা হলো, মস্তিষ্কের সঠিক কার্যকারিতা এবং স্বাস্থ্য বজায় রাখতে খাবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিউরোসায়েন্টিস্ট লিসা মোসকোনি বলেন, 'খাবার আমাদের মস্তিষ্ক কার্যকর রাখতে সাহায্য করে। কারণ, আমাদের মস্তিষ্ক পুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। তাই শরীরের অন্য অঙ্গের মতো মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে কী খেতে হবে, সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি।'

শিশুদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য আরও বেশি গুরুত্ব বহন করে। কারণ, তাদের মস্তিষ্ক দ্রুত নতুন নিউরন তৈরি এবং বিকাশ লাভ করে। প্রথম কয়েক বছরে শিশুদের মস্তিষ্ক এত দ্রুত পরিবর্তন হয় যে এক শিশুর মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা মিল্কিওয়েতে থাকা তারার থেকে বেশি হতে পারে। এ জন্য শিশুদের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের জন্য মোট ৪৫টি পুষ্টি উপাদান চিহ্নিত করেছেন; যেগুলোর মধ্যে প্রোটিন, জিংক, আয়রন, কোলিন, ফলেট, আয়োডিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২ এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য। এসব উপাদান শিশুর মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশে এবং বড়দের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

বেরি

ব্লুবেরি, ব্ল্যাকবেরি, রাসবেরি, স্ট্রবেরি ইত্যাদি বেরি মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই ফলগুলোতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় এগুলো মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং নিউরোট্রান্সমিটার (স্নায়ু সংকেত) তৈরিতে সাহায্য করে। আপনি বেরি দই বা চকলেটে ডুবিয়ে খেতে পারেন অথবা এগুলো দিয়ে সুস্বাদু ডেজার্ট তৈরি করতে পারেন।

চট্টগ্রামের মেজবানি মাংস

পরিচয় ডেস্ক: মেজবানি মাংস চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী খাবার। সাধারণত গরু মাংস দিয়ে রান্না করা হয় এটি। এর বিভিন্ন রেসিপি পাওয়া যায় চট্টগ্রাম এলাকায়।

উপকরণ: গরুর মাংস এক কেজি, পেঁয়াজকুচি এক কাপ, আদা বাটা এক টেবিল চামচ, মেজবানি মসলা এক টেবিল চামচ, রসুন বাটা দেড় চা-চামচ, জিরা বাটা এক টেবিল চামচ, মিষ্টি জিরা বা মৌরি বাটা এক চা-চামচ, পোস্তদানা বাটা আধা চামচ, নারকেল বাটা এক চা-চামচ, হাটহাজারির মিষ্টি মরিচ গুঁড়া দেড় টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া এক চা-চামচ, ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ, বাদাম বাটা আধা চা-চামচ, টমেটো কুচি দুই টেবিল চামচ, টক দই এক চা-চামচ, গোটা গরম মসলা এক টেবিল চামচ (দারুচিনি, এলাচি) তেজপাতা এক বা দুটি, সরিষার তেল আধা কাপ, কাঁচা মরিচ তিন-চারটি, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি : একটি হাঁড়িতে পরিষ্কার করে কেটে রাখা গরুর মাংস নিয়ে তাতে তেলসহ সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে ২০ মিনিটের জন্য রাখে দিন। এরপর চুলায় প্রথমে উচ্চ তাপে ২০ মিনিট ভালোভাবে মাংস কষিয়ে নিন। কষানোর সময় পানি ব্যবহার করা যাবে না। ২০ মিনিট পর তেল ওপরে উঠে এলে তাতে ২৫০ মিলি লিটার বা পরিমাণমতো গরম পানি দিয়ে মিডিয়াম আঁচে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে আধা চা-চামচ মেজবানি মসলা এবং তিনটি কাঁচা মরিচ দিয়ে চুলা বন্ধ করে ঢেকে দমে দিতে হবে। ১৫ মিনিট পর নামিয়ে পরিবেশন করুন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানি মাংস।

ক্যাপসিকাম দিয়ে চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক: চিংড়ী দিয়ে রান্না করা সুস্বাদু অনেক পদের মধ্যে ক্যাপসিকাম দিয়ে রান্না করার স্বাদই আলাদা।

উপকরণ: চিংড়ি ৫০০ গ্রাম, বড় করে পেঁয়াজ কাটা ১ কাপ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনিয়া গুঁড়া ১/২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১/২ চামচ, মরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, ক্যাপসিকাম চৌকো করে কাটা ১ কাপ, কাঁচামরিচ ফালি তিন-চারটা, লবণ স্বাদমতো, চিনি ১/২ চা চামচ, তেল ৩/৪ কাপ।

প্রণালি: পাত্রে তেল দিয়ে হালকা গরম হলে তাতে পরিষ্কার করে রাখা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে ভাঁজতে হবে তাতে সামান্য লবণ দিয়ে নিতে হবে।

চিংড়ি মাছ ভাজা হলে সেটা তুলে নিয়ে সেই তেলেই ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে হালকা ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত নড়া চাড়া করতে হবে। এরপর সমস্ত মসলা এবং সামান্য পানি দিয়ে ভালোমতো কষিয়ে নিতে হবে। পুরো মসলা তেল ছেড়ে দিলে তাতে চিংড়ি মাছ দিয়ে নেড়ে নিতে হবে এরপর আগে দেওয়া লবণটা পরীক্ষা করে নিয়ে প্রয়োজন হলে ফের লবণ দিতে হবে। আবার সামান্য পানি দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

চিংড়ি মাছগুলো সেদ্ধ হয়ে এলে এবার এতে চৌকা করে কাটা ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিয়ে ঝোল টেনে শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কাঙ্ক্ষিত গ্রেভিটা আসলে তাতে কাঁচামরিচ আর চিনি দিয়ে দুই মিনিটের মতো সময় ঢেকে দিতে হবে। দুই মিনিট পরে গরম-গরম পরিবেশনের জন্য তৈরি হয়ে যাবে চিংড়ি মাছ দিয়ে তৈরি ক্যাপসিকাম।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

নারকেল দুধে রান্না পোলাওয়ের সঙ্গে চিকেন রোস্ট

পরিচয় ডেস্ক: নারকেলের দুধ দিয়ে রেঁধে ফেলতে পারেন ভিন্ন স্বাদের পোলাও। সঙ্গে থাকতে পারে চিকেন রোস্ট।

নারকেল দুধে পোলাও

উপকরণ : পোলাওয়ের চাল ২ কাপ, নারকেল দুধ ২ কাপ, ঘি আধা কাপ, বেরেস্তা আধা কাপ, ২ টেবিল চামচ গরমমসলা গুঁড়া, তেজপাতা ২টি, লবণ প্রয়োজনমতো।

প্রণালি : পোলাওয়ের চাল ১০ মিনিট ভিজিয়ে ছেঁকে রাখতে হবে। নারকেল কুরিয়ে ২ কাপ গরম পানি দিয়ে কচলিয়ে দুধ বের করে নিন। ননস্টিক হাঁড়িতে নারকেলের দুধ, গরম মসলা ও লবণ দিয়ে ফুটিয়ে চাল দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢেকে দিন। চাল ও পানি যখন সমান হবে তখন ঘি দিয়ে তাওয়ার ওপর দমে বসাতে হবে। চাল ফুটে গেলে বেরেস্তা ছিটিয়ে ১০ মিনিট দমে রাখুন। এবার নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

খাসির রেজালা

পরিচয় ডেস্ক: খাসির রেজালা সুস্বাদু একটি খাবার। যেকোনো আয়োজনেরাঁধতে পারেন এটি।

উপকরণ: খাসির মাংসড়১ কেজি, পেঁয়াজ কুচিড়১ কাপ, আদা বাটাড়১ টেবিল চামচ, রসুন বাটাড়১ম, চাচামচ, এলাচিড়৩ টি, দারুচিনিড়৩ টুঁকরো, টক দইড়আধা কাপ, তেলড়আধা কাপ, চিনিড়১ চাুচামচ, লবণড়স্বাদমতো, দুধড়আধা কাপ, কাঁচামরিচড়৮ টি

প্রণালি: কড়াইয়ে তেল দিয়ে দারুচিনি ও এলাচি দিয়ে একটু নেড়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এবার খাসির মাংস ঢেলে একে একে আদা বাটা, রসুন বাটা, টক দই দিয়ে ১০ মিনিট দমে রাখুন। টক দই শুকিয়ে এলে একটু নেড়ে দুধ, লবণ, কাঁচামরিচ দিয়ে আরও ১০ মিনিট দমে রাখুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে প্লেটে ঢেলে পরিবেশন করুন মজাদার খাসির রেজালা। চাইলে নামানোর আগে একটু ঘি ছড়িয়ে নেড়ে নিতে পারেন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

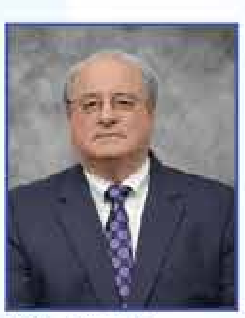

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

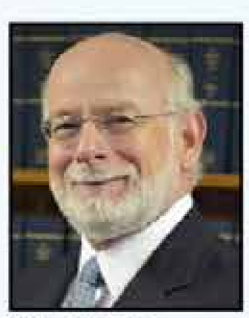

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

বদলে যাওয়া তারেক রহমান

১৪ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক রাজনীতির রেফারেন্স এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখা যায়। তার বক্তব্যগুলোয় এখন অর্থনৈতিক সংস্কার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকারের বিষয়গুলো প্রধান্য পাচ্ছে।

গত দেড় দশকে তারেক রহমানের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আন্তর্জাতিক মহলে নিজের ও দলের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। দেশের ফেরার কয়েক মাস আগে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আলজাজিরা, বিবিসি বা গার্ডিয়ানের মতো প্রভাবশালী গণমাধ্যমে তার বা তার দলের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবারের উত্তরাধিকারী নন, বরং বৈশ্বিক মানদণ্ডের একজন নেতা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করছেন।

বিশ্লেষক অভিমত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজা কালবেলাকে বলেন, আমাদের প্রত্যাশা একজন নতুন তারেক রহমান প্রত্যাবর্তন করছেন। এখানে বয়সের পরিপক্বতার ব্যাপার আছে। যথেষ্ট একটা রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তার চলে যাওয়াটা (লন্ডন) ছিল অস্বাভাবিক। পরবর্তী সময়ে লন্ডনে বসে দীর্ঘদিন তিনি যে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তার একটা রিফ্লেকশন (প্রতিচ্ছবি) দল পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখেছি।

তিনি বলেন, এখন একটা নতুন বাংলাদেশে অত্যন্ত অভিজ্ঞ তারেক রহমান, যিনি ১৭ বছর ব্রিটেনের মতো সবচেয়ে বিকশিত গণতন্ত্রের দেশে থেকেছেন। তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তার একটা রিফ্লেকশন আমরা দেখতে চাই। কারণ, বাংলাদেশের জন্যে এ মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা তারেক রহমান। তিনি নির্বাচন সামনে নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছেন। এখন উনার জন্য সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলোড়দলকে নিয়ন্ত্রণ করা।

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সাহাবুল হক বলেন, ১৭ বছর আগের তারেক রহমান এবং বর্তমান তারেক রহমানের মধ্যে পার্থক্য মূলত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, ভাষা ও কৌশলগত অবস্থানে। ভিত্তিগতভাবে নিশ্চিত তথ্য হলো, তিনি দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে অবস্থান করলেও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দলীয় সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক বার্তায় সক্রিয় ছিলেনড়এটি বিএনপির প্রকাশিত বিবৃতি ও বক্তব্যে প্রতিফলিত। তবে এ অভিজ্ঞতা কতটা বাস্তব মাঠের রাজনীতিতে কার্যকর হবে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

দীর্ঘসময় লন্ডনে তারেক রহমানকে পর্যবেক্ষণ করা রয়টার্সের সাবেক সাংবাদিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার মাহাবুবুর রহমান কালবেলাকে বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছরে যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশের রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোতে সরাসরি অভিজ্ঞতা তারেক রহমানকে ঋদ্ধ করেছে। সে আলোকেই তিনি নতুন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কৃষি, শিক্ষা এবং সামাজিক অবকাঠামোতে উন্নত বিশ্বের মডেলের ছাপ দিতে চান। তার ঘোষিত ৩১ দফায় এসব কিছুর আগাম বার্তা মেলে। 'নতুন বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা' নিয়ে তারেক রহমান দেশে ফিরছেন। একজন ভিশনারি নেতা তারেক রহমান এখন হয়ে উঠেছেন নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্ল্যানার। ঢাকার দৈনিক কালবেলার সৌজন্যে

এ কোন সভ্যতার নমুনা দেখাচ্ছে

১৬ পৃষ্ঠার পর

বাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

এতে প্রশ্ন ওঠে, বিদেশ থেকে যারা উসকানি দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে সরকারের কোনো যোগাযোগ আছে কি না। সরকার কি তাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, নাকি তাদের ব্যবহার করছে। ধর্মের নামে যারা এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে, তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সরকারের প্রশ্রয়ের ভূমিকা দেখা যাচ্ছে কেন, সেটাই বড় প্রশ্ন।

১৮ ডিসেম্বর রাতের ঘটনাতেও সরকারের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। হামলার পর যারা আক্রমণ করেছে, তারা গর্বের সঙ্গে ভিডিও করেছে এবং তা প্রকাশ করেছে। টেলিভিশন ক্যামেরায় তাদের চেহারা স্পষ্ট দেখা গেছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানট, উদীচীসহ বেশ কিছু স্থানে হামলা হয়েছে এবং আক্রমণকারীদের শনাক্ত করা খুবই সহজ। ফেসবুকে কারা উসকানি দিয়েছে, কারা আহ্বান জানিয়েছে, কারা হামলার কথা বলেছে, সবই দৃশ্যমান। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সহিংসতার উসকানি দেওয়া একটি ফৌজদারি অপরাধ। ঘটনার কয়েক দিন পার হয়ে গেলেও এখনো মূল উসকানিদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। এটাই সরকারের ভূমিকার ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে যারা বৈষম্যবাদী রাজনীতি করে, ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও বিদ্বেষ ছড়াতে চায় এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তরকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তাদের প্রতি সরকারের একটি নমনীয়তা ও প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। তাদের 'প্রেশার গ্রুপ' বা চাপ সৃষ্টিকারী শক্তি হিসেবে বর্ণনা করে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর ফলেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী তৎপরতা হয়েছে। ভালুকায় শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে ধর্ম অবমাননার ভুয়া অভিযোগে নির্মমভাবে পিটিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, গাছে ঝুলিয়ে দেওয়ার ঘটনা আমাদের জন্য এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। এসব ঘটনা ঘটছে, কারণ হামলাকারীরা ধরে নিচ্ছে যে সরকার তাদেরই লোক অথবা সরকার বলে কিছু নেই। এই বাস্তবতার মধ্যে স্মরণ করি যে কিছুদিন আগে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বললেন, 'এখন আমরা সভ্যতার পথে পা বাড়িয়েছি। আমরা এমন এক সভ্যতা গড়ে তুলব, যা দেখে বিশ্ববাসী ঈর্ষান্বিত হবে।' এসব নৃশংসতাই কি তাহলে সেই সভ্যতার নমুনা? এই নৃশংস সহিংস পরিস্থিতি যারা তৈরি করছে, তারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের শত্রু এবং ২৪এর গণ-অভ্যুত্থানেরও শত্রু। তারা বৈষম্যহীন বাংলাদেশের প্রত্যাশাকে উল্টো পথে নিয়ে যেতে চায়। তারা নারীর সক্রিয়তার বিরোধী, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির বিরোধী এবং ইতিহাস দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে দমন করতে চায়। এই গোষ্ঠী এমন একটি সমাজ তৈরি করতে চায়, যেখানে মানুষ রোবটের মতো থাকবে এবং ভিন্নমত, ধর্ম, লিঙ্গ ও পরিচয়ের মানুষের ওপর সহিংসতা চালানো হবে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য একটি বড় বার্তা যে বহু বছরের স্বৈরশাসন, লুণ্ঠন ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার ফলে সমাজে একটি ভয়ংকর অপশক্তি তৈরি হয়েছে। এদের মোকাবিলা না করে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রূপান্তর সম্ভব নয়, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের প্রত্যাশা পূরণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সর্বস্তরে বৈষম্যবাদী অপশক্তি প্রতিরোধ এবং জনপন্থী বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা বিস্তারে সব গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা খুবই জরুরি। আনু মুহাম্মদ শিক্ষক, লেখক এবং ত্রৈমাসিক জার্নাল সর্বজনকথার সম্পাদক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে

৯ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তারেক রহমানের ফেরার বিষয়ে মুখপাত্র বলেন, ‟ভারত বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সমর্থন করে এবং এই ঘটনাটিকে সেই আলোকেই দেখা উচিত।চ

শুক্রবার ২৬ ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে এক সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন। ১৭ বছর পর গত ২৫ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে দেশে ফেরেন তারেক রহমান। তার এই আগমনকে কেন্দ্র করে লাখো সমর্থকের ভিড় জমে এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে এটি ব্যাপকভাবে প্রচার পায়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকার ৩০০ ফিট এলাকার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে লাখ লাখ বিএনপি সমর্থক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাদের নেতাকে স্বাগত জানান। এ সময় তারা দলীয় পতাকা নেড়ে ও স্লোগান দিয়ে চারপাশ মুখরিত করে তোলেন। বিবিসি, রয়টার্স, আল জাজিরা এবং দ্য টেলিগ্রাফের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো তার এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে প্রধান খবর হিসেবে প্রচার করেছে। তারা তাকে আগামী সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বর্ণনা করেছে।

তারেক রহমানের ভূমিকা ও

৯ পৃষ্ঠার পর

কী পরিকল্পনা আছে তার এবং বাস্তবায়ন কীভাবে করবেন- এসব বিষয়ে জামায়াত নজর রাখবে। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার জানান, তিনিও ইতিবাচক হিসেবে দেখেন তারেত রহমানের দেশে ফেরার ঘটনাটিকে। তবে তিনি মনে করেন, তারেক রহমান কীভাবে ভূমিকা রাখেন, তার ওপর নির্ভর করে জাতীয় রাজনীতিতে তার অবস্থান তৈরি হবে।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক
Ruposhi Chandpur Foundation New York Inc

সভাপতি
বিপ্লব সাহা

সাধারণ সম্পাদক
সোহেল গাজী

২০২৬ এবং ২০২৭ সালের নব নির্বাচিত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত

বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের গল্প

১৪ পৃষ্ঠার পর

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গ্রেপ্তার হন এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। তিনি ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে গেলেও তাঁর স্বদেশে ফেরার মতো পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, যার গঞ্জনা তিনি পরবর্তী দেড় দশকের অধিক সময় ধরে বয়ে বেড়িয়েছেন।

২০০৮ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবারও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করলেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা আবারও ফিরে যাই সেই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে, যা আমাদের 'উপহার' দেয় আমাদের ইতিহাসের চরম কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার, যার অবসান ঘটে ২০২৪এর জুলাইয়ে শিক্ষার্থী-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। সেই জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সুযোগ করে দেয় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের। তারেক রহমানের মতো এত দীর্ঘ নির্বাসিত জীবন শেখ মুজিব কিংবা শেখ হাসিনার ছিল না। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী এমন একটি সংকটময় সময়ে তারেক রহমান দেশে আসছেন, যখন দেশের প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বলা চলে ভঙ্গুর, দুর্বল এবং রাজনৈতিক পরিবেশও অনেকটা বৈরী। দেশের মানুষ এখন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বিভাজিত, যেটি আমাদের জন্য একটি বড় সংকট। বহুত্ববাদী সহাবস্থান এখন বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তবু আমরা প্রত্যাশা করব, তারেক রহমানের এই প্রত্যাবর্তন দেশ গঠন এবং একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলনের একটি সুযোগ নিয়ে আসবে। সংকটকালীন একজন নেতা যদি তাঁর ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের গুণে দেশকে একটি সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারেন, তবেই তিনি দেশের মানুষের মণিকোঠায় স্থান পাবেন। তিনি কতটা অর্জন করতে পারবেন, সেটা সময়ই বলে দেবে।

যুক্তরাজ্যের মতো একটি দেশে লম্বা সময় বসবাসের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে যে একটু সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ ও টেকসই উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষার নানাবিধ প্রভাব পড়েছে, আমরা তার প্রতিফলন দেখি বিএনপির গবেষণাধর্মী ও তথ্য-উপাত্তভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের মাধ্যমে। তবে এটাও সত্য যে রাজনৈতিক দলগুলো ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তার যথাযথ বাস্তবায়ন আমরা খুব কমই দেখি।

তারপরও আমরা চাইব, তারেক রহমান তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বগুণে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে আন্তরিক থাকবেন। একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন আমাদের সবার মনে আছে, জনগণের সেই স্বপ্ন যেন তিনি ধারণ করতে পারেন, সেদিকে তিনি ও তাঁর দল নজর রাখবে বলে আশা রাখছি।

যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, জবাবদিহি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি নিয়ে জনমনে আশা ও আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে যদি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণ করা যায়, তাহলে জনমানুষের মুখে হাসি ফুটবে। যেসব প্রথাগত রাজনৈতিক সমস্যা বিগত সময়ে আমরা সমাধান করতে পারিনি, যেমন রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, প্রতিহিংসার রাজনীতি, দুর্নীতি, লুটপাটসহ অন্যান্য অনিয়ম দূর করার ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারেন, তাহলেই হয়তো তারেক রহমান তাঁর ঘরে ফেরাকে স্মরণীয় করে রাখতে পারবেন।

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের শক্তি একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এর মূল শক্তি হলো দেশের জনগণ আর সেই জনগণকে কেন্দ্র করেই সব পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে থাকতে হবে পরিবর্তনকে গ্রহণ করা এবং অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর ক্ষমতা।

সংকটের সময়ের নেতৃত্ব যেমন কঠিন, আবার এমন সময়েই একটি দেশকে বদলে দিতে গিয়ে একজন বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতার জন্ম হয়। এমন উদাহরণ বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে রয়েছে। আর তা করতে পারলেই একজন সত্যিকারের জনগণের নেতা হয়ে উঠতে পারেন। দেশকে বদলে দেওয়ার সুযোগ খুব কম নেতার জীবনেই ঘটে, তারেক রহমান নিশ্চয় সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবেন না। বুলবুল সিদ্দিকী অধ্যাপক, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

জাপানের কোম্পানি নিয়ে আসছে 'মানুষ ধোয়ার

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ওসাকা অঞ্চল ও নগর সরকার পরিচালিত ওসাকা হেলথকেয়ার প্যাভিলিয়নে প্রদর্শিত হওয়ার কথা রয়েছে। এক্সপোতে আসা দর্শনার্থীরা মেশিনটি ব্যবহার করে দেখার সুযোগ পাবেন।

এছাড়া ভবিষ্যতে যন্ত্রটির একটি ঘরোয়া সংস্করণ বাজারে আনার পরিকল্পনাও রয়েছে সায়েন্স কোংয়ের।

কোম্পানিটির চেয়ারম্যান ইয়াসুয়াকি আয়োমা বলেন, 'আমরা মেশিনটির ৭০ শতাংশ কাজ শেষ করেছি। এক্সপোর সময় প্রায় ১ হাজার দর্শককে এটি ব্যবহার করে দেখার সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে আমাদের।'

প্রতিদিন সাত থেকে আটজন মানুষ এই মেশিনে শরীর 'ধোয়া ও শুকানোর' অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন বলে জানান আয়োমা। কোম্পানিটি তাদের ওয়েবসাইটের একটি বিশেষ পেজে রিজার্ভেশন নিচ্ছে।

মানুষ ধোয়ার যন্ত্রের আকৃতি অনেকটা ফাইটার জেট বিমানের ককপিটের মতো। এতে স্বচ্ছ একটি ঢাকনা রয়েছে, যা পেছনের দিকে খোলা যায়। কোনো ব্যক্তি গোসল করার জন্য যন্ত্রটির মাঝখানে বসলে এটি পানি দিয়ে ভরে ওঠে। সিটে বসানো সেন্সর ব্যবহারকারীর পালস ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে গোসলের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ঠিক করে। এছাড়া ব্যবহারকারী শান্ত আছেন নাকি অস্থির, তা-ও শনাক্ত করা হয় এআই প্রযুক্তির সাহায্যে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে মেশিনের স্বচ্ছ ঢাকনার ভেতরে বিভিন্ন ছবি দেখায়, যা তার জন্য আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করে।

একজন মানুষের গোসল করা ও গা শুকানোর প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ হতে সময় লাগে ১৫ মিনিট।

১৯৭০ সালের এক্সপোতে সানিয়ো ইলেকট্রিকের তৈরি যন্ত্রটির নাম ছিল 'আল্ট্রাসনিক বাথ'। ওই যন্ত্রে ব্যবহারকারী ডিম্বাকৃতির একটি টাবে বসতেন। টাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গরম পানি এবং আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গ দিয়ে ভরে যেত। যন্ত্রটি একটি প্লাস্টিক বল ছাড়ত, যা ব্যবহারকারী গা ম্যাসাজ করে দিত।

প্রকৃতিতে মাত্র ১৫-২০ মিনিট হাঁটলেই বাড়ে মনোযোগ ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ বাড়বে। গবেষণার বিষয় নিয়ে বারম্যান বলেন, 'আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে মস্তিষ্কের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।'

অ্যাটেনশন রিস্টোরেশন থিওরি তত্ত্বের অন্যতম মূল ধারণা হলো- মানুষের মনোযোগ দুই ধরনের হতে পারে। প্রথমটি হলো ডাইরেক্টেড অ্যাটেনশন বা নির্দেশিত মনোযোগ। এখানে ব্যক্তি নিজেই ঠিক করেন তিনি কী বিষয়ে মনোযোগ দেবেন। যেমন, আশেপাশের সবকিছু বাদ দিয়ে আপনি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ লেখাটি শেষ করবেন। এই ধরনের মনোযোগে মানুষ দক্ষ হলেও, এর সীমাবদ্ধতা আছে। দীর্ঘ সময় ধরে একনাগাড়ে মনোযোগ ধরে রাখতে গিয়ে আমরা মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। বই নিয়ে সারাদিন বসে থেকেও কোনো পড়া হয়না- এমন অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আছে।

বারম্যান বলেন, 'যখন আর মনোযোগ ধরে রাখা যায় না, তখন আমরা তাকে ডাইরেক্টেড অ্যাটেনশন ফ্যাটিগ স্টেট বলি। তখন আপনার নির্দেশিত মনোযোগের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যায়।'

এর বিপরীতে রয়েছে ইনভলান্টারি অ্যাটেনশন বা অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ। এ প্রক্রিয়ায় উজ্জ্বল আলো, জোরালো শব্দ ইত্যাদির মতো উদ্দীপক বিষয়গুলো হঠাৎ করেই আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। এক্ষেত্রে নিজেদের ওপর আমাদের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

বারম্যান বলেন, 'এই ধরনের মনোযোগ সহজে ফুরিয়ে যায় না। আপনি সচরাচর কাউকে বলতে শুনবেন না- আমি আর ওই জলপ্রপাতের দিকে তাকাতে পারছি না, ওটা এত সুন্দর যে আর সহ্য হচ্ছে না।'

অ্যাটেনশন রিস্টোরেশন থিওরি অনুসারে, যে পরিবেশে ডাইরেক্টেড অ্যাটেনশনের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে না, কিন্তু ইনভলান্টারি অ্যাটেনশনকে সক্রিয় করে- সে পরিবেশ আমাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই সেই উদ্দীপক বস্তুকে চোখ ধাঁধানো কিছু হলে চলবে না, বরং ধীরে ধীরে ও গভীর মনোযোগের মাধ্যমে ভালো লাগে এমন কিছু হতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে গবেষক জলপ্রপাতের কথা বলেছেন। কারণ, জলপ্রপাতের দৃশ্য আপনার সব মনোযোগ কেড়ে নেবে না, বরং সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনি অন্য চিন্তাও করতে পারবেন।

ডিপ্রেশনের রোগীদের নিয়েও বারম্যান গবেষণা করেছেন। এ বিষয়ে বারম্যান বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম, যেহেতু প্রকৃতি মনোযোগ বাড়ায়, আর ডিপ্রেশনে ভোগা মানুষরা যখন নেতিবাচক চিন্তায় ডুবে থাকে, তখন হয়তো তাদের প্রকৃতিতে হাঁটতে যাওয়াটা ক্ষতিকর হতে পারে। এতে হয়তো নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা আরও বেড়ে যাবে।'

কিন্তু ফলাফল ছিল ভিন্ন। তিনি দেখতে পেলেন, ডিপ্রেশনের রোগীরা এক্ষেত্রে বেশি উপকৃত হয়েছে।

বারম্যান ব্যাখ্যা করে বলেন, 'যখন কেউ হতাশ থাকে, নেতিবাচক চিন্তা করে, তখন তা ডাইরেক্টেড অ্যাটেনশনের বড় অংশ দখল করে নেয়। কিন্তু প্রকৃতি তাদের সেই মনোযোগ পুনরুদ্ধার করে দেয়।

বারম্যান বলেন, 'চীনে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রকৃতিতে থাকলে মানুষ কম আত্মকেন্দ্রিক হয়। তারা মনে করে, তারা যেন বৃহত্তর কিছুর অংশ। এতে অন্যদের মানবিক দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা বাড়ে।'

অবাক করার মতো বিষয় হলো, এই প্রভাব ঘরের ভেতরকার গাছপালার মাধ্যমেও দেখা গেছে। গাছপালা মানুষকে শুধু ভালো অনুভূতিই দেয় না, বরং এমন অনুভূতি সৃষ্টি করে যা আমাদের মানবিক সংযোগ বাড়ায়।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টিডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

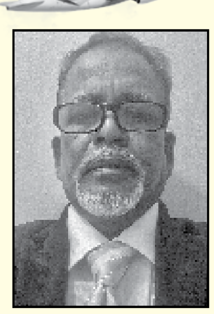

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাহাবুব সাধারণ সম্পাদক সোহেল

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনকের কার্যকরী কমিটির সভা ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ সোমবার অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম মনির। সভায় দ্বিবার্ষিক নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিগত দিনে যেভাবে কমিটি করা হয়েছে, সেইভাবে কমিটি না করে নিজের ইচ্ছামত একজনকে ডেকে এনে সভাপতি ঘোষণা করেন। (যিনি গত দুইবছর সংগঠনের কোন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন না)। প্রধান নির্বাচন কমিশন তার সিদ্ধান্ত কার্যকরি কমিটির উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। এতে কার্যকরি কমিটিতে অসন্তোষ এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্তায় কার্যকরি কমিটি জরুরী সভা আহবান করে। কার্যকরী কমিটির সভায় নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে। নির্বাচন কমিশন সদস্যরা হলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আক্তার হামিদ, নির্বাচন কমিশন সদস্য জনাব রেজাউর রহমান রাজু এবং জনাব মকসুদুর রহমান সেলিম।

নির্বাচন কমিশন উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের প্রস্তাব প্রদান করলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সভাপতি পদে মাহাবুবুর রহমান প্রার্থী হন। এ পদে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করার জন্য আহ্বান করা হয় সেখানে একমাত্র প্রার্থী হয় হাসান মাহমুদ সোহেল বিনা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অনুষ্ঠিন শেষে নির্বাচন কমিশন সভাপতি পদে মাহাবুবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে হাসান মাহমুদ সোহেলকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক্

RUPOSHI CHANDPUR FOUNDATION NEW YORK, INC.

তেল, সোনা ও বিরল খনিজঃ

৬ পৃষ্ঠার পর

লোহা, বক্সাইট ও হীরারও বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। বিশেষ করে ‘রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস’ বা বিরল খনিজ উপাদানের কথা বলতে হয়। কলটান ও থোরিয়ামের মতো এসব উপাদান আধুনিক প্রযুক্তির জন্য খুব জরুরি। মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিক গাড়ি, অস্ত্র এবং নবায়নযোগ্য শক্তি তৈরিতে এগুলো লাগে। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থানও বেশ সুবিধাজনক।

২০১৪-১৫ সালে তেলের দাম কমে গেলে এবং দেশে খাদ্য ও ওষুধের তীব্র সংকট দেখা দিলে সরকার খনিজ সম্পদের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। ২০১৬ সালে নিকোলাস মাদুরো ‘অরিনোকো মাইনিং আর্ক’ নামের একটি বিশাল এলাকা ঘোষণা করেন। এটি দেশের মোট আয়তনের ১২ শতাংশ। সরকার দাবি করে, এখানে ৮ হাজার টনের বেশি সোনা এবং প্রচুর হীরা, নিকেল ও তামা আছে।

কিন্তু এক দশক পর দেখা যাচ্ছে, এটি উন্নয়নের বদলে অপরাধ, রাজনৈতিক দুর্নীতি ও চোরাচালানের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সেখানে কোনো বড় আকারের নিয়মতান্ত্রিক খনন হচ্ছে না, বরং বিশৃঙ্খলভাবে সম্পদ লুট হচ্ছে। এর ফলে বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয়ও ঘটছে।

সোনা ব্যবসার জন্য ভেনিজুয়েলা তুরস্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে জোট করেছে। তবে খনি এলাকাগুলোতে কলম্বিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইএলএন, ফার্ক এবং ‘ট্রেন দে আরাগুয়া’-এর মতো অপরাধী চক্র সক্রিয়। সরকারি হিসাবে ২০২৫ সালের মধ্যে সেখান থেকে ৭৯ টন সোনা পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে এর বড় অংশই পাচার হয়ে যায়। ট্রান্সপ্যারেন্সি ভেনিজুয়েলার তথ্যমতে, ২০২৪ সালে উত্তোলিত খনিজের মাত্র ১৪ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা হয়েছে। বাকিটা অপরাধী চক্র ও তাদের সহযোগীদের পকেটে গেছে।

২০২৩ সালে সরকার প্রযুক্তি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিরল খনিজ উপাদান উত্তোলনের ঘোষণা দেয়। এই ‘কালো বালু’ বা খনিজ বাজারের বড় অংশ চীনের দখলে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই বাজারের নিয়ন্ত্রণ নিতে চান। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ভেনিজুয়েলা থেকে এসব খনিজ অবৈধভাবে কলম্বিয়ায় পাচার হয়। সেখানে ‘বৈধ’ তকমা লাগিয়ে সেগুলো শেষ পর্যন্ত চীনের কোম্পানিগুলোর হাতেই পৌঁছাচ্ছে।

বাংলাদেশে মব সন্ত্রাসের পর কথা

৫ পৃষ্ঠার পর

কারণে। আর ১ দশমিক ৫৯ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে সাম্প্রদায়িক কারণে।

প্রথম দিকে অনেকেই মব সন্ত্রাসকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছেন। কেউ কেউ এটাকে প্রতিবাদের ভাষা কিংবা ছাত্র-জনতার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মনে করছিলেন। এজন্য মব দমনে সরকারের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশ প্রতিদিনের অনুসন্ধানে এরকম অন্তত ১৬৮টি ঘটনা পাওয়া গেছে, যেখানে দুই ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে মব সন্ত্রাস চলেছে। পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, এসব মব যারা করেছেন তারা বেশির ভাগই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে কারণেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে একশন নেওয়া সম্ভব ছিল না। এরকম অন্তত ২৬টি ঘটনা আছে, যেখানে দীর্ঘ সময় মব চালানো হয়েছে। পুলিশ উল্টো মবকারীদের নিরাপত্তা দিয়েছে।

মবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হলো, পুলিশের ভয় এবং মনোবলের অভাব। অনুসন্ধানে দেখা যায়, পাঁচ আগস্টের পর প্রথম মবের শিকার হয় বাংলাদেশের থানাগুলো। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন ও তার পরদিন রাজধানীর বিভিন্ন থানা থেকে ১ হাজার ৮৯৮টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট হয়েছে বা খোয়া গেছে। ওই সময়ে থানা ভবন, ফাঁড়িসহ ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) আওতাধীন ১৪২টি স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে ১৮১টি গাড়ি। ডিএমপির আওতাধীন থানার সংখ্যা ৫০। ডিএমপির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিরপুর, যাত্রাবাড়ী ও মোহাম্মদপুর থানা। তিনটি থানা ভবন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব থানা থেকে অস্ত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়।

শুধু ঢাকা নয়, পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, সারা দেশে থানা আছে ৬৬৪টি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ৫ আগস্ট বিকাল থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি, পুলিশ বক্সসহ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় থানা-পুলিশের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি। এসব জায়গা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ও নথি লুট হয়। কার্যত ৫ আগস্ট দুপুরের পর সারা দেশে পুলিশি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সদস্যরা থানায় আসতে সাহস পাননি। একপর্যায়ে পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেওয়ার জন্য আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়। ১৩ আগস্ট ঢাকাসহ সারা দেশে থানার কার্যক্রম আবার শুরু হয়। কিন্তু কার্যক্রম শুরু হলেও এখন পর্যন্ত পুলিশ বাহিনী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। যার ফলে মবের বিরুদ্ধে তারা পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে।

মবের বিস্তারের তৃতীয় কারণ হলো, বিচার না হওয়া। অধিকাংশ মবের ঘটনায় মামলা পর্যন্ত হয়নি। প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের ঘটনার পর সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু এর আগে মব সন্ত্রাসের অভিযোগে মামলা হয়েছে মাত্র ১৭টি। এসব মামলায় ৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু এরা সবাই অল্পদিনের মধ্যে জামিনে মুক্তি পান। ১৭টি মামলার একটিরও তদন্তের অগ্রগতি নেই। মব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কথা বলছেন। কিন্তু সেসব কথা সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে তেমন গুরুত্ব বহন করেনি। এ বিচারহীনতার সংস্কৃতির জন্যই মব সন্ত্রাস মহামারি আকার ধারণ করেছে। প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার মব আক্রান্ত হওয়ার পর সরকার, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক দলগুলো মবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। সরকারি হিসেবে এখন পর্যন্ত এর সঙ্গে জড়িত ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষকরা মনে করেন বিচারবহির্ভূত এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরকার যদি প্রথম থেকে কঠোর অবস্থানে থাকত তাহলে এ ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

ঘটনাগুলো প্রশ্ন তুলছে- এ রক্তক্ষয়ী সহিংসতার দায় কার? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আশ্বাস সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার-সংক্রান্ত বৈশ্বিক ঘোষণা অনুযায়ী, মব সন্ত্রাসের কারণে মানবাধিকারের বড় লঙ্ঘন হয়। ঘোষণার ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের অধীনে সবার সমতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর ঘোষণার ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার- তাঁকে যেন নিরপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।’ গত বছরের ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত দেশের ৪৯ জেলায় হামলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ১ হাজার ৬৮টি ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত জানুয়ারির মাঝামাঝি পুলিশের অনুসন্ধানের বরাতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বলে, ৪ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও ভাঙচুরের ১ হাজার ৪১৫টি অভিযোগের মধ্যে ৯৮ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। আর ১ দশমিক ৫৯ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে সাম্প্রদায়িক কারণে।

প্রথম দিকে অনেকেই মব সন্ত্রাসকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছেন। কেউ কেউ এটাকে প্রতিবাদের ভাষা কিংবা ছাত্র-জনতার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মনে করছিলেন। এজন্য মব দমনে সরকারের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশ প্রতিদিনের অনুসন্ধানে এরকম অন্তত ১৬৮টি ঘটনা পাওয়া গেছে, যেখানে দুই ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে মব সন্ত্রাস চলেছে। পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, এসব মব যারা করেছেন তারা বেশির ভাগই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে কারণেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে একশন নেওয়া সম্ভব ছিল না। এরকম অন্তত ২৬টি ঘটনা আছে, যেখানে দীর্ঘ সময় মব চালানো হয়েছে। পুলিশ উল্টো মবকারীদের নিরাপত্তা দিয়েছে।

মবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হলো, পুলিশের ভয় এবং মনোবলের অভাব। অনুসন্ধানে দেখা যায়, পাঁচ আগস্টের পর প্রথম মবের শিকার হয় বাংলাদেশের থানাগুলো। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন ও তার পরদিন রাজধানীর বিভিন্ন থানা থেকে ১ হাজার ৮৯৮টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট হয়েছে বা খোয়া গেছে। ওই সময়ে থানা ভবন, ফাঁড়িসহ ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) আওতাধীন ১৪২টি স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে ১৮১টি গাড়ি। ডিএমপির আওতাধীন থানার সংখ্যা ৫০। ডিএমপির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিরপুর, যাত্রাবাড়ী ও মোহাম্মদপুর থানা। তিনটি থানা ভবন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব থানা থেকে অস্ত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু ঢাকা নয়, পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, সারা দেশে থানা আছে ৬৬৪টি।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ৫ আগস্ট বিকাল থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি, পুলিশ বক্সসহ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় থানা-পুলিশের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি। এসব জায়গা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ও নথি লুট হয়। কার্যত ৫ আগস্ট দুপুরের পর সারা দেশে পুলিশি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সদস্যরা থানায় আসতে সাহস পাননি। একপর্যায়ে পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেওয়ার জন্য আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়। ১৩ আগস্ট ঢাকাসহ সারা দেশে থানার কার্যক্রম আবার শুরু হয়। কিন্তু কার্যক্রম শুরু হলেও এখন পর্যন্ত পুলিশ বাহিনী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। যার ফলে মবের বিরুদ্ধে তারা পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। মবের বিস্তারের তৃতীয় কারণ হলো, বিচার না হওয়া। অধিকাংশ মবের ঘটনায় মামলা পর্যন্ত হয়নি। প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের ঘটনার পর সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু এর আগে মব সন্ত্রাসের অভিযোগে মামলা হয়েছে মাত্র ১৭টি। এসব মামলায় ৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু এরা সবাই অল্পদিনের মধ্যে জামিনে মুক্তি পান। ১৭টি মামলার একটিরও তদন্তের অগ্রগতি নেই। মব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কথা বলছেন।

কিন্তু সেসব কথা সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে তেমন গুরুত্ব বহন করেনি। এ বিচারহীনতার সংস্কৃতির জন্যই মব সন্ত্রাস মহামারি আকার ধারণ করেছে। প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার মব আক্রান্ত হওয়ার পর সরকার, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক দলগুলো মবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

সরকারি হিসেবে এখন পর্যন্ত এর সঙ্গে জড়িত ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষকরা মনে করেন বিচারবহির্ভূত এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরকার যদি প্রথম থেকে কঠোর অবস্থানে থাকত তাহলে এ ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

বাংলাদেশে গণমাধ্যম সংস্কার

৫ পৃষ্ঠার পর

ঘাড়ে দোষ চাপানো যাবে। অন্তর্বর্তী সরকার যে কিছুই করেনি, এটাই সত্য।’ তিনি বলেন, গত ২২ মার্চ গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেয়া হয়। তখন আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর একটি আলাদা তালিকা দিতে বলা হয়েছিল। কমিশন ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই তালিকা জমা দেয়। প্রধান উপদেষ্টা একাধিকবার বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন বলে শোনা গেলেও বাস্তবে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

কামাল আহমেদ অভিযোগ করেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা প্রতিবেদন নিয়ে ব্যস্ততা দেখালেও শেষ পর্যন্ত সুপারিশগুলো বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। সেখান থেকে জানানো হয়েছে, এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যাবে না।

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) একীভূত করে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, সরকার সেই উদ্যোগ নিতেও ব্যর্থ হয়েছে।

কামাল আহমেদ জানান, উপদেষ্টাদের নিয়ে দুই দফায় দুটি কমিটি গঠন করা হলেও ফলাফল শূন্য। একবার শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরারকে আহ্বায়ক করা হয়, আরেকবার পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। তিনি বলেন, ‘এখন আর সময়ও নেই। চাইলে সরকার শুধু একটি নির্দেশনা জারি করেই অন্তত ২০টি সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে পারত। কিন্তু তা করা হয়নি। এটাই হতাশা ও ক্ষোভের কারণ।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর, সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী সারা হোসেন, বিজেসির উপদেষ্টা খায়রুল আনোয়ারসহ গণমাধ্যমের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব।

ফ্যাক্ট-চেকার, কনটেন্ট মডারেটরদের

৫ পৃষ্ঠার পর

বাধাগ্রস্ত করে, যা রক্ষার দাবি করছে মার্কিন প্রশাসন।’

চি অনভুরাহ আরও বলেন, ডিজিটাল জগতে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ার কারণে অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে ইমরান আহমেদের মতো প্রচারকর্মীদের ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়া ব্যক্তিরা হলেন যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর কাউন্টারিং ডিজিটাল হেটের (সিসিডিএইচ) প্রধান ও লেবার পার্টির সাবেক উপদেষ্টা ইমরান আহমেদ, গ্লোবাল ডিজইনফরমেশন ইনডেক্সের (জিডিআই) প্রধান নির্বাহী ক্লেয়ার মেলফোর্ড, ইউরোপীয় কমিশনের সাবেক কমিশনার থিয়েরি ব্রেতোঁ, জার্মান সংস্থা হেটএইডের কর্মকর্তা আনা-লেনা ফন হোডেনবার্গ ও জোসেফিন ব্যালন।

ট্রাম্প প্রশাসন এসব ব্যক্তিকে ‘উগ্রপন্থী অধিকারকর্মী’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে।

ইউরোপীয় নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তবে যুক্তরাজ্যের সরকার বলেছে, বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষায় তারা ‘পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’। ব্রিটিশ সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, ‘প্রতিটি দেশের নিজস্ব ভিসানীতি নির্ধারণের অধিকার থ াকলেও আমরা ইন্টারনেটকে ক্ষতিকর কনটেন্ট থেকে মুক্ত রাখতে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন করি।’

ফ্যাক্ট-চেকার, কনটেন্ট মডারেটরদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা

পরিচয় ডেস্কঃ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ফ্যাক্ট-চেকার, কনটেন্ট মডারেটর, কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা এবং অনলাইন নিরাপত্তায় যুক্ত পেশাজীবীদের মার্কিন ভিসা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং তথ্য নিয়ন্ত্রণের অভিযোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলোতে এই সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি স্মারক নথি হাতে পেয়েছে, যেখানে কনস্যুলার কর্মকর্তাদেরকে ‘সুরক্ষিত মতপ্রকাশের সেন্সরশিপ বা সেন্সরশিপের প্রচেষ্টায় জড়িত কিংবা তাদের সহযোগীদের’ ভিসা আবেদন বাতিল করতে বলা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ সাংবাদিক, পর্যটক ভিসা এবং বিশেষ করে এইচ-১বি ভিসা আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে জোর দিয়ে কার্যকর করা হবে। এইচ-১বি ভিসা সাধারণত ভারত ও চীনসহ কয়েকটি দেশের প্রযুক্তি খাতের দক্ষ কর্মীরা পেয়ে থাকেন।

ভিসা আবেদনকারীদের পেশাগত ইতিহাস, লিংকডইন প্রোফাইল এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা হবে। তথ্য যাচাই, কনটেন্ট মডারেশন, ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটি অথবা কমপ্লায়েন্সের কাজে জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে তারা ভিসার অযোগ্য হবেন।

এই নীতি অনলাইন নিরাপত্তায় যুক্ত পেশাজীবীদের নিশানা করে তৈরি করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যে শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কনটেন্ট বা ক্ষতিকর অনলাইন কনটেন্ট মোকাবিলায় কাজ করা ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত। যুক্তরাজ্যের ২০২৩ সালের অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তারাও এর আওতায় আসতে পারেন।

ট্রাম্প প্রশাসন এই নতুন ভিসা নির্দেশনাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষা হিসেবে দাবি করছে। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হামলার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্পের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এটি তৈরি করা হয়েছে।

পার্টনারহিরোর ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালিস গগুয়েন হান্সবার্গার এই কাজকে ‘সেন্সরশিপ’-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটি শিশু সুরক্ষা, প্রতারণা ও শোষণ ঠেকানোসহ জীবনরক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্তর্ভুক্ত।

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক
Nawabgonj Association of USA Inc.

সাংস্কৃতিক অভিষেক ও অনুষ্ঠান

সঙ্গীত পরিবেশনায়
রানু নেওয়াজ
রেশমী মির্জা
কৃষ্ণা তিথি
অনিক রাজ
শাওন ভূইয়া
শ্রাবনী

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়
সোনিয়া

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ঝর্না বীথি

4 January 2026
Sunday @ 6:00 PM

Venue:
Gulshan Terrace
59-15 37th Ave,Woodside, NY 11377

প্রধান অতিথি
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
কনসাল জেনারেল অব বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

গেষ্ট অব অনার
জনাব শাহ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, ট্রাস্টিবোর্ড, বাংলাদেশ সোসাইটি
প্রেসিডেন্ট, গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার

শপথ বাক্য পাঠ করাবেন
মো: মুনছুর আলম
প্রধান উপদেষ্টা
নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক

Special Guests

- **John Liu**
  New York State Senator
- **Jenifer Rajkumar**
  Assemblymember, District 38
- **Shekar Krishnan**
  Member of the New York City Council
- **আতাউর রহমান সেলিম**
  সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
- **মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান**
  সিনিয়র সহ সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
- **মোহাম্মদ আলী**
  সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি
- **এম বাসেত রহমান**
  প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
- **বদরুল ইসলাম খান বাদল**
  সাবেক সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
- **আরিফ আহমেদ চৌধুরী**
  সাবেক সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন

আমন্ত্রণে

মো: মিলন মোল্লা
আহবায়ক, ৩৪৭-৬২১-৬২৬৮

আমিন মেহেদী বাবু
প্রধান সমন্বয়কারী, ৯১৭-৬০১-১৬৫০

মো: জাহিদ আলম
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, ৯২৯-৩২৮-৫৯৭১

মজিবুর রহমান বাবু
সদস্য সচিব, ৯১৭-৬০০-৩৬৪০

শেখ মাহমুদ সিদ্দিক | **গোলাম খান লিপন** | **জয়নব আক্তার** | **মো: লাভলু মিয়া**
যুগ্ম আহবায়ক | সমন্বয়কারী | পৃষ্ঠপোষক | যুগ্ম সদস্য সচিব

■ **তানভীর এ মিলন**, চেয়ারম্যান, সংবিধান প্রনয়ণ কমিটি ■ **সোয়েব হোসেন খান**, চেয়ারম্যান, অভ্যার্থনা কমিটি

সার্বিক সহযোগিতায়:

সিনিয়র সহ সভাপতি শেখ আব্দুল মালেক, সহ সভাপতি গোলাম মোস্তফা, রুবেল চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ কিরণ, যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলবীন রোজারিও, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো: মোয়াজ্জেম হোসেন এশা, কোষাধ্যক্ষ সফিক খান, মহিলা সম্পাদক শিল্পী রাণী মন্ডল, প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এহসান, ক্রীড়া সম্পাদক আসিফুল ইসলাম শাওন, আপ্যায়ন সম্পাদক মো: শাহরিয়ার, আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক সম্পাদক নেসার আহমেদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শামীম আহমেদ, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মো: সাইফুল ইসলাম।
সম্মানিত সদস্য: মো: রেজা উজ্জ্বল, ইমতিয়াজ আহমেদ, ইশরাত জাহান, ওয়াহিদা সুলতানা লোনা, জায়েদুল ইসলাম, নিরঞ্জন শীল, শেখ অয়ন আহমেদ, নাসিম খান, মো: খায়রুল ইসলাম, সায়েমা সালাম রুনি, তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

আব্দুস সাত্তার খাঁন, মো: মনিরুজ্জামান , বাবুল দেওয়ান, এম রহমান সাচ্চু, এস মিয়া তৌহিদ, বখতিয়ার মোহাম্মদ খোকন, বি, এইচ সাইফুর, আলাউদ্দিন আহমেদ বাদশা ,মোহাম্মদ আরিফ রহমান, মীর রেজাউল হক রেজা, আতাউর রহমান আতা, মো: বাবুল হোসেন, রমেশ চন্দ্র মন্ডল।

শুভেচ্ছান্তে

মো: উজ্জ্বল বিপুল
সভাপতি, ৯১৭-৫৪৭-৩৭৭৪

গনেশ কীর্ত্তনীয়া
সাধারণ সম্পাদক, ৩৪৭-৩৪৫-৯৯১১

প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব কর্তৃক প্রচারিত

নিজ নামে ২ ‘সর্ববৃহৎ ব্যাটলশিপ’

৭ পৃষ্ঠার পর

এই নতুন পরিকল্পনার কথা বলছিলেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং নৌবাহিনী সচিব জন ফেলান। সোমবারের সেই সভায় ট্রাম্প জানান, প্রাথমিকভাবে তিনি দুটি ব্যাটলশিপ তৈরির অনুমোদন দিয়েছেন। তবে তাঁর আসল লক্ষ্য হলো, এমন অন্তত ২৫টি জাহাজ নির্মাণ করা।

নিজের পরিকল্পনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘এই জাহাজগুলো হবে ইতিহাসের দ্রুততম এবং দীর্ঘতম। এযাবৎকালের পৃথিবীতে যত ব্যাটলশিপ তৈরি হয়েছে, তার চেয়ে অন্তত ১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী হবে এগুলো।’ তিনি আরও জানান, এই দানবীয় জলযানগুলোতে মোতায়েন করা হবে হাইপারসনিক মিসাইল এবং এমন সব মারণাস্ত্র, যা এর আগে কেউ দেখেনি। ট্রাম্পের ভাষায় এগুলো হবে মার্কিন নৌবাহিনীর ‘ফ্ল্যাগশিপ’ বা প্রধান গর্ব।

বক্তব্যের সময় ট্রাম্পের দুই পাশে ঝোলানো ছিল বড় বড় পোস্টার, যেখানে সেই ‘ট্রাম্প ক্লাস’ জাহাজের কাল্পনিক সব ছবি আঁকা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই জাহাজগুলো দেশের মাটিতেই তৈরি হবে। যার ফলে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নৌবাহিনী সচিব জন ফেলান একটি মজার তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানান, ট্রাম্প নিজে থেকে তাঁর কাছে একটি ‘বিশাল ও সুন্দর’ ব্যাটলশিপ তৈরির আবদার করেছিলেন। সেই বহরে আরও থাকবে কয়েক ডজন সহায়ক ও পণ্যবাহী নৌযান।

১৯ ডিসেম্বর মার্কিন নৌবাহিনী আরও একগুচ্ছ নতুন নৌযানের ঘোষণা দিয়েছিল, যেগুলো তৈরি হবে কোস্ট গার্ডের লিজেন্ড-ক্লাস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাটারের আদলে। নৌ অপারেশনপ্রধান ড্যারিল কডল এক ভিডিও বার্তায় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, লোহিত সাগর থেকে শুরু করে ক্যারিবীয় অঞ্চল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের যে অপারেশন চলছে, তাতে আমাদের হাতে থাকা ছোট যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ পানির নিচে বা ওপরে ছোট নৌযানের ঘাটতি এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই। ড্যারিল কডল মনে করেন, বড় যুদ্ধজাহাজগুলোকে বড় লড়াইয়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে হলে ছোটখাটো মোকাবিলায় এই ধরনের গতির জাহাজগুলোর খুব প্রয়োজন।

তবে মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ‘কনস্টেলেশন-ক্লাস ফ্রিগেট’ নামের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বারবার কাজ পিছিয়ে যাওয়া আর খরচ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় ২০২৪ সালে সেটি বাতিল হয়ে যায়। দেখা গেছে, প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার খরচ করার পরও মাত্র দুটি জাহাজ পাওয়ার আশা ছিল। এদিকে সমুদ্রের দখল নিয়ে আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। চলতি বছরে সারা বিশ্বের জাহাজ নির্মাণের যত অর্ডার এসেছে, তার ৬০ শতাংশের বেশি গেছে চীনের দখলে। চীনের নৌবাহিনী এখন সংখ্যার বিচারে বিশ্বের বৃহত্তম।

জানুয়ারিতে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার পর থেকেই ট্রাম্প তাঁর দেশের জাহাজশিল্পকে টেনে তোলার কথা বলে আসছেন। গত মার্চে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ‘একসময় আমরা কত জাহাজ বানাতাম! এখন প্রায় বানাই না বললে চলে। কিন্তু আমরা আবার খুব দ্রুত জাহাজ বানানো শুরু করব। দেখবেন, এর প্রভাব হবে বিশাল।’ সেই ধারাবাহিকতায় অক্টোবরে ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবের সঙ্গে ট্রাম্প একটি চুক্তি করেছেন। আমেরিকা ফিনল্যান্ডের নকশা করা ১১টি আইসব্রেকার বা বরফ কাটার জাহাজ কিনবে, যার সাতটিই তৈরি হবে আমেরিকার মাটিতে ফিনিশ কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করে।

ট্রাম্পের এই যুদ্ধজাহাজ তৈরির ঘোষণাটি এমন এক সময়ে এল, যখন ভেনেজুয়েলার সঙ্গে উত্তেজনা তুঙ্গে থাকায় ক্যারিবীয় সাগরে মার্কিন নৌ ও বিমান শক্তি বাড়ানো হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর থেকে মাদক পাচারের সন্দেহে আমেরিকা বেশ কিছু নৌযানে আক্রমণ শুরু করেছে, যেখানে অন্তত ১০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প দাবি করেন, এই কড়া পদক্ষেপের ফলে মাদক চোরাচালান বন্ধ হয়েছে এবং হাজার হাজার আমেরিকান নাগরিকের প্রাণ বেঁচেছে। যদিও অনেক বিশেষজ্ঞ এই হামলার আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, এই ধরনের সরাসরি আক্রমণ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের পরিপন্থী হতে পারে।

ওয়াশিংটন ‘ভারত প্রথম’ নীতি

৭ পৃষ্ঠার পর

মাসে যখন ট্রাম্প হঠাৎ করেই এক ভাষণে পাকিস্তানের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন, তখন ওয়াশিংটন অবাক হয়ে যায়।

দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত নীতির বাইরে গিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই মন্তব্য ‘ডিসি ব্লব’কে (ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারক মহল) এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি করে দেয়। ট্রাম্পের নতুন নীতিতে পাকিস্তানকে নতুন ও শক্তিশালী এক মিত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইসলামাবাদ এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি। পাকিস্তানের প্রতিটি ছোট সহযোগিতার বিপরীতে ওয়াশিংটন থেকে অপ্রত্যাশিত সমর্থন মিলছে, যা তাদের আরও উৎসাহিত করছে। দীর্ঘদিনের লেনদেনভিত্তিক নড়বড়ে সম্পর্ক এক গভীর গুরুত্বের দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের যেসব কর্মকর্তা একসময় পাকিস্তানকে অবজ্ঞা করতেন, এখন তাঁরা পাকিস্তানকে দায়িত্বশীল ও নমনীয় বন্ধু হিসেবে বর্ণনা করছেন। সম্পর্কের মোড় ঘুরে যাওয়ার চূড়ান্ত মুহূর্তটি ছিল মে মাসে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র সামরিক সংঘাত। এই সংঘাতে পাকিস্তানের দক্ষতা দেখে ট্রাম্প স্তম্ভিত হয়ে যান। পাকিস্তানের সামরিক শৃঙ্খলা এবং কৌশলগত ক্ষমতা ওয়াশিংটনকে নতুন করে ভাবাতে শুরু করে।যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের যাঁরা পাকিস্তানকে ক্ষয়িষ্ণু শক্তি হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, তাঁরা আবারও দেশটিকে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেন। ট্রাম্পের কাছে পাকিস্তান এখন তাঁর দক্ষিণ এশিয়া কৌশলের একটি বড় সম্পদে পরিণত হয়েছে।

এই নতুন গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক আধুনিকায়নও গতি পেয়েছে। সামরিক কমান্ড কাঠামো সংস্কার করে ‘চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস’ নামে নতুন একটি পদ তৈরি করা হয়েছে, যাতে এখন আসীন আছেন ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। একই সঙ্গে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানও তিনি।

আরেকটি বড় বিষয় ছিল ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি। ট্রাম্প যখন মধ্যস্থতা করতে চেয়েছিলেন, তখন ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু পাকিস্তান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ‘যুদ্ধ শুরু নয়, শেষ করায়’ বিশ্বাসীড় ট্রাম্পের মতো একজন নেতার প্রস্তাবের পর ভারতের আচরণ সম্ভবত তাঁকে আহত করেছে। এতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়।

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলে এখন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রসায়নকে উপদেষ্টারা ঠাট্টা করে ‘ব্রোমান্স’ বা গভীর বন্ধুত্ব হিসেবে অভিহিত করছেন। ওয়াশিংটনের রাজনীতিতে আসিম মুনির এখন এক রহস্যময় ও সুশৃঙ্খল ব্যক্তিত্ব। পাকিস্তান সরকারও এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ট্রাম্পের মন জয় করতে নানা কৌশলী পদক্ষেপ নিচ্ছে।

পুরস্কার হিসেবে আসিম মুনির হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ পান, যা পাকিস্তানের কোনো সামরিক প্রধানের ইতিহাসে প্রথম। ক্যামেরা এই দৃশ্য দারুণভাবে লুফে নেয়। আর ট্রাম্প নিজে এটিকে আরও বেশি উপভোগ করেন। রাতারাতি পাকিস্তানের প্রতি সন্দেহ ও সতর্কতার বদলে মুগ্ধতা ও উদ্‌যাপনের বাতাবরণ তৈরি হয়।

২০২৬ সালের শুরুতে পাকিস্তান ট্রাম্পের দক্ষিণ এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য কৌশলের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে পাকিস্তানের গুরুত্ব এখন অনেকড়সেটি হতে পারে ইরানের সঙ্গে যোগাযোগের গোপন পথ হিসেবে, গাজা সংকট সমাধানে অথবা এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব কমাতে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে।

এর ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক প্রায় প্রতিটি আলোচনায় পাকিস্তান এখন এক অপরিহার্য নাম। ওয়াশিংটনের ‘ভারত প্রথম’ যুগের আপাতত অবসান ঘটেছে। যদিও পরিস্থিতি ভবিষ্যতে দিল্লি ও ইসলামাবাদের আচরণের ওপর নির্ভর করবে।

অবশেষে সিলেটে, বাংলাদেশের

৯ পৃষ্ঠার পর

সিলেট থেকে রওনা হয়ে দুপুর পৌনে ১২টায় রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে উড়োজাহাজটি।

এর আগে তারেক রহমান তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সকাল ৯টা ৩৪ মিনিটে দেওয়া এক পোস্টে লেখেন‘দীর্ঘ ৬ হাজার ৩শ ১৪ দিন পর বাংলাদেশের আকাশে’

citygroup

অফিসিয়াল নোটিশ

সিটি গ্রুপের পণ্য শুধুমাত্র আমাদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় আমদানি ও বিতরণ করা হয়। সঠিক ও আসল পণ্য নিশ্চিত করতে কেনার আগে আপনার সোর্স যাচাই করুন।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রতিষ্ঠানগণকে অনুরোধ:
সিটি গ্রুপের পণ্য আমদানি ও বাজারজাতকরণ থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় তা আইনবহির্ভূত আমদানী গণ্য হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় অফিসিয়াল আমদানি ও বিতরণ পরিচালনা করে শুধুমাত্র

দেশি ডিস্ট্রিবিউটর্স এলএলসি
এল.এল.সি

সি.কে. ফ্রোজেন ফিশ
এন্ড ফুড কানাডা আই.এন.সি

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM

ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ইন্টারেস্ট রেট কম
- রি-ফাইন্যান্সিং
- ইনভেস্টমেন্ট
- প্রি এপ্রোভাল
- ফাস্ট ক্লোজিং
- মর্টগেজ পরামর্শ

DIRECT LENDER

- এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
- ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
- যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
- যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644

139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

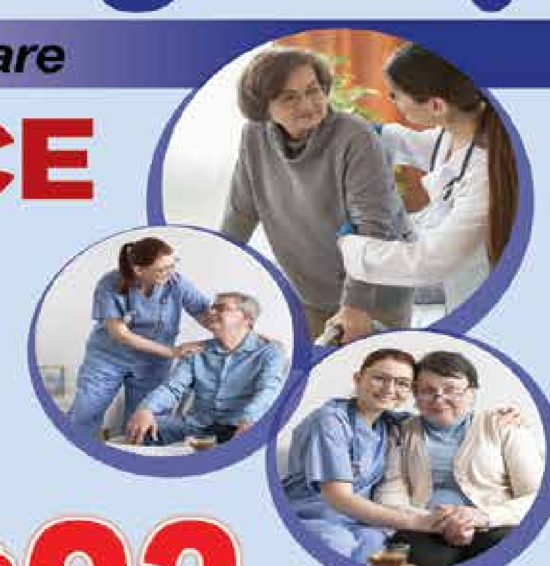

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ধর্ম অবমাননা, গুজবের আদালত ও

১৬ পৃষ্ঠার পর

তথাকথিত উত্তেজিত জনতা, লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটিয়েছে। অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে কবর থেকে পীরের লাশ তুলে এনে পোড়াবার ঘটনা দেখেছি রাজবাড়ীতে।

সংখ্যালঘুরা প্রতিবারই গুজবের গজবে পড়ে। প্রতিবারই গুজব আগে ছড়ায়, তারপর উন্মত্ত জনতা জড়ো হয়, এরপর আঘাত নেমে আসে সবচেয়ে দুর্বল অংশের ওপর। আর সবশেষে দেখা যায় ধীর তদন্ত, দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া ও ভুক্তভোগীদের দীর্ঘ অপেক্ষা। এই পুনরাবৃত্ত চিত্র প্রমাণ করে, সমস্যাটি কোনো একটি ঘটনার নয়; সমস্যাটি আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়ার কাঠামোতেই গেঁথে গেছে।

ধর্ম অবমাননার অভিযোগ বাংলাদেশে এখন ভয়ঙ্কর অস্ত্র। এই অভিযোগ তুলতে প্রমাণ লাগে না। শুনেছি—এইটুকুই যথেষ্ট। তারপর শুরু হয় উত্তেজনা। জমায়েত। স্লোগান। আর শেষে লাশ। মনে হয় কোন ভোজের আয়োজনের মতো কিংবা মধ্যরাত্তির বারবিকিউ পার্টির মতো। মতের অমিল হলো, ব্যাস ধরে জ্যন্ত পুড়িয়ে মার। এই প্রবণতা যদি এখনই না থামে, তাহলে পরের দিপু কে? আজ হিন্দু। কাল ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমান। পরশু যে কোন কেউ। এই আয়োজন শুরু হলো সবেই, শেষ কিন্তু নয়। প্রকৃতির নিয়মই এমনটাই। ছেড়ে দেয় কিন্তু ছাড় দেয় না।

এখানে বিষয় সংখ্যালঘু বনাম সংখ্যাগুরু নয়। বিষয় হলো মানবতা বনাম বর্বরতা।

বাংলাদেশের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হলে সেই সংবিধান 'কাজীর গরু' হয়ে যায়, যা 'কিতাবে আছে, গোয়ালে নেই'। অন্তর্বর্তী সরকার বলেছে, নতুন বাংলাদেশে এমন সহিংসতার জায়গা নেই। এই বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর পদক্ষেপ দরকার। শুধু গ্রেপ্তার নয়। দরকার দ্রুত বিচার। দরকার প্রকাশ্য জবাবদিহিতা। দরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। রাষ্ট্র যদি নিহতের পরিবারকে একা ফেলে দেয়, তাহলে সেটাও এক ধরনের সহিংসতা।

দিপুর পরিবার শুধু বিচার চায় না। তারা চায় স্বীকৃতি। চায় রাষ্ট্র স্বীকার করুক—হ্যাঁ, দিপু আমাদের নাগরিক ছিল। তার জীবন মূল্যবান ছিল।

এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বিশ্বজুড়ে সমালোচনা হচ্ছে। রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি আত্মসমালোচনা করছি? আমরা কি প্রশ্ন করছি, আমাদের সমাজ কোথায় যাচ্ছে? ধর্ম কি মানুষ মারতে শেখায়? নাকি মানুষই ধর্মকে হাতিয়ার বানাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরই দিতে হবে।

চিকিৎসায় বাংলাদেশীদের

১০ পৃষ্ঠার পর

বাড়াতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল—সারা দেশে আটটি ক্যান্সার হাসপাতাল ও ডায়ালাইসিস সেন্টার (যা বিগত সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল) পুরোদমে চালু করা, বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালকে পূর্ণাঙ্গভাবে সচল করা এবং ক্যান্সারের ওষুধ ও যন্ত্রপাতির ওপর কর অব্যাহতি দেওয়া। কিন্তু এসব উদ্যোগের অগ্রগতি এখন থমকে আছে।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল ক্যান্সার ও ডায়ালাইসিস সেবা চালুর অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু তারা এখনো সেই অনুমোদন পায়নি বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এদিকে চিকিৎসার জন্য রোগীদের বিদেশে পাড়ি অব্যাহত রয়েছে। গন্তব্য হিসেবে ভারত এখনো তালিকার শীর্ষে। জানা গেছে, ২০২৪ সালে প্রায় ৪ লাখ ৮২ হাজার বাংলাদেশি চিকিৎসার জন্য ভারতে গেছেন। সাম্প্রতিক ভিসা জটিলতার কারণে এই সংখ্যা কিছুটা কমলেও চিকিৎসার জন্য বিদেশগামী বাংলাদেশিদের প্রায় অর্ধেকই এখনো ভারতে যান। এর পরের অবস্থানে রয়েছে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল হামিদ টিবিএসকে বলেন,“ক্যান্সার, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ও ইনফার্টিলিটির মতো রোগে বিদেশমুখিতা কমাতে হলে রোগ-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দরকার। শুধু পরিকল্পনা করলে হবে না, সেটি বাস্তবায়ন করতে হবে। নাহলে রোগীরা উপকৃত হবে না এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে যাওয়াও থামবে না”

তিনি আরও বলেন, দেশের স্বাস্থ্য খাতের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ইকোসিস্টেমের অভাব। শুধু ভবন বা যন্ত্রপাতি থাকলেই স্বাস্থ্যসেবা কার্যকর হয় না; এর সঙ্গে দরকার প্রশিক্ষিত জনবল, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, গবেষণা, সাপোর্ট স্টাফ ও নীতিগত সমন্বয়।

স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের সদস্য অধ্যাপক সৈয়দ মো. আকরাম হোসেন জানান, স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতা বাড়াতে কমিশনের রিপোর্টে বেশ কিছু সুপারিশ করে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে ক্যান্সার চিকিৎসার যন্ত্রপাতি আমদানিতে কর ছাড়, মেডিকেল যন্ত্রপাতি আমদানিতে কর সুবিধা দেয়া, সরকারি খরচে বেসরকারি হাসপাতালের শয্যা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ।

তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য খাতের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বের করতে কমিশন একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনেরও প্রস্তাব দিয়েছে। কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সরকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

পরিকল্পনা থমকে যাওয়ায় মাশুল গুনছেন রোগীরা

দেশের ক্যান্সার চিকিৎসার সক্ষমতা এখনো চরমভাবে অপ্রতুল। তাই ক্যান্সার রোগীরাই চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে বেশি বিদেশে যান।

গ্লোবোক্যান ২০২০ প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি বছর বাংলাদেশে ১ লাখ ৫৬ হাজার মানুষের দেহে ক্যান্সার শনাক্ত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানদণ্ড প্রতি ১০ লাখ মানুষের জন্য অন্তত একটি রেডিওথেরাপি মেশিন রাখার পরামর্শ দেয়। সেই হিসাবে, বাংলাদেশের ৩০০টি এই মেশিন দরকার। কিন্তু বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল মিলিয়ে রেডিওথেরাপি মেশিন রয়েছে মাত্র ৩৭টি, যার বেশিরভাগই আবার অচল।

ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য দেশের একমাত্র বিশেষায়িত সরকারি হাসপাতাল ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে আটটি রেডিওথেরাপি মেশিনের মধ্যে মাত্র দুটি চালু আছে। বাকি ছয়টি মেশিনের মধ্যে চারটি পুরোপুরি বিকল ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি দুটি মেশিনও চালু করার অবস্থায় নেই, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিকল ঘোষণা করা হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের একজন রেডিওথেরাপিস্ট টিবিএসকে বলেন,“মাত্র দুটি মেশিন দিয়ে প্রতিদিন ১৮০ থেকে ২০০ জনকে থেরাপি দেয়া হয়। কিন্তু রোগী আসেন আরো তিন-চারশোজন” তিনি আরো বলেন, মেশিন স্বল্পতার কারণে টিউমার বোর্ড রোগীদের দেরিতে চিকিৎসার তারিখ দেওয়া হয়। এখন যারা তারিখ পাচ্ছেন, তারা ৮ থেকে ১০ মাস পর থেরাপি দিতে পারবেন।

একই অবস্থা বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনকোলজি বিভাগেও। সেখানে মাত্র একটি রেডিওথেরাপি মেশিন চালু রয়েছে। এ মেশিন দিয়ে প্রতিদিন ৭০ জন রোগীকে থেরাপি দেওয়া যায়। অথচ সেখানে প্রতিদিন ২০০ থেকে ৩০০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য আসছেন।

বিএমইউ-এর ক্লিনিক্যাল অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. আকরাম হোসেন টিবিএসকে বলেন,“একটিমাত্র রেডিওথেরাপি মেশিনে রোগীর চাপ সামলানো কঠিন। ব্যাকআপ না থাকায় এই মেশিনটি নষ্ট হলে চিকিৎসা বন্ধ থাকবে। আমাদের দুটি মেশিন স্থাপনের জন্য ব্যাংকার রেডি আছে, মেশিন পাওয়া গেলে দিনে তিনশোর বেশি রোগীকে রেডিওথেরাপি দেওয়া যেতো”

তিনি আরও বলেন,“রোগীদের যদি রেডিওথেরাপি পেতে তিন-চার মাস অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে ক্যান্সারের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে”

ডা. আকরাম কেমোথেরাপির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংকটের কথাও তুলে ধরেন। বর্তমানে অনুদান হিসেবে পাওয়া মাত্র আটটি ইনফিউশন পাম্প রয়েছে এই বিভাগে “কেমোথেরাপি ও স্যালাইন প্রয়োগ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে ইনফিউশন পাম্প জরুরি। আমাদের আরো ২০-৩০টি ইনফিউশন পাম্প প্রয়োজন”

ক্যান্সারের ওষুধ ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে কর ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল সরকারের। চলতি বছরে মার্চে ক্যান্সারের ওষুধ তৈরির উপাদান আমদানিতে উৎসে কর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এখন পর্যন্ত এটিই একমাত্র বাস্তবায়িত পরিবর্তন।

গত বছর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মধ্য মেয়াদে ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে আট বিভাগে আটটি ক্যান্সার হাসপাতাল ও ডায়ালাইসিস সেন্টার চালু করাও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলো। প্রতিটি হাসপাতাল হবে ১০০ শয্যার।

তবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব সাইদুর রহমান টিবিএসকে জানান, এই হাসপাতালগুলোর নির্মাণকাজ এখনো শেষ হয়নি। যন্ত্রপাতি কেনার প্রক্রিয়াও বাকি আছে।

“আগামী অর্থবছরে আট বিভাগে ক্যান্সার হাসপাতাল চালু করার আশা করছি আমরা। তখন ক্যান্সার চিকিৎসায় সক্ষমতা বাড়বে এবং বিদেশমুখিতা কমতে পারে” বলেন তিনি।

ইনফার্টিলিটি নিয়ে হাসপাতালের সেবা বাড়ানোর কথা বলা হলেও খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ছাড়া সরকারি পর্যায়ে সেভাবে ইনফার্টিলিটির চিকিৎসা হয় না। এমনকি ঢাকা মেডিকেল কলেজেও সেবার পরিসর অত্যন্ত সীমিত।

বাংলাদেশে ইনফার্টিলিটির চিকিৎসা মূলত বেসরকারি হাসপাতালকেন্দ্রিক। যদিও খরচ বেশি, সাফল্যের হারও আশানুরূপ নয়। তাই রোগীরা তুলনামূলক কম খরচে ভারতে ইনফার্টিলিটির চিকিৎসার জন্য যান।

এদিকে ২০২৪ সালের আগস্টের পর ভারতীয় ভিসা জটিলতার কারণে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়া আরো কঠিন হয়ে গেছে। তবে মেডিকেল ভিসায় জটিল রোগীরা যেতে পারছিলেন। তবে বর্তমানে আবার ভারত-বিরোধী রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে চট্টগ্রামে ভারতীয় ভিসা সেন্টার বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসার জন্য রোগীদের চীনে যেতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়া বিকল্প হিসেবে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে কেউ কেউ। তবে অনেকেরই এই দেশগুলোতে চিকিৎসার খরচ ও ভ্রমণ ব্যয় বহন করার সামর্থ্য নেই। ভাষাগত সমস্যার কারণে চীনে রোগী যাওয়ার হারও কম।

ভারতীয় ভিসা না পেয়ে বিপাকে ইনফার্টিলিটির রোগীরা। দেশের দুটি প্রাইভেট হাসপাতালে আইইউ ও ইউভিএফ করার পরও সন্তান ধারণে ব্যর্থ হওয়ার পর তিন মাস ধরে ভারতীয় ভিসার চেষ্টা করছেন ইসমত আরা।

তিনি টিবিএসকে বলেন,“সন্তানের জন্য দেশে সব চিকিৎসা করেছি। গত তিন বছরে প্রায় ১০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এখন আমরা ইন্ডিয়া যাওয়ার প্ল্যান করছি, কিন্তু ভিসা পাচ্ছি না। থাইল্যান্ডে আইভিএফে খরচ অনেক বেশি, তাই সেখানে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারছি না”

বিদেশে চিকিৎসায় বছরে ব্যয় হচ্ছে ৫ বিলিয়ন ডলার

১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় আয়োজিত এক সেমিনারে ইউনাইটেড হসপিটাল লিমিটেডের এমডি ও সিইও এবং ঢাকা চেম্বার অভ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী বলেন, মূলত দেশের স্বাস্থ্যসেবার ওপর আস্থার অভাব, ভুল রোগ নির্ণয় ও দুর্বল সেবা ব্যবস্থাপনার কারণে রোগীরা বিদেশে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হন। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার বিদেশে চলে যাচ্ছে।

তালহা জানান, দেশের চিকিৎসার ওপর রোগী ও তাদের স্বজনদের অনাস্থার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা নিয়ে সন্দেহ, হাসপাতালের বিল হঠাৎ বেড়ে যাওয়া, লুকায়িত খরচ, ভেজাল ওষুধ ও নিম্নমানের যন্ত্রপাতি। এই বিষয়গুলোই রোগীদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে যে বিদেশে চিকিৎসা নেওয়া বেশি নিরাপদ।

এখনো পুরোপুরি চালু হয়নি সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল

জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের বিদেশমুখিতা কমাতে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) এর ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল। কিন্তু উদ্বোধনের তিন বছর পার হলেও সে লক্ষ্য বা প্রতিশ্রুতি অপূর্ণই রয়েছে, সক্ষমতার মাত্র ১০ শতাংশ ব্যবহার হচ্ছে হাসপাতালটির।

গত বছরের ১২ ডিসেম্বর অ্যালায়েন্স ফর হেলথ রিফর্মস বাংলাদেশ আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেন,“চিকিৎসা নিতে বিদেশমুখিতা কমাতে বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল পুরোদমে চালু করতে কাজ করছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। চিকিৎসায় বিদেশমুখিতা কমাতে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হয়ে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। এ মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারের হাতে প্রযুক্তিসম্পন্ন এবং সবচেয়ে ভালো অবকাঠামো হচ্ছে এই হাসপাতাল। সুপারস্পেশালাইজড হাসপাতাল চালু করার বিষয়টি সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে আনা হয়েছে। আজ সেখানে ৬০ জন রোগী ভর্তি আছেন। এটি ৭০০ বেডের হাসপাতাল, আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত পুরোদমে এটি চালু করার। রোগীদের বিদেশমুখী হওয়া কমাতে এ হাসপাতাল নেতৃত্ব পর্যায়ে থাকবে বলে আমরা আশাবাদী”

তবে হাসপাতালটি এখনো পুরোদমে চালু করা যায়নি। গত সপ্তাহে (২০ ডিসেম্বর) স্বাস্থ্য সচিব সাইদুর রহমান টিবিএসকে বলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি বৈঠক হয়েছে। যেহেতু আগামী জুনের মধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে, তাই তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা চাওয়া হয়েছে। কাজ শেষ হলে সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেবে কীভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে এবং কারা এর ভার গ্রহণ করবে।

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের অতিরিক্ত পরিচালক ডা. শহিদুল

Merry Christmas

2026
HAPPY
NEW
YEAR

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
(ডাইভারসিটি প্লাজা সংলগ্ন)
গুলশান ফার্মেসি
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
(আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট)
Sharmin Haq
Pharma. D.
Registered Pharmacist
ফ্রি পরামর্শ
ফ্রি ব্লাড সুগার ও প্রেসার চেক আপ।
সিনিয়র সিটিজেনের জন্য ১০% ডিসকাউন্ট।
অতি অল্প সময়ে প্রেসক্রিপশন পূরণ করে থাকি।
ইন্সুরেন্স ছাড়াদেরও বিশেষ ডিসকাউন্ট দেয়া হয়।
আমরা হালাল ভিটামিন বিক্রি করি।
আমরা সকল ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
MetroPlus
WellCare
healthfirst
FIDELIS CARE
আমরা বাংলায় কথা বলি
Tel: 718-672-5500, Fax: 718-672-5600
73-21 Broadway, Jackson Heights, NY11372

ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুর এই শুভ জন্মতিথিতে দেশ ও প্রবাসের সকলের জন্য রইল
শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা
Kelvin Mandal & Family
Founder Family
Katrina Love for Bangladesh Inc
Schenck Ave. FL-1, Brooklyn, NY -11207, USA

জাতীয় স্মৃতিসৌধে একাত্তরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

৯ পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে তারেক রহমান শহীদ জিয়ার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে তারেক রহমান কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে দোয়া ও ফাতেহা পাঠ করেন। আবেগাপ্লুত অবস্থায় তাকে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে দেখা যায়।

এর আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং কবর প্রাঙ্গণে নিয়ে যান।

দলের নেতা-কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতির কারণে সড়কের দুই পাশে ভিড় জমে যাওয়ায় তার বহর চলাচল করতে অসুবিধায় পড়ে। ফলে কবরে পৌঁছাতে তার সময় লাগে ১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট। পুরো পথজুড়ে তিনি বাসের ভেতর থেকে সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।

এর আগের দিন বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতাল ও গুলশানের বাসভবনে যাওয়ার সময়ও তিনি একই বাস ব্যবহার করেন, যেখানে বাংলাদেশ ফার্স্ট স্লোগান লেখা ছিল। শহীদ জিয়ার কবর ও জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা ঘিরে হাজারো বিএনপি নেতা-কর্মীর সমাগম ঘটে। সকাল থেকেই বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা জিয়া উদ্যান ও আশপাশের এলাকায় ভিড় জমান। অনেকের হাতে ছিল দলীয় পতাকা, ব্যানার ও পোস্টার।

শেরেবাংলা নগর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। শহীদ জিয়ার কবর ও আশপাশের সড়কে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়। বিভিন্ন প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসানো হয় এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবকরা দায়িত্ব পালন করেন। দুপুরের আগেই জিয়া উদ্যান সংলগ্ন সড়কগুলোতে ভিড় আরও বাড়তে থাকে। প্রায় ১৯ বছর পর এই প্রথম তারেক রহমান তার পিতার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। সর্বশেষ তিনি ২০০৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে, দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে শহীদ জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। আগামীকাল তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হবেন। নিবন্ধন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে ওসমান হাদির কবরে শ্রদ্ধা জানাবেন।

এরপর তিনি জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), যা পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত, সেখানে গিয়ে জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় ১৭ বছর পর তারেক রহমান দেশে ফেরেন। তাকে বহনকারী বিমানে তার স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমানও ছিলেন। দিনের শুরুতেই বিমানটি বাংলাদেশের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনে দেশজুড়ে বিএনপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আবেগ ও উদ্দীপনা দেখা গেছে। হাজার হাজার উচ্ছ্বসিত সমর্থকের অভ্যর্থনায় তার দেশে ফেরা এক ঐতিহাসিক ও বিজয়োল্লাসপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন তাসনিম জারা,

৮ পৃষ্ঠার পর

ছাড়া এটা করতে পারবো না। এই কাজে যারা আগামীকাল বসার জায়গা দিয়ে বা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সাহায্য করতে চান, তারা অনুগ্রহ করে এই গ্রুপে যুক্ত হন। আপনাদেরকে নির্দিষ্ট স্থান ও লোকেশন জানিয়ে দেয়া হবে। এ ছাড়া যারা আগে দলীয় প্রার্থী হিসেবে তাকে ভেবে নির্বাচনি ফান্ডে অনুদান দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ডা. তাসনিম জারা বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেউ যদি তাদের অর্থ ফেরত পেতে চান, তবে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে তা সংগ্রহ করতে পারবেন। ট্রানজেকশন আইডি যাচাইয়ের মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়ায় এই অর্থ ফেরত দেয়া হবে।

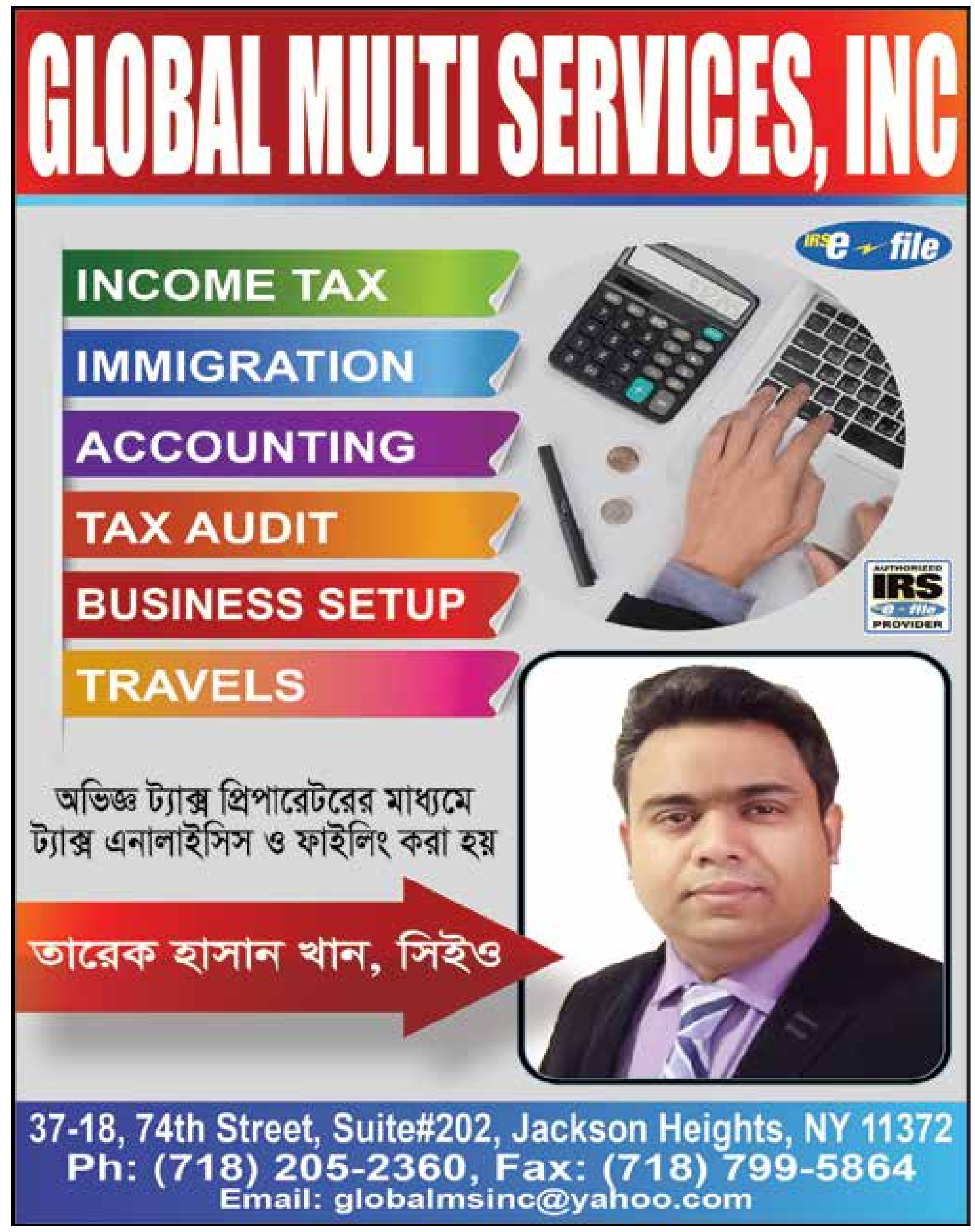

জেলেনস্কিকে সঙ্গে নিয়ে অথবা

৬ পৃষ্ঠার পর

ডনবাস অঞ্চল কে নিয়ন্ত্রণ করবেড়এই প্রশ্ন।চ

এই আশাবাদের বাস্তব পরীক্ষা শিগগিরই আসছে, যখন মিয়ামিতে হওয়া সংলাপগুলোর বিষয়ে রাশিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা হবে। এর মধ্যেই হোয়াইট হাউসের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ইউক্রেনের নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান রুস্তেম উমেরভের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে রবিবারের (২১ ডিসেম্বর) বৈঠককে ্রফলপ্রসূ ও গঠনমূলকচ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আলোচনাগুলো ্রইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে একটি অভিন্ন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল।চ

রাশিয়ার কাছে আলোচনা প্রক্রিয়া ধরে রাখার জোরালো কারণ রয়েছে। মস্কোর দৃষ্টিতে সাফল্যের সংজ্ঞা ইউক্রেন যুদ্ধের নিষ্পত্তি নয়ড়যুদ্ধে তারাওজয়ী হচ্ছে বলেই নিজ ভাষ্যে দাবি করছে। বরং রাশিয়া এধরনের আলোচনার কাঙ্ক্ষিত ফল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়।

তবে রাশিয়াযুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত সম্পর্কের সম্ভাব্য সব উপাদান এখনো আলোচনার টেবিলে এসেছেড়এমন নয়। যা জানা যাচ্ছে, তা হলো রাশিয়ার প্রধান আলোচক কিরিল দিমিত্রিয়েভ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ আলোচক উইটকফের সঙ্গে বিভিন্ন বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করছেন।

এই ধরনের ব্যবসায়িক ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে পারে আর্কটিক অঞ্চলে যৌথ প্রকল্পড়যা ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রহের অন্যতম লক্ষ্য এবং যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় রাশিয়া এগিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি প্রযুক্তি ও খনিজ খাতে সম্ভাব্য সহযোগিতার কথাও উঠেছে, যার মধ্যে বিরল খনিজ ও ইউরেনিয়াম অন্তর্ভুক্ত। এসব অর্থনৈতিক আলোচনার সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি।

দিমিত্রিয়েভ যেহেতু একজন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ এবং কৌশলগত সামরিক ইস্যুতে আলোচনার ম্যান্ডেট তাঁর নেই, তাই এসব আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা হয়েছে। রাশিয়া বহুবার জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায় এবং এমন কৌশলগত চুক্তি করতে আগ্রহী, যা যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়া এবং রাশিয়াইউরোপ সম্পর্ককে স্থিতিশীল করবে।

একই কথা প্রযোজ্য উইটকফ ও তাঁর সহযোগী, ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের ক্ষেত্রেও। বাস্তবে, রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত সংলাপে অংশ নেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্র তাঁদের কারও আছে কি নাড় তা নিয়েও স্পষ্টতা নেই।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর সাম্প্রতিক এক মন্তব্যড়যেখানে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের ইঙ্গিত দিয়েছেনড় ইঙ্গিত দেয় যে ফ্রান্স হয়তো এই অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে।

পুতিনের জন্য এখন চ্যালেঞ্জ হলো, মাখোঁর এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন শান্তি প্রচেষ্টার ভারসাম্য রক্ষা করা, যাতে কোনো বিভ্রান্তি তৈরি না হয়। এ পর্যন্ত রাশিয়া ইউরোপের সঙ্গে সংলাপকে স্বাগত জানালেও, মাখোঁকে এককভাবে এগোতে না দিয়ে বিষয়টি কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সঙ্গে কৌশলগত সামরিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক চুক্তি করার ক্ষেত্রে রাশিয়ার বাস্তব প্রয়োজন রয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়ার অর্থনীতিকে নতুনভাবে বিন্যাস করতে হবেড়এ বিষয়টি পুতিন ভালোভাবেই বোঝেন।

ইতোমধ্যে ইলেকট্রনিকস, উন্নত মেশিন টুলস, জটিল ধাতুবিদ্যা, রোবটিক্স ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো খাতে রাশিয়া ক্রমেই চীনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেড়যে খাতগুলো রাশিয়ার ভেতরে হয় অনুপস্থিত, নয়তো খুবই দুর্বলভাবে বিকশিত।

শক্তিশালী বাণিজ্যিক খাতের অভাব এবং দীর্ঘদিনের সীমিত বিনিয়োগ রাশিয়াকে কার্যত পারমাণবিক অস্ত্রধারী কিন্তু একইসঙ্গে একটি তৃতীয় বিশ্বের দেশের চেহারা দিয়েছেড়যে বাস্তবতা পুতিনের দুই ধাপ আগের পূর্বসূরি মিখাইল গর্বাচেভ প্রায় ৪০ বছর আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তবে রাশিয়া তার মহাকাশ ও বিমান শিল্পে সক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছে এবং এখন পশ্চিমা আমদানি ছাড়াই নিজস্বভাবে বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ তৈরি করতে পারছেড়যা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

কিন্তু এই অগ্রগতি যে বাণিজ্যিকভাবে টেকসইড়তা এখনো প্রমাণ করতে পারেনি রাশিয়া, যদিও মস্কোর কাছে বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব বহন নাও করতে পারে। পশ্চিমা বিশ্ব যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে এবং চীন দ্রুত সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন রাশিয়া অনেকটাই স্থবির। ড্রোন ও কিছু অস্ত্রব্যবস্থায় সীমিত এআই সক্ষমতা প্রদর্শনের বাইরে বড় কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। আধুনিক সেনাবাহিনীর জন্য উচ্চমাত্রার সমন্বয় এবং এআই-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্যড়যা রাশিয়ার ক্ষেত্রে এখনো ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত।

রাশিয়ার সামনে মূল প্রশ্ন হলোড়ইউক্রেন ইস্যুতে কোনো সমঝোতায় না গিয়েও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে, এমনকি ন্যাটোর কিছু বড় দেশের সঙ্গে, বিশেষ করে ফ্রান্সের সঙ্গে, ভবিষ্যৎ চুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব কি না। সোভিয়েত আমলে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ভূখণ্ডগত প্রশ্নে (শান্তি প্রতিষ্ঠার) আলোচনা আটকে রাখার মাধ্যমে এমন এক পরিণতিকেই সহায়তা করছেন; যা ইউক্রেনকে পাশ কাটিয়েই রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে অন্য পথে শান্তির সন্ধানে সহায়তা করতে পারে।

গ্রিনল্যান্ড কেন যুক্তরাষ্ট্রের দরকার

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন ও গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেন্স-ফ্রেডেরিক নিলসেন এক যৌথ বিবৃতিতে স্পষ্ট করে জানান, গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডবাসীরই। তারা বলেন, ‘আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার যুক্তি দেখিয়েও অন্য কোনো দেশ দখল করা যায় না। গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডবাসীর এবং যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ড দখল করতে পারে না।’

ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোকে রাসমুসেন জানান, ট্রাম্পের এই নিয়োগের ব্যাখ্যা জানতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কেনেথ এ. হাওয়ারিকে তলব করা হবে। অন্যদিকে, জেফ ল্যান্ড্রি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘এই স্বেচ্ছাসেবী দায়িত্বে থেকে গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ করতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত। এতে লুইজিয়ানার গভর্নর হিসেবে আমার দায়িত্বে কোনো প্রভাব পড়বে না।’ প্রসঙ্গত, প্রায় ৫৭ হাজার মানুষের বসতি গ্রিনল্যান্ডে ১৯৭৯ সাল থেকে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যদিও প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি এখনো ডেনমার্কের হাতে। অধিকাংশ গ্রিনল্যান্ডবাসী ডেনমার্ক থেকে চূড়ান্ত স্বাধীনতার পক্ষে থাকলেও, জনমত জরিপ বলছে যে তারা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়ার ঘোর বিরোধী।

একসময় ডেনমার্কের উপনিবেশ থাকা গ্রিনল্যান্ড ১৯৭৯ সালে স্বশাসন লাভ করে এবং এখনো ডেনমার্কের একটি অঞ্চল হিসেবে রয়েছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত এক গণভোটে ৭৫.৫ শতাংশ ভোটার স্বশাসন আইনের পক্ষে মত দেন, যা ২০০৯ সালের ২১ জুন কার্যকর হয়। এর মাধ্যমে ডেনমার্কের রাজ্যের ভেতরে থেকে গ্রিনল্যান্ড আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে, যদিও পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ডেনমার্কের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিরা ডেনমার্ক দখল করলে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে হানা দেয় এবং সামরিক ও রেডিও স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে ঘাঁটি গড়ে তোলে। সেই সময় থেকেই গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন ঘাঁটি টিকে আছে। গত মার্চে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স গ্রিনল্যান্ডের সেই ঘাঁটি পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ‘একটি চুক্তিতে আসার’ আহ্বান জানান। ১৯৫৩ সালে বন্ধ করে দেওয়ার পর ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ২০২০ সালে গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুক-এ মার্কিন কনস্যুলেট পুনরায় চালু করা হয়। বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ এবং কানাডারও গ্রিনল্যান্ডে অনারারি কনস্যুলেট রয়েছে।]সূত্র: আনাদোলু

ধীর প্রবৃদ্ধি, নিশ্চল মূল্যস্ফীতির

১০ পৃষ্ঠার পর

বছর ধরে বাংলাদেশে স্ট্যাগফ্লেশনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।চ

মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও আয় সংকুচিত

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন সতর্ক করে বলেন, স্থায়ী মূল্যস্ফীতি, দুর্বল বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বাড়তে থাকা বৈষম্যের সমাধান না হলে বাংলাদেশ একটি নিম্নমাত্রার অর্থনৈতিক সমতায় আটকে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্ক থেকে কমে ৮.২৯ শতাংশে নেমে এলেও, মজুরি বাড়ার গতি প্রায় স্থবির থাকায়ড়প্রকৃত আয় ও ক্রয়সক্ষমতা কমে যাচ্ছে মানুষের।

জাহিদ হোসেন বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩.৫৪ শতাংশের মধ্যে থাকলেও মূল্যস্ফীতি এখনো উচ্চ এক অংকে আটকে আছে, যার পেছনে প্রধানত মুদ্রার বিনিময় হার অবমূল্যায়ন এবং অব্যাহত খাদ্য মূল্যস্ফীতি দায়ী।

ফাহমিদা খাতুন যোগ করেন, প্রায় তিন বছর ধরে মূল্যস্ফীতির চাপ বজায় আছেড়প্রথমে কোভিড মহামারির সময় সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাতের কারণে এটা হয়। এরপর বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক অভিঘাত ও দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার ফলে এটাকে আরও তীব্র করে।

জাহিদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মনজুর হোসেন বলেন, ২০৩৫ সাল পর্যন্ত ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য। নির্দিষ্ট সংখ্যার পেছনে না ছুটে অর্থনৈতিক ভিত্তি পুনর্গঠন, সামষ্টিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এবং মানসম্মত বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত অগ্রাধিকার।

অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ জ্যোতি রহমান একটি উপস্থাপনা দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার ৪৫০ বিলিয়ন ডলার। আর ২০৩৫ সাল নাগাদ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আগামী এক দশকজুড়ে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

জাহিদ হোসেন বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য হলেওড়একা সেটিও যথেষ্ট নয়।

তিনি সামষ্টিক স্থিতিশীলতার তিনটি মূল স্তম্ভ চিহ্নিত করেনড়মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক ভারসাম্য রক্ষা এবং আর্থিক খাতের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার।

তার মতে, খাদ্য মূল্যস্ফীতির পেছনে পণ্য সরবরাহের জায়গায় কাঠামোগত কারণ বড় ভূমিকা রাখছে, বিশেষ করে সরবরাহ শৃঙ্খলে চাঁদাবাজি এবং চাল, পেঁয়াজ, ভোজ্যতেল ও চিনির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে সিন্ডিকেটের বাজার নিয়ন্ত্রণ এই প্রভাব তৈরি করছে।

তিনি বলেন, চাঁদাবাজি প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের করের মতো কাজ করে এবং এটা পণ্যের দামের মধ্যে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে যায়। চাঁদাবাজি ও বাজার কারসাজিড়উভয়ই পরিপূরকভাবে মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা তৈরি করে।

জাহিদ হোসেন বলেন, অর্থনৈতিক ফলাফল শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিবেশের ওপরই নির্ভরশীল এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভেরিয়েবলগুলো “রাজনীতির মাটিতেই জন্মায়চ। তবে তিনি সতর্ক করেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এলেও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো আপনা-আপনি দূর হবে না।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, ধীরগতির বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সীমিত করে ফেলছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির প্রায় ২৩.২৪ শতাংশে থাকলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা আরও কমে ২২.৫ শতাংশে নেমেছে, যা উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার অনেক নিচে।

তিনি বলেন, “বাংলাদেশের জন্য ন্যূনতম বিনিয়োগ হার হওয়া উচিত জিডিপির প্রায় ৩০ শতাংশ। উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে তা ৩৫ শতাংশের কাছাকাছি নিতে হবে।চ

তবে জাহিদ হোসেন স্বীকার করেন যে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি, অবৈধ অর্থপাচার কমে আসা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিনিময় হার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের ফলে বৈদেশিক ভারসাম্যে দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে।

তিনি জানান, বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান সফট পেগ নীতিড়অর্থাৎ বিনিময় হারকে একটি সীমিত পরিসরের মধ্যে রাখাড় মুদ্রাবাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর হস্তক্ষেপ ছাড়াই অস্থিরতা কমাতে সহায়তা করেছে।

আর্থিক খাত এখনো চাপের মধ্যে

সাম্প্রতিক নিয়ন্ত্রক ও কাঠামোগত উদ্যোগ, যেমন ব্যাংক একীভূকরণ সত্ত্বেও আর্থিক খাত এখনো চাপের মধ্যে রয়েছে বলে মন্তব্য করেন জাহিদ হোসেন, বিশেষ করে খেলাপি ঋণের উচ্চ হার নিয়ে।

তিনি বলেন, “এখনো সুস্পষ্ট পুনরুদ্ধারের লক্ষণ নেই, যদিও পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়া হয়তো থেমেছে।চ

তিনি জোর দিয়ে বলেন, নীতিগত সহায়তা কাঠামোগত সংস্কারের বিকল্প হতে পারে না। স্বল্পমেয়াদি প্রণোদনাকে তিনি ব্যথানাশকের সঙ্গে তুলনা করেন, যা গভীর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে আড়াল করে রাখে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে করনীতি ও কর প্রশাসন পৃথকীকরণের বিরোধিতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার বিরুদ্ধাচরণের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের প্রতিরোধ অনিবার্য।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও অর্থনীতিতে এটি আরেকটি ধাক্কা দিয়েছে।

তিনি বলেন, “রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক বা বাহ্যিকড়যেকোনো ধরনের অস্থিরতারই নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে।চ

বেকারত্ব ও দারিদ্র্য

ফাহমিদা খাতুন শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪-এর তথ্য তুলে ধরে কর্মসংস্থানের উদ্বেগজনক সংকোচনের কথা বলেন। জরিপ অনুযায়ী, দেশে মোট কর্মসংস্থান কমেছে ১৭ লাখ ৪০ হাজার, যার মধ্যে ১৬ লাখ ৪০ হাজারড় অর্থাৎ প্রায় ৯৪ শতাংশই হলেন নারী।

তিনি বলেন, “এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।চ বৈষম্য কমাতে মানসম্মত ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান অপরিহার্য বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বিশ্বব্যাংক ও পিপিআরসির জরিপের তথ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য উভয়ই বেড়েছে।

তিনি বলেন, এখানে প্যারাডক্স বা বিরোধাভাস হলোড়যত বেশি শিক্ষিত, চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তত কমে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও শ্রমবাজারের চাহিদার মধ্যে তীব্র অসামঞ্জস্য এর প্রধান কারণ।

সংস্কারের এজেন্ডা

নির্বাচনকে সামনে রেখে ফাহমিদা খাতুন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে স্পষ্ট সংস্কারের এজেন্ডা বা কর্মসূচি তুলে ধরার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি অর্জন অধরাই থেকে যাবে।চ

জাহিদ হোসেন বলেন, প্রতিটি কাঠামোগত সংস্কারেই বিজয়ী ও পরাজিত পক্ষ থাকে। যারা বর্তমান অবস্থান থেকে লাভবান, তাদেরই সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে। তাই সংস্কারের রাজনৈতিক-অর্থনীতিকে দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

কক্সবাজারের মাতারবাড়ি

১০ পৃষ্ঠার পর

জটিলতা দেখা দিয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ এসটিআইসির প্রস্তাবিত ১৫.৬৯ শতাংশ মূল্য সমন্বয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যা প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যান করেছে।

গত ১১ নভেম্বর ইআরডি সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা সভায় এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জানায়, সমস্যাগুলোর বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে। তবে সরকারি কর্মকর্তারা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কার্যক্রম স্থিতিশীল করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দেন।

ব্যর্থতার মূল কারণ নিয়ে মতবিরোধের ফলে অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসটিআইসি বয়লার নষ্ট হওয়ার জন্য নিম্নমানের কয়লাকে দায়ী করেছে। অন্যদিকে মাতারবাড়ি জয়েন্ট ভেঞ্চার কনসালট্যান্টের পরীক্ষায় কয়লার গুণমানে বড় কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সংস্কার পরিকল্পনা জমা দিয়েছে, যা বাস্তবায়নে ২১.৫ মাস সময় লাগবে। তবে চুক্তির বিধি অনুযায়ী এই বিপুল অর্থের জোগান কে দেবে, তা এখনও অস্পষ্ট।

সমস্যাটির বিশদ রুট-কজ অ্যানালাইসিস এবং বিষয়টি ডিফেক্ট নোটিফিকেশন পিরিয়ড-এর আওতায় বিবেচনার দাবি জানিয়েছে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি। ২০২৫ সালের অক্টোবরে এসটিআইসি এই বিশ্লেষণ করতে সম্মত হলেও তবে এরপর কোনো ফলো-আপ করা হয়নি।

জানতে চাইলে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল হক কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, সমস্যার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণে ঠিকাদার, বয়লার নির্মাতা ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পরিদর্শন করবেন। আশা করা হচ্ছে, মেরামতের সম্পূর্ণ ব্যয় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানই বহন করবে। জাইকার সহায়তায় সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয় ইউনিটের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা যায়।

৫৬ হাজার ৬৯৩.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০১৪ সালে। মোট ব্যয়ের মধ্যে ৪৭ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা জাইকার ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

জাইকার অর্থায়নে পরিচালিত অন্যান্য প্রকল্পেও চ্যালেঞ্জ

সভায় জাইকার অর্থায়নে পরিচালিত অন্যান্য বড় প্রকল্পের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়, যার মধ্যে যমুনা রেল সেতু ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল সম্প্রসারণ প্রকল্প অন্যতম। ইআরডি সূত্রমতে, প্রকল্প শেষ হওয়ার পর সেতুর জন্য নির্দিষ্ট কোনো রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা না থাকায় জাপানি প্রতিনিধিরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এটি দীর্ঘমেয়াদে সেতুর নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলছে।

২০১৬ সালে শুরু হওয়া যমুনা রেল সেতু নির্মাণের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১৬ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১২ হাজার ১৪৯ কোটি টাকা জাইকা ঋণ হিসেবে দিচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রেলসচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি প্রকল্প পরিচালকের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। তবে একাধিকবার চেষ্টা করেও প্রকল্প পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

অন্যদিকে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) ও জাপানি যৌথ উদ্যোগের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এভিয়েশন ঢাকা কনসোর্টিয়াম-এর মধ্যে বিরোধের জের ধরে থার্ড টার্মিনাল প্রকল্পে অর্থ পরিশোধ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব অব্যাহত রয়েছে। ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধের প্রক্রিয়া সচল করার জন্য ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে একটি ডিসপিউট বোর্ড গঠন করা হলেও বোর্ডটি এখনও প্রয়োজনীয় কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি।

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) অনুমোদনে বিলম্বের কারণে গত দুই বছর ধরে পরামর্শকদের বিল বকেয়া থাকায় জাইকা বাংলাদেশের প্রধান প্রতিনিধি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

২০১৬ সালে ২১ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা (১৬ হাজার ১৪১ কোটি টাকা জাইকার ঋণসহ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে শুরু হওয়া বিমানবন্দর প্রকল্পটি এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এছাড়া অপারেটর নিয়োগে ব্যর্থতার কারণে থার্ড টার্মিনাল চালু করা সম্ভব হয়নি। সংবাদসুত্র টিবিএস

বহিরাগতদের হামলা ও ভাঙচুর

৮ পৃষ্ঠার পর

জিলা স্কুলের শিক্ষার্থীরা এ সময় প্রতিরোধ গড়ে তুললে হামলাকারীরা পিছু হটে। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় আয়োজকরা কনসার্ট বাতিলের ঘোষণা দেন। রাত ১০টার দিকে আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান শামীম মঞ্চ থেকে জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের নির্দেশে কনসার্টটি বাতিল করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রচার ও মিডিয়া উপ-কমিটির আহ্বায়ক রাজিবুল হাসান খান বলেন, কেন এবং কারা এই হামলা চালিয়েছে, তা আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। ইটের আঘাতে আমাদের অন্তত ১৫ থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রশাসনের নির্দেশে আমরা অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।

ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আজমির হোসেন জানান, আহতের সঠিক সংখ্যা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

তিনি আরও বলেন, হামলাকারীরা কোনো জঙ্গি বা অপরাধী চক্রের সদস্যড় এমন প্রমাণ প্রাথমিকভাবে পাওয়া যায়নি। পুলিশের ধারণা, প্রিয় শিল্পীর গান শুনতে না পেরে একদল উত্তেজিত ভক্ত এই হামলা চালিয়ে থাকতে পারে। এর বাইরে আপাতত অন্য কোনো কারণ নজরে আসেনি।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

শুল্ক, অভিবাসন ও মূল্যস্ফীতির চাপেও ২ বছরে

১০ পৃষ্ঠার পর

পরিবারগুলো স্বাস্থ্যসেবা খাতে বেশি ব্যয় করার ফলে এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। প্রবৃদ্ধি হিসাবের ক্ষেত্রে নেতিবাচক হিসেবে গণ্য হওয়া আমদানিও কমতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি বসন্তে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী পণ্যের ওপর যে কর আরোপের ঘোষণা দেন, তার প্রভাবেই আমদানিতে এই ধারাবাহিক পতন দেখা গেছে।

এদিকে, আগের প্রান্তিকে ব্যাপকভাবে হ্রাস হওয়া রপ্তানি ঘুরে দাঁড়িয়ে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সরকারি ব্যয়ও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসায়িক বিনিয়োগের (মেধা সম্পদসহ) ধীরগতি এবং উচ্চ সুদের হারের চাপে ধুঁকতে থাকা আবাসন খাতের সংকট কাটিয়ে উঠতে এই অর্জনগুলো সহায়তা করেছে। উল্লেখ্য যে, এই উচ্চ সুদের হার বর্তমানে আবাসন কেনার সামর্থ্য কমিয়ে দিয়েছে এবং জোগানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে। অক্সফোর্ড ইকোনমিক্সের প্রধান মার্কিন অর্থনীতিবিদ মাইকেল পিয়ার্স বলেন, ২০২৬ সালে প্রবেশের মুখে অর্থনীতি বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সেই সময়ে কর ছাড় এবং মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কমানোর সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোর সুফল অর্থনীতিতে পড়তে শুরু করবে। তিনি বলেন, “ভিত্তিগত পরিমাপকগুলো একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রসারের সংকেত দিচ্ছে।”

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এই পরিসংখ্যানকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তার আরোপিত শুল্কই এর জন্য দায়ী। ভোক্তা আস্থার অবনতি এবং অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা জরিপের ফল সামনে আসার প্রেক্ষাপটে তিনি তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে ছিলেন। তবে কিছু বিশ্লেষক সতর্ক করে বলেছেন, কিছু পরিবারের ওপর বাড়তে থাকা মূল্যচাপ সাম্প্রতিক প্রান্তিকে দেখা এই অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রাখা কঠিন করে তুলতে পারে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর—এই তিন মাসে ফেডারেল রিজার্ভের পছন্দের মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপক সূচক ‘পার্সোনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার প্রাইস ইনডেক্স’, দুই দশমিক আট শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগের প্রান্তিকে যা ছিল দুই দশমিক এক শতাংশ।

বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে, উচ্চ আয়ের পরিবারগুলো অবাধে খরচ চালিয়ে গেলেও, এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারগুলোর ওপর বড় ধরণের চাপ সৃষ্টি করছে।

প্যানথিয়ন ম্যাক্রোইকোনমিক্সের সিনিয়র মার্কিন অর্থনীতিবিদ অলিভার অ্যালেন উল্লেখ করেছেন, সাম্প্রতিক কিছু জরিপ এবং ক্রেডিট কার্ডের তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে পরিবারগুলো এখন তাদের খরচ কমিয়ে আনছে। তিনি বলেন, “দুর্বল শ্রমবাজার, স্থবির প্রকৃত আয় এবং মহামারীকালীন অতিরিক্ত সঞ্চয় ফুরিয়ে আসা—এই সবকিছুর প্রভাব অবশেষে সাধারণ পরিবারগুলোর ওপর পড়তে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে।”

সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে চাই,

৯ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে আমরা এমন এক নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি নাগরিক নিরাপদে ঘর থেকে বের হয়ে আবার নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ২৫ ডিসেম্বর লাল-সবুজ রঙে সাজানো একটি বাসে করে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি পূর্বাচলে গণসংবর্ধনাস্থলে পৌঁছান তারেক রহমানকে বহনকারী গাড়িবহর। বেলা ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে তিনি মঞ্চে ওঠেন। মঞ্চে উঠে নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়েন তিনি। বেলা ৩টা ৫৭ মিনিটে ‘প্রিয় বাংলাদেশ’ সম্বোধনের মাধ্যমে তার বক্তব্য শুরু করেন। এ সময় মঞ্চে বিএনপির জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারেক রহমান তার বক্তব্যে ১৯৭১ ও ২০২৪ সালের আন্দোলনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে বলেন, ‘৭১-এ দেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, ২০২৪ সালেও ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক, গৃহবধূসহ সর্বস্তরের মানুষ একইভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছে। বাংলাদেশের মানুষ আজ কথা বলার ও গণতন্ত্রের অধিকার ফিরে পেতে চায়। তারা যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার চায়।’ তিনি আরও স্মরণ করেন ৭৫-এর ৭ই নভেম্বর আধিপত্যবাদীদের হাত থেকে দেশ রক্ষা এবং ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের কথা। তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যা একজন মা স্বপ্ন দেখেন—একটি নিরাপদ বাংলাদেশ। সেখানে নারী, পুরুষ বা শিশু যেই হোক না কেন, নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে যেন নিরাপদে ঘরে ফিরে আসতে পারে।’ তিনি দেশের জনসংখ্যার বৈচিত্র্য তুলে ধরে বলেন, ‘দেশে ৪ কোটির বেশি তরুণ, ৫ কোটির মতো শিশু, ৪০ লক্ষ প্রতিবন্ধী এবং কোটি কোটি কৃষক-শ্রমিক রয়েছেন। এই লক্ষ কোটি মানুষের প্রত্যাশা পূরণে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’ বিগত ১৫ বছরের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে গুম-খুনের শিকার রাজনৈতিক কর্মী ও নিরীহ মানুষের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০২৪-এর আন্দোলনে তরুণ প্রজন্মের সাহসী সদস্য ওসমান হাদি শহীদ হয়েছেন। তার মতো শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে আমাদের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়তে হবে। একইসঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘আধিপত্যবাদী শক্তির গুপ্তচরেরা এখনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে হবে যাতে শক্ত গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দেশকে গড়ে তোলা যায়।’ তারেক রহমান মার্কিন নাগরিক অধিকার নেতা মার্টিন লুথার কিং-এর ‘আই হ্যাভ এ ড্রিম’ বক্তব্যের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ‘আজ বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই, “আই হ্যাভ এ প্ল্যান, ফর দ্য পিপল অফ মাই কান্ট্রি, ফর মাই কান্ট্রি।” এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের সহযোগিতা লাগবে।’ তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, আগামী দিনে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যারা আসবে, তারা নবী করিম (সা.)-এর ন্যায়পরায়ণতার আলোকে দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তারেক রহমান তার মা ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কথা উল্লেখ করে আবেগাপ্লুত হন। তিনি বলেন, ‘সন্তান হিসেবে আমার মন মায়ের হাসপাতালের বিছানার পাশে পড়ে আছে। কিন্তু তিনি যাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই মানুষগুলোকে ফেলে আমি যেতে পারি না। সেজন্য হাসপাতালে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।’ তিনি বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চান। সবশেষে তিনি যেকোনো উস্কানির মুখে ধৈর্য ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘যেকোনো মূল্যে আমাদের দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। কোনো বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। ধর্ম, দল বা শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ যেন নিরাপদ থাকে, এটাই হোক আমাদের চাওয়া।’

‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’ ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

এর আগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বহনকারী উড়োজাহাজটি গত ২৫ ডিসেম্বর বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ৬ হাজার ৩১৪ দিন পর দেশে ফিরলেন তিনি।

বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করলো

৮ পৃষ্ঠার পর

এবং প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। সামনে আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ওপর গণভোট।

তিনি বলেন, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু করেছে ১০টি ভোটের গাড়িড়সুপার ক্যারাভান। এসব গাড়ি দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩০০টি উপজেলায় ঘুরে বেড়াবে। তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে নির্বাচন ও গণভোট সম্পর্কে তথ্য পৌঁছে দেবে, ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে এবং গণতন্ত্রের বার্তা ছড়িয়ে দেবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "ভোটাধিকার কারো দয়া নয়ড়এটি আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা ঠিক করি, আমাদের ভবিষ্যৎ কোনপথে যাবে। একটি অবাধ, সুষ্ঠ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়; এটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।"

তিনি বলেন, "এই সুপার ক্যারাভান কেবল একটি গাড়িই নয়ড় এটি গণতন্ত্রের আনন্দবানী বহনকারী বহর। এটি জানিয়ে দেবে, আপনার একটি ভোট কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটা মনে করিয়ে দেবে নিষ্ক্রিয়তা নয়, অংশগ্রহণই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।"

তিনি বলেন, "আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি তরুণ সমাজ, নারী ভোটার এবং প্রথমবারের ভোটারদের প্রতিড়আপনারা এগিয়ে আসুন। প্রশ্ন করুন, জানুন, বুঝুন এবং ভোট দিন। আপনার সিদ্ধান্তই গড়ে উঠবে আগামী দিনের বাংলাদেশড়নতুন বাংলাদেশ।"

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "আমরা এমন একটি নির্বাচন চাই, যেখানে থাকবে না ভয়, থাকবে না বাধাড়থাকবে কেবল জনগণের মুক্তও নির্ভীক মতপ্রকাশ। সরকার সেই পরিবেশ নিশ্চিতকরতে বদ্ধপরিকর।চ

তিনি বলেন, "আপনি দেশের মালিক। এদেশ আগামী পাঁচ বছর আপনার পক্ষে কে চালাবে সেটা আপনি ঠিক করে দিবেন। আপনার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিন। সৎ ও সমর্থ প্রার্থী বেছে ভোট দিন। চিন্তা ভাবনা করে ভোটদিন।"

তিনি বলেন, "এবারের নির্বাচনে আপনি আরো একটি ভোট দিবেন। জুলাই সনদে ভোট দিবেন। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দিনের পর দিন বৈঠককরে এই সনদ তৈরি হয়েছে। এই সনদ দেশের মানুষ পছন্দ করলে দেশ আগামী বহুবছরের জন্য নিরাপদে চলবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি যদি এই সনদ সমর্থন করেন তবে গণভোটে অবশ্যই হ্যাঁ ভোট দিন।চ

তিনি বলেন, "চলুন, আমরা সবাই মিলে এই গণতান্ত্রিক যাত্রাকে সফল করি। চলুন, ভোট দিইড়নিজের জন্য, দেশের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, নতুন পৃথিবীর জন্য।"

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে ২ লাখ ৯৩ হাজার প্রবাসীর কাছে ব্যালট প্রেরণ বাংলাদেশের আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে গত ৮ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২ লাখ ৯৩ হাজার ১৪৭ জন প্রবাসী ভোটারের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এবং গত সাত দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী ভোটারদের কাছে এই পোস্টাল ব্যালট প্রেরণ করা হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনবিষয়ক আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি-এসডিআই) প্রকল্পের 'টিম লিডার' সালীম আহমাদ খান।

তিনি বলেন, দেশের মধ্যে ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোটের নিবন্ধনের সংখ্যা বাড়বে এবং আমরা আশা করছি, দেশের সরকারি চাকরিজীবী, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও আইনি হেফাজতে থাকা ভোটারদের নিবন্ধনের সংখ্যা ১০ লাখে পৌঁছাতে পারে।

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ৫৭ হাজার ৩৬০ জন প্রবাসীর কাছে পোস্টাল ব্যালট প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরবে সর্বোচ্চ ২২ হাজার পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১০ হাজার ৯৯৯টি, যুক্তরাজ্যে ৩ হাজার ৫০০টি, কুয়েতে ৯০০টি এবং সৌদি আরবে ১৭ হাজার ৫০০টি পোস্টাল ব্যালট প্রেরণ করা হয়। সব মিলিয়ে গত ৮ দিনে মোট ২ লাখ ৯৩ হাজার ১৪৭টি পোস্টাল ব্যালট প্রেরণ করা হয়েছে বলে ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ভোট দিতে এ পর্যন্ত ৮ লাখ ৮৭২ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। প্রবাসী বাংলাদেশি ছাড়াও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নিজ এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীরা 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন করছেন।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া ২টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইটের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৮ লাখ ৮৭২ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। নিবন্ধনকারীদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৭ লাখ ২৮ হাজার ৬১৭ জন এবং নারী ভোটার ৭২ হাজার ২৫৩ জন।

প্রবাসী ভোটারদের মধ্যে সৌদি আরব থেকে নিবন্ধন করেছেন ১ লাখ ৬২ হাজার ৯৯৩ জন, যা সর্বোচ্চ। এছাড়া কাতারে ৫৯ হাজার ৫৮২, ওমানে ৪৬ হাজার ১৪৩, মালয়েশিয়ায় ৪৩ হাজার ৮২৯, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৩০ হাজার ৮৭৪ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২৬ হাজার ৭৩ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। দেশের ভেতরে 'ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোট' ক্যাটাগরিতে নিবন্ধন করেছেন ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৬১ জন ভোটার।

জেলাভিত্তিক শীর্ষে রয়েছে কুমিল্লা- ৭১ হাজার ১৪৩ জন, ঢাকা- ৬৩ হাজার ৫৯৫, চট্টগ্রাম- ৬১ হাজার ৭০৩, নোয়াখালী- ৪০ হাজার ৭৪১, সিলেট- ৩০ হাজার ৮৯ এবং চাঁদপুর- ২৮ হাজার ৩১৫ জন।

আসনভিত্তিক শীর্ষে ফেনী-৩ আসনে ১১ হাজার ৭৯৩ জন নিবন্ধন করেছেন। চট্টগ্রাম-১৫-তে ৯ হাজার ৮১১, কুমিল্লা-১০-এ ৯ হাজার ৪৬৬ এবং নোয়াখালী-১ আসনে ৯ হাজার ৩৬৫ জন নিবন্ধন করেছেন।

প্রবাসী ভোটার, সরকারি চাকরিজীবী, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি এবং আইনি হেফাজতে থাকা ভোটাররা 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন। ইসি বুধবার এই সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে। ১৮ নভেম্বর উদ্বোধন হওয়া এই অ্যাপের মাধ্যমে ১৪৮টি দেশ থেকে প্রবাসীরা নিবন্ধন করতে পারবেন। নিবন্ধনের জন্য প্রবাসী ভোটারদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেশের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আসাম বাংলাদেশের অংশ হয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। যদি এই সংখ্যা আরও ১০ শতাংশ বাড়ে, তাহলে আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (বাংলাদেশের সঙ্গে) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'। তিনি আরও বলেন, 'এই কারণেই আমি গত পাঁচ বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে জোরালোভাবে কথা বলে যাচ্ছি।' এনডিটিভির দাবি, চলতি মাসের শুরুতে বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর একটি মন্তব্য নিয়ে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বলেন, নয়াদিল্লি যদি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে, তাহলে ঢাকার উচিত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে 'বিচ্ছিন্ন' করে রাখা এবং ওই অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে সহায়তা দেয়া।

হাসনাত আবদুল্লাহ দাবি করেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিকভাবে 'ঝুঁকিপূর্ণ', কারণ অঞ্চলটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সংকীর্ণ শিলিগুড়ি করিডরের ওপর নির্ভরশীল, যা 'চিকেনস নেক' নামেও পরিচিত। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে সাম্প্রতিক সেই বক্তব্য ঘিরে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা। তিনি বলেন, এ ধরনের হুমকি ভারত সহ্য করবে না। তার দাবি, বাংলাদেশের নেতারা যদি ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিতে থাকেন, তাহলে দিল্লি আর বেশি দিন চুপ থাকবে না। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেসময় বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে আলাদা করে সেই দেশের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। বাংলাদেশ এমনটা কল্পনাও করতে পারে নাড় এটা সম্পূর্ণ ভুল'।

ভারত একটি বড় দেশ, পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র এবং বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিড় এ কথা উল্লেখ করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভুল মানসিকতা তৈরি হয়েছে।

তারেক রহমান ফিরলেন, এরপর

৯ পৃষ্ঠার পর

স্বাভাবিক করকেন তার বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা করতে হবে।

‘‘তারেক রহমানকে এখন কাজ করে দেখাতে হবে।”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, “বাংলাদেশের মানুষ আবেগপ্রবণ। তারা যেমন দ্রুত আবেগ প্রকাশ করে, আবার আবেগ চলেও যায়। তাই তারেক রহমানকে এখন কাজ করে দেখাতে হবে।”

বিএনপি এরই মধ্যে নির্বাচনে তাদের প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে। তারা তাদের সমমনাদের কিছু আসন ছেড়েও দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি বিএনপিতে যোগ দিয়ে মনোনয়ন নিয়েছেন। অন্যদিকে জামায়াত তার শরিকদের নিয়ে কাজ করছে। তরুণদের দল এনসিপির সঙ্গে জামায়াতের নির্বাচনে আসন সমঝোতা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। ফলে আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির এক সময়ের মিত্র জামায়াতই হচ্ছে বিএনপির প্রধান প্রতিপক্ষ।

অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন বলেন, “বিএনপি যদি এখন নির্বাচনকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকাকে সামনে নিয়ে আসে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই জামায়াত বিএনপির শাসনামলে যা হয়েছে তা-ও সামনে নিয়ে আসবে। তখন অনেক কিছুই সামনে আসবে। ফলে এটা বিএনপির জন্য একটা বড় চাপ হবে।”

তার কথা, “এবার তরুণরা নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হবে। ফলে তারা অতীতমুখী নয়, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং সেটা বাস্তবায়নের সক্ষমতা দেখতে চায়। সেটা করতে না পারলে সাধারণ মানুষের আবেগ বেশি দিন থাকবে না।”

তার মতে,চ তারেক রহমানের পাশে এখন কারা আছেন সেটাও দেখার বিষয়। ফলে, নির্বাচনের আগেই বিএনপির মধ্যে গুণগত পরিবর্তন এনে দেখাতে হবে। এটা তো ঠিক যে, গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর চাঁদাবাজী, দখলের ঘটনা ঘটেছে। যারা এসব করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এখন বিএনপি কী ব্যবস্থা নেয় তা-ও দেশের মানুষ দেখবে। শুধু মুখে বললে হবে না, করে দেখাতে হবে।”

নির্বাচনে দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের সামাল দেয়া এখন বড় চ্যালেঞ্জ হবে তারেক রহমানের জন্য। একই সঙ্গে নিরসন করতে হবে অভ্যন্তরীণ কোন্দল। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. জাহেদ উর রহমান মনে করেন, “এটা মোকাবেলা করা তেমন কোনো কঠিন কাজ হবে না। কারণ, দেশে তারেক রহমান, বিদেশে তারেক রহমানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আর সার্বিক বিবেচনায় বিএনপির পাওয়ারে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ফলে, বিদ্রোহীরা ততটা সক্রিয় হবে না। আর তারেক রহমান অন্য যারা আছেন, যারা মনোনয়ন পাননি, তাদের নিশ্চয়ই ভিন্নভাবে প্রোভাইড করার ব্যবস্থা করবেন।”

নির্বাচন নিয়ে কেটেছে অনিশ্চয়তা?

তারেক রহমান দেশে ফিরে আসায় নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা অনেকটাই কেটে গেছে বলে মনে করছেন ‘ডেমোক্র্যাসি ডায়াস‘-এর প্রধান ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন। তবে তিনি মনে করেন, তারেক রহমানের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। এই চ্যালেঞ্জ নির্বাচনের আগে এবং যদি জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে, তখনও থাকবে। তিনি বলেন, “ বিএনপি যদি সরকার গঠন করতে পারে, তাহলে তাকে শুরুতেই অর্থনীতি নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। বিশেষ করে নির্বাচনের পরই রোজার মাসে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। আর সার্বিক অর্থনীতি তো আছেই। আইন-শৃঙ্খলা তাদের জন্য এখন থেকেই চ্যালেঞ্জ। যেজন্য তারেক রহমানের কী পরিকল্পনা আছে তা কাজেই বোঝা যাবে।”

ড. জাহেদ উর রহমান বলেন, “ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিএনপির দক্ষ লোকজন কতটা আছে, কী পরিকল্পনা আছে তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হবে। তবে নির্বাচনের আগে বিএনপি যে মুক্তিযুদ্ধকে সামনে নিয়ে এসেছে, জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করছে, এটা সঠিক পলিসি।”

তার কথা, “জামায়াত তাদের পক্ষে একটা হাইপ তুলেছিল। কিন্তু শহিদ ওসমান হাদি নিহত হওয়ার পর প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও ছায়ানটে হামলা এবং আগুন জামায়াতকে চুপসে দিয়েছে। কারণ, এটা প্রমাণিত যে, জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের অন্তত দুইজন নেতা এই হামলা এবং আগুনে উসকানি দিয়েছে।”

“তারেক রহমান ঢাকায় ফিরে প্রথম বক্তৃতায় শান্তি, জাতীয় ঐক্য, সাম্য নিয়ে যে কথা বলেছেন, আমি মনে করি, তিনি তা ‘মিন্থ করে বলেছেন। কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের জন্য তার দল কতটা প্রস্তুত স্হৈ প্রশ্ন আছে। তার দলের যারা আছেন, তাদের সেই দক্ষতা কতটা আছে।”

ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন,চবিএনপির নেতা-কর্মীরা যাতে বিশৃঙ্খলা না করে, প্রশাসনকে সহযোগিতা করে তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে স্থিতিশীলতা এবং ভালো পরিবেশ রক্ষায় বিএনপির দায়িত্ব আছে।”

তারেক রহমানের নিরাপত্তা নিয়ে যে উদ্বেগ, সেটা পুরোপুরি কাটবে না বলে মনে করেন ড. জাহেদ উর রহমান। “সরকারও যে খুব বেশি কিছু করবে, তা আমি মনে করি না। ফলে, নির্বাচনে তারেক রহমান স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন না। তিনি হয়তো কিছু সমাবেশে যাবেন। আর অনলাইনে যুক্ত হবেন। তবে তিনি স্বাধীনভাবে সব জায়গায় যেতে পারলে বাড়তি সুবিধা পেতেন।”

মানুষের প্রত্যাশার পারদ এখন অনেক উপরে

তারেক রহমান ‘বড় ইমেজ্ব নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।তার প্রতি দেশের মানুষের প্রত্যাশার পারদ এখন অনেক উপরে। আর তার বক্তৃতা সেই প্রত্যাশা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এখন তাকেই সেই জনপ্রিয়তা ধরে রাথার জন্য কাজে প্রমাণ দিতে হবে। অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, “তাকে সবার নেতা হতে হলে তো দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। সেটা তিনি কতটা পারেন সেটাই দেশের মানুষ দেখবে। অন্য দলের প্রতি তার আচরণ, তার দলের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা তিনি নেন, সেটা দেখার আছে। আমার মনে হয়, তারেক রহমানকে নির্বাচনের আগেই তার দলকে পুনর্গঠন করতে হবে।”

ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, “তারেক রহমান সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে কারুর প্রতি কোনো ক্ষোভ প্রকাশ না করে সামনে তাকানোর কথা বলেছেন। তিনি একটা বড় ধরনের প্রত্যাশা তৈরি করেছেন। এখন সেই প্রত্যাশা কতটা পুরণ হয় তার ওপরই নির্ভর করবে তার এই ইমেজ তিনি কতটুকু ধরে রাখতে পারেন।” - হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের ঢাকা প্রতিনিধি

অরুণাচলের দখল পেতে মরিয়া চীন, পেন্টাগনের প্রতিবেদনে বিস্ফোরক তথ্য

করছে চীন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে জমা দেয়া পেন্টাগনের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চীন সরকার তাদের জাতীয় স্বার্থের পরিধি সম্প্রসারণ করেছে। তাইওয়ান, দক্ষিণ চীন সাগরে সার্বভৌমত্ব ও সামুদ্রিক দাবি, জাপানের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ এবং অরুণাচল প্রদেশকে জাতীয় স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছে তারা।

এসব ভূখণ্ড এবং সামুদ্রিক অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে বৈশ্বিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান আরও সমুন্নত করতে চায় চীন। একইসঙ্গে ‘যুদ্ধ জয়ের’ সক্ষমতাসম্পন্ন একটি ‘বিশ্বমানের’ সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতেও বদ্ধপরিকর তারা।

ভারত-চীন সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের অক্টোবরে ভারত সরকার লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (এলএসি) থেকে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে চীনের সঙ্গে একটি চুক্তির ঘোষণা দেয়। ব্রিকস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের দুই দিন আগে এ চুক্তি হয়।

ওই বৈঠকের মধ্য দিয়ে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, সরাসরি বিমান চলাচল, ভিসা সহজীকরণ এবং শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকদের বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে মাসিক উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগের সূচনা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এলএসি-তে উত্তেজনা কমিয়ে চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক আরও গভীর হওয়া ঠেকাতে উদ্যোগী হচ্ছে। তবে পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে ভারত সতর্ক অবস্থান বজায় রাখবে। আর এই অবিশ্বাসের ফলে দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক শীতল-ই থাকবে।

প্রতিবেদনটিতে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সামরিক ও কৌশলগত সহযোগিতা গভীরতর হওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। বেইজিং পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথভাবে জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে এবং চীনের তৈরি জে-১০ বহুমুখী যুদ্ধবিমানের একমাত্র ক্রেতাও পাকিস্তান। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
● 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG

(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

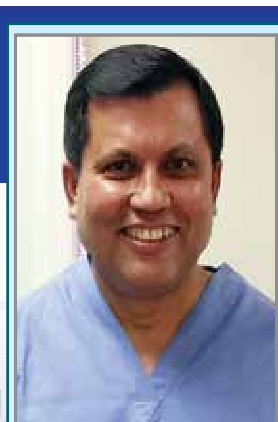

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372	1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472
TEL : 718-478-6100	TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

VISA আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

চীনের ক্রমবর্ধমান সমরসজ্জার

৭ পৃষ্ঠার পর

সমরসজ্জা বা সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে মার্কিন ভূখণ্ড আগের চেয়ে বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়েছে।' বেইজিংয়ের ক্রমবর্ধমান পরমাণু অস্ত্রভান্ডার, নৌ-শক্তি, প্রথাগত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, সাইবার এবং মহাকাশ গবেষণার সক্ষমতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এসব সরাসরি আমেরিকানদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এই প্রতিবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, আমেরিকার লক্ষ্য হলোড়নিজেদের এতটাই শক্তিশালী করে তোলা যাতে শত্রুপক্ষ আগ্রাসনের কথা চিন্তাও না করে, 'এবং এর ফলে শান্তি পছন্দনীয় ও সংরক্ষিত থাকে।' প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বারবার উচ্চারিত একটি বিষয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ওয়াশিংটনের বর্তমান নেতৃত্বের অধীনে আমেরিকা ও চীনের সামরিক সম্পর্ক গত কয়েক বছরের মধ্যে সেরা অবস্থানে রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্ক বহু বছরের তুলনায় এখন অনেক বেশি শক্তিশালী।' পেন্টাগন পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) সঙ্গে এই গতি বজায় রাখতে সব ধরনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে বলেও জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কৌশলগত স্থিতিশীলতা, বিবাদ নিরসন এবং উত্তেজনা প্রশমনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা পিএলএ-এর সঙ্গে সামরিক যোগাযোগ আরও বিস্তৃত করার মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করব। আমাদের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য পরিষ্কার করার জন্য আমরা অন্যান্য পথও খুঁজব।' প্রতিবেদনটিতে চীনের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতাকে উদ্বেগের কারণ এবং সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বেইজিংয়ের প্রধান সামরিক কৌশল হলো 'জাতীয় সর্বাত্মক যুদ্ধ' বা সমগ্র জাতির সংহতি অভিযানের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরাস্ত করা। 'পিপলস রিপাবলিক অব চায়না সংশ্লিষ্ট সামরিক ও নিরাপত্তা উন্নয়ন'ড়শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনা সামরিক বাহিনী ২০২৭ সালের তিনটি লক্ষ্য অর্জনে স্থিরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যগুলো হলোড়তাইওয়ানের ওপর 'কৌশলগত চূড়ান্ত বিজয়' অর্জনে সক্ষম হওয়া; পরমাণু এবং অন্যান্য কৌশলগত ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'কৌশলগত ভারসাম্য' তৈরি করা এবং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে 'কৌশলগত প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ' প্রতিষ্ঠা করা। বেইজিং তাইওয়ানকে চীনের অংশ মনে করে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও পুনরায় একীভূত করতে চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অধিকাংশ দেশ তাইওয়ানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, তবে ওয়াশিংটন এই স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপটিকে শক্তি প্রয়োগ করে দখল করার যেকোনো প্রচেষ্টার বিরোধী এবং তারা তাইওয়ানকে অস্ত্র সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বার্ষিক প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা গেছে, বেইজিং এবং মস্কোর মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর হচ্ছেড়সম্ভবত 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলার অভিন্ন স্বার্থে।' তবে এতে এও বলা হয়েছে যে, তাদের পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে এই সহযোগিতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

মঙ্গলবার ২৩ ডিসেম্বরপ্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএস) প্রকাশের কয়েক সপ্তাহ পর এল। সেই কৌশলটিও শুক্রবার অনেকটা অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল, যেখানে চীনের চেয়ে অভ্যন্তরীণ ইস্যু এবং প্রশাসনের ভাষায় 'মনরো ডকট্রিনের ট্রাম্প অনুসিদ্ধান্ত'ড়য়া পশ্চিম গোলার্ধের কৌশলগত গুরুত্বের ওপর জোর দেয়ড়সেদিকে বেশি নজর দেওয়া হয়েছিল। বিশ্লেষকদের মতে, মঙ্গলবারের প্রতিবেদনটি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এতে কোনো সূচিপত্র নেই এবং কিছু অংশ সেকেলে বা পুরোনো মনে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, এতে চীন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে 'খুবই সামান্য উচ্চপর্যায়ের বিনিময়সহ' শীতল সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, অথচ গত সেপ্টেম্বরের শুরুতে চীনের বিশাল সামরিক প্যারেডে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও, বিশ্লেষকদের মতে এই প্রতিবেদনটি পেন্টাগন এবং হোয়াইট হাউস দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে কীভাবে দেখছে, তার একটি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। ইউরেশিয়া গ্রুপের সিনিয়র অ্যানালিস্ট জেরেমি চ্যান বলেন, 'প্রতিবেদনের সুরটি চীনের প্রতি বিশেষভাবে গঠনমূলক, যেখানে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে জোর দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'যদিও এই দাবিটি প্রশ্নবিদ্ধ, তবে এটি ট্রাম্পের চীন নীতি এবং গত অক্টোবরে বুসানে হওয়া সমঝোতা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো বিষয়ে বেইজিংকে চাপ দিতে তাঁর অনীহার সংকেত দেয়।' শেনিয়াংয়ের মার্কিন কনস্যুলেটের সাবেক কর্মকর্তা চ্যান মনে করেন, প্রতিবেদনটি চীনের সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অগ্রগতির বিষয়টি স্বীকার করলেও খুব দূরের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। তিনি বলেন, 'চীনের সামরিক শক্তি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। চীনের এই ক্রমবর্ধমান সামরিক সক্ষমতার স্বীকৃতি পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন প্রতিরক্ষা প্রতিশ্রুতির ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।'

ধনী খদ্দেরদের জন্য কিশোরীদের

৭ পৃষ্ঠার পর

মেয়েদের এপস্টেইনের কাছে নিয়ে আসতেন, তাঁর পরিচয় নথিতে গোপন রাখা হয়েছে। ওই ব্যক্তি এপস্টেইনকে জানান, তিনি তাঁর জন্য 'তরুণী মেয়েদের' নিয়ে আসছেন। তবে এপস্টেইন অভিযোগ করেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু বাদামি রঙের না।'

সাক্ষী জানান, তিনি নিশ্চিত নন এপস্টেইন ওই জোগাড়দারকে কোনো অর্থ দিয়েছিলেন কি না। তবে মেয়েটিকে অর্থ দেওয়া হয়েছিল। নোটে আরও উল্লেখ আছে, একটি বাথরুমে ঘটে যাওয়া ঘটনার। সেখানে লেখা হয়েছে, 'বাথটাবের কাছে স্তন ও যোনিসে শাওয়ারে ঢুকে পড়ে এবং তাকে বলে, সে যেন এমন মেয়েদের না আনে যাদের সে পছন্দ করে নৃতাকে বলে, খুঁজে যেতে।'

আরও বলা হয়, 'একপর্যায়ে (নাম মুছে ফেলা হয়েছে) তাকে একটি মেয়ের পরিচয়পত্র চাইতে দেখেছে।' নোট অনুযায়ী, এপস্টেইন নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন মেয়েটি ১৮ বছরের নিচে কি না। কারণ আগে বেশি বয়সী মেয়েদের আনার ঘটনায় তাঁর আস্থা নষ্ট হয়েছিল।

নোটে সাক্ষী যৌন নিপীড়নের বিবরণও দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, এপস্টেইন 'অদ্ভুত শব্দ করতেন' এবং ভুক্তভোগীদের 'রূঢ়ভাবে' স্পর্শ করতেন। নথিটিতে কয়েকজন মেয়ের ছবি সংযুক্ত রয়েছে। নোট অনুযায়ী, তাদের বয়স ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। ছবিগুলোতে তাদের শহরের বিভিন্ন জায়গায় এবং সৈকতে বিকিনিতে দেখা যায়। নোটে নিউইয়র্কের একাধিক স্থানের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে আছে ম্যানহাটনের ৪১ তম স্ট্রিটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট, রচেস্টার, ব্রাইটন বিচ এবং একটি হাইস্কুল প্রম।

সাক্ষীর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। তবে নোটে থাকা তথ্য এপস্টেইনের ব্রাজিলের শিশুদের প্রতি আগ্রহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ফেডারেল অভিযোগপত্রে 'মাইনর ভিকটিম১' হিসেবে চিহ্নিত ব্রাজিলের অভিবাসী মারিনা লাসেরদা ছিলেন মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। তিনি গত সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে কথা বলেন। তিনি জানান, ১৪ বছর বয়স থেকে এপস্টেইনের হাতে নির্যাতনের শিকার হন। তিনি আরও বলেন, এপস্টেইনের সঙ্গে তিনি একাধিকবার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখেছেন। তবে ট্রাম্প এপস্টেইনের কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতেন বলে অস্বীকার করেছেন।

লাসেরদার সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত এপস্টেইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। পরে ২০১৯ সালে নিউইয়র্কের একটি কারাগারে এপস্টেইন আত্মহত্যা করেন। এপস্টেইনের সহযোগী জ্যাঁ-লুক ব্রুনেল, যিনি তাঁর অর্থায়নে একটি মডেলিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ২০২২ সালে ফ্রান্সে গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের পাচার ও ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি এপস্টেইনের জন্য এক হাজারের বেশি মেয়ে ও তরুণী সরবরাহ করেছিলেন।

২০১৯ সালের এপ্রিলে ব্রুনেল ব্রাজিলের একটি মডেলিং এজেন্সিতে যান, যেটির সঙ্গে তাঁর কোম্পানির আগে কাজ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে নতুন মডেল পাঠানোর উদ্দেশ্যেই এই সফর করা হয় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। এপস্টেইনের মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও দণ্ডিত ঘিসলেইন ম্যাক্সওয়েলকেও ব্রাজিলের রিভিয়েরা এলাকায় দেখা গেছে বলে জানা যায়। ২০২২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি প্যারিসের একটি কারাগারে জ্যাঁ-লুক ব্রুনেল আত্মহত্যা করেন।

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে রোববার, ২৮

৬ পৃষ্ঠার পর

যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লেখেন,ঙআমরা একটি দিনও নষ্ট করছি না। খুব শীঘ্রই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আমাদের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে। নতুন বছরের আগেই অনেক বড় কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবঞ্জ

অন্যদিকে এক সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের কোনো পরিকল্পনাই কার্যকর হবে না, যতক্ষণ না তিনি নিজে সেটি অনুমোদন দেন। ট্রাম্প আরও জানান, তিনি খুব শিগগিরই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলবেন। পাশাপাশি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন,ঙ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর দিনটি আমাদের সবার স্মৃতিতে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে, কারণ আমরা প্রকৃত সমাধানের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিঞ্জ

শান্তি আলোচনার এই তৎপরতার মধ্যেও ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে রুশ হামলা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার রাতে রাজধানী কিয়েভে বিমান হামলা চালায় রুশ বাহিনী। এ ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর খারকিভে রাশিয়ার বিমান হামলায় দুইজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওই শহরের মেয়র।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে রাশিয়ার এই আগ্রাসন শুরু হয় এবং বর্তমানে ডনবাস অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। চলতি বছরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে একাধিক দফা বৈঠক হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকটি ছিল বেশ উত্তেজনাপূর্ণ এবং তা বাদানুবাদে গড়ায়। তবে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

বড়দিনে ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং তার জামাতা জ্যারেড কুশনারের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা টেলিফোনে কথা বলার পর জেলেনস্কি আসন্ন এই শীর্ষ বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ওই আলোচনায় যুদ্ধ বন্ধে বেশ কিছু নতুন ধারণা উঠে এসেছে।

হোয়াইট হাউস পূর্ব ইউক্রেনে একটি সেনামুক্ত অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে, যেখানে কোনো পক্ষই সেনা মোতায়েন করবে না। এর ফলে বিতর্কিত অঞ্চলগুলোর মালিকানা প্রশ্ন আপাতত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। জেলেনস্কি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইউক্রেন যদি সম্মুখ সমররেখা থেকে ৪০ কিলোমিটার পিছিয়ে গিয়ে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলে, তবে রাশিয়াকেও তাদের দখলে থাকা ডনবাস অঞ্চল থেকে সমপরিমাণ দূরত্বে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। এর আগে স্টিভ উইটকফ প্রণীত ২৮ দফার একটি খসড়া পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, যা মূলত রাশিয়ার অনুকূলে বলে মনে করা হয়। তবে ইউক্রেন সেই পরিকল্পনায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। আগামী রবিবারের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নিরাপত্তা নিশ্চয়তা এবং একটি পৃথক অর্থনৈতিক চুক্তি নিয়েই মূল আলোচনা হবে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, আঞ্চলিক সীমানা নির্ধারণ এবং জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সমাধানে পৌঁছানো সবচেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের বৃহত্তম এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বর্তমানে রাশিয়ার দখলে রয়েছে। হোয়াইট হাউস প্রস্তাব দিয়েছে, কেন্দ্রটি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইউক্রেন ও রাশিয়াড়উভয় দেশ ভাগ করে নেবে। তবে রাশিয়া এই পরিকল্পনার বহু দিক, বিশেষ করে সীমানা সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা কম। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা অভিযোগ করেছেন, পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ এই কূটনৈতিক অগ্রগতি ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ইউক্রেনীয় সেনাদের পুরো ডনবাস অঞ্চল ছাড়তে হবে; অন্যথায় রাশিয়া সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পুরো অঞ্চল দখল করে নেবে। নতুন এই প্রস্তাবে ইউক্রেনের জন্য ন্যাটোর ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের আদলে নিরাপত্তা নিশ্চয়তার কথাও উল্লেখ রয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে রাশিয়া আবার হামলা চালালে মিত্র দেশগুলো ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবে। পাশাপাশি ইউক্রেন তাদের সেনাবাহিনীতে ৮ লাখ সদস্য বহাল রাখতে পারবে, যদিও ক্রেমলিন শুরু থেকেই এই সংখ্যা কমানোর দাবি জানিয়ে আসছে।

বড়দিনের উপহার,নাইজেরিয়ায়

৬ পৃষ্ঠার পর

সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন।

সে সময় তিনি কোন হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করছেন, তা স্পষ্ট করেননি। তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ডানপন্থী মহলে নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ ছড়িয়ে পড়েছে

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বৃহস্পতিবার বলেন, তিনি ঙনাইজেরিয়ান সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞঞ্জ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে তিনিঙমেরি ক্রিসমাসঞ্জ লিখেছেন। তবে সহিংসতা পর্যবেক্ষণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী জানিয়েছে, নাইজেরিয়ায় মুসলমানদের তুলনায় খ্রিস্টানদের বেশি হত্যা করা হচ্ছেড় এমন কোনো প্রমাণ নেই। দেশটির জনসংখ্যার প্রায় সমান অংশ মুসলমান ও খ্রিস্টান। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবুর এক উপদেষ্টা ড্যানিয়েল বাওয়ালা এর আগে বিবিসিকে বলেন, জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান যৌথভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, ইসলামপন্থী বিদ্রোহীদের দমনে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা নাইজেরিয়া স্বাগত জানাবে, তবে দেশটি একটিঙসার্বভৌমঞ্জ রাষ্ট্র।

ড্যানিয়েল বাওয়ালা আরও বলেন, জঙ্গিরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষকে লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে না এবং তারা সব ধর্মের মানুষকে, এমনকি কোনো ধর্মের অনুসারী ননড়এমন লোকদেরও হত্যা করেছে। প্রেসিডেন্ট টিনুবু বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, দেশে ধর্মীয় সহনশীলতা রয়েছে এবং নিরাপত্তা সংকট সব ধর্ম ও অঞ্চলের মানুষের ওপরেই প্রভাব ফেলছে। এর আগে ট্রাম্প নাইজেরিয়াকেঙকান্ট্রি অব পার্টিকুলার কনসার্নঞ্জ হিসেবে ঘোষণা করেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার - এআইয়ের প্রসার

১২ পৃষ্ঠার পর

বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র (২ দশমিক ১ শতাংশ) ও যুক্তরাজ্যের (২ দশমিক ৮ শতাংশ) মতো প্রধান অর্থনীতিতে এই সম্প্রসারণ অনেক বেশি ধীর।'

এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে সার্ভিসনাউ ও পিয়ারসন। সার্ভিসনাউ হলো যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার কোম্পানি, যা বিভিন্ন দেশের সরকার ও বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল ওয়ার্কফ্লো এবং অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। অন্যদিকে পিয়ারসন হলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি বৈশ্বিক শিক্ষা কোম্পানি, যা শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও শ্রমশক্তি মূল্যায়নে বিশেষ পারদর্শী।

গবেষণা অনুযায়ী প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সেবার ডিজিটাল রূপান্তরের ওপর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিশেষ গুরুত্ব কর্মসংস্থান বিলোপের পরিবর্তে নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আরব আমিরাতের সরকারি বিভাগ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রম আধুনিক করার ফলে উৎপাদন, শিক্ষা, খুচরা বিপণন, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক সেবা এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত সেবা খাতে কর্মীদের চাহিদা বাড়ছে।

গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, এআই মূলত গতানুগতিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে করবে। তবে কারিগরি দক্ষতা, তত্ত্বাবধান, গ্রাহক সেবা, সমস্যা সমাধান এবং সেবা প্রদানের মতো ভূমিকার জন্য কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা থেকেই যাবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবড়উভয় দেশেই যেসব প্রধান খাতে কর্মী নিয়োগ অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তার মধ্যে নির্মাণ, পরিবহন, লজিস্টিকস, স্বাস্থ্যসেবা, আতিথেয়তা, খুচরা বিপণন, শিক্ষা, জ্বালানি, আর্থিক সেবা এবং তথ্যপ্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, বিদেশি কর্মীদের জন্য চাকরির সুযোগ অব্যাহত থ াকবে। বিশেষ করে যাঁদের বৃত্তিমূলক দক্ষতা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং সেবা খাতে অভিজ্ঞতা রয়েছে।

হাজারো কর্মপদ ও লাখো চাকরির বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি এই উপসংহারে পৌঁছেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করবে। কিন্তু উপসাগরীয় অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট শ্রমশক্তির ঘাটতি পুরোপুরি পূরণ করতে পারবে না।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, যেসব দেশ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা পুনর্গঠনে (রিস্কিলিং) বিনিয়োগ করবে, তারাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি থেকে সুফল পেতে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। কারণ, প্রযুক্তি কাজকে ঢেলে সাজালেও তা মানব শ্রমের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল থাকবে৷

নাজিব রাজাকের ১৫ বছরের

১২ পৃষ্ঠার পর

পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলা রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক সেকুয়েরাহ নাজিবের আত্মপক্ষ সমর্থনের সব যুক্তি নাকচ করে দেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক দাবি করেছিলেন, ওয়ানএমডিবির কর্মকর্তারা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। কিন্তু বিচারক তাঁর এমন দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এটি বিশ্বাস করা মানে কল্পনাকে রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যাওয়া। ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সন্তান হিসেবে নাজিব মোটেও কোনো 'অবুঝ গ্রাম্য লোক' নন, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

বিচারক রায়ে উল্লেখ করেন, নাজিবের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো কোনো 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বিষয় নয়, বরং 'কঠিন ও অকাট্য' দালিলিক প্রমাণ বলছে তিনি নিজের ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করেছেন।

আদালত নাজিবকে ১১ দশমিক ৪ বিলিয়ন রিঙ্গিত জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাঁকে অতিরিক্ত আরও ১০ বছরের জেল খাটতে হতে পারে।

আদালত ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য প্রতিটি অভিযোগে ১৫ বছর এবং অর্থ পাচারের জন্য পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন। তবে সব সাজার মেয়াদ একই সঙ্গে কার্যকর হবে, ফলে তাঁকে মোট ১৫ বছর জেল খাটতে হবে।

এদিকে নাজিব বর্তমানে অন্য একটি মামলায় জেল খাটছেন যার মেয়াদ ২০২৮ সালে শেষ হবে। নতুন এই সাজা সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে কার্যকর হবে।

তবে এই রায়ের ফলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারে অস্থিরতা বাড়তে পারে। কারণ, নাজিবের দল ইউএমএনও বর্তমান সরকারের একটি বড় অংশীদার। ফলে দুর্নীতিবিরোধী ভাবমূর্তি নিয়ে ক্ষমতায় আসা আনোয়ার ইব্রাহিমের জন্য এটি একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

২০২২ সালের নভেম্বরে মালয়েশিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে কোনো দল বা জোটই সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসন নিশ্চিত করতে না পারায়, শেষমেশ আনোয়ার ইব্রাহিমের দল পাকাতান হারাপান (পিএইচ) জোট সরকার গঠন করে। এর মধ্যে পিএইচর ৮২টি, ইউনাইটেড মালয়জ ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের (ইউএমএনও) ২৬টি ও বারিসান ন্যাসিওনালের (বিএন) চারটি আসন নিয়ে এই জোট সরকার গঠিত হয়। জেলখানায় থাকলেও দলের ওপর নাজিবের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই রায়ের পর দলের ভেতর থেকে আনোয়ার ইব্রাহিমের ওপর চাপ সৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদি কোনো কারণে ইউএমএনও বর্তমান জোট সরকার থেকে সরে যায়, তবে বিপাকে পড়বেন আনোয়ার ইব্রাহিম। নাজিবের প্রধান আইনজীবী মুহাম্মদ শাফি আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে আগামী সোমবার আপিল করবেন।

রায়ের পর এক বিবৃতিতে নাজিব রাজাক দেশবাসীকে শান্ত ও ধৈর্যশীল থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই লড়াই দায়িত্ব এড়ানোর জন্য নয়, বরং ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।' তবে এই দণ্ডাদেশের ফলে নাজিবের রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের পথ কার্যত বন্ধ হয়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ওয়ান মালয়েশিয়া ডেভেলপমেন্ট বারহাদ বা ওয়ানএমডিবি হলো মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রমালিকানাধীন একটি কৌশলগত উন্নয়ন সংস্থা। মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু পরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকসহ সংশ্লিষ্টরা আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন।

২০১৫ সালে ওয়ানএমডিবি কেলেঙ্কারির ঘটনাটি প্রথম সামনে আসে, যা ২০১৮ সালের নির্বাচনে নাজিব রাজাকের দলের দীর্ঘ ছয় দশকের শাসনের অবসান ঘটায়। এর আগে ২০২০ সালে অন্য একটি মামলায় নাজিবকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যা পরে কমিয়ে ছয় বছর করা হয়। সাত বছর ধরে চলা এই দীর্ঘ আইনিপ্রক্রিয়ায় নেওয়া হয়েছে।

বিল ক্লিনটনকে 'বলির পাঁঠা'

৭ পৃষ্ঠার পর

দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, বিল ক্লিনটনের মুখপাত্র গত শুক্রবার গভীর রাতে হোয়াইট হাউসের বিরুদ্ধে তাঁকে 'বলির পাঁঠা' বানানোর অভিযোগ তুলেছেন। দণ্ডপ্রাপ্ত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইন ও ঘিসলেইন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে সাবেক এই প্রেসিডেন্টের ছবি, এমনকি সুইমিং পুলে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর কিছু স্থিরচিত্র কংগ্রেসের নির্দেশে সরকারি ফাইল হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এরপরই শুরু হয়েছে এই রাজনৈতিক বাগ্‌যুদ্ধ। এক্সে শেয়ার করা বিবৃতিতে ক্লিনটনের মুখপাত্র বলেন, 'হোয়াইট হাউস মাসের পর মাস এই ফাইলগুলো লুকিয়ে রেখে শুক্রবার রাতে বিল ক্লিনটনকে রক্ষা করার জন্য করেনি।' তিনি বলেন, 'আসলে এরপর যা আসছে, তা থেকে নিজেদের আড়াল করার জন্যই এই আয়োজন। কিংবা তারা যা চিরতরে লুকিয়ে রাখতে চায়, তা ঢাকতেই এই চেষ্টা। সুতরাং, তারা ২০ বছরের পুরোনো যত খুশি ঝাপসা ছবি প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু এটি বিল ক্লিনটনকে নিয়ে নয়। কখনোই ছিল না, আর হবেও না।' মুখপাত্র আরও উল্লেখ করেন, 'এমনকি সুজি ওয়াইলসও বলেছিলেন, বিল ক্লিনটন সম্পর্কে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভুল ছিলেন।' এখানে তিনি ভ্যানিটি ফেয়ারকে দেওয়া হোয়াইট হাউস চিফ অব স্টাফের মন্তব্যের কথা বুঝিয়েছেন। সেই মন্তব্যে ওয়াইলস স্বীকার করেছিলেন, ট্রাম্প বারবার দাবি করলেও ক্লিনটন কখনোই এপস্টেইনের ক্যারিবীয় দ্বীপে যাননি।

ক্লিনটন দীর্ঘকাল ধরেই দাবি করে আসছেন, ২০০৫ সালের দিকেই তিনি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। ফ্লোরিডায় এক অপ্রাপ্তবয়স্ককে যৌনকাজে প্ররোচিত করার দায়ে এপস্টেইন দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই ক্লিনটন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। বিবৃতিতে ক্লিনটনের মুখপাত্র অ্যাঞ্জেল উরেনা বলেন, 'এখানে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথম দল যারা কিছুই জানত না এবং এপস্টেইনের অপরাধ সামনে আসার আগেই সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। দ্বিতীয় দল যারা তাঁর অপরাধ জানার পরও সম্পর্ক বজায় রেখেছে। আমরা প্রথম দলে আছি। দ্বিতীয় দলের লোকজন সময়ক্ষেপণ করে সত্য বদলাতে পারবে না। সবাই, বিশেষ করে মাগা সমর্থকেরা উত্তর চায়, বলির পাঁঠা নয়।' গত শুক্রবার ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত ছবিগুলোতে দেখা যায়, ক্লিনটন একটি ভূগর্ভস্থ সুইমিং পুলে ম্যাক্সওয়েল ও মুখমণ্ডল অস্পষ্ট করা এক নারীর সঙ্গে রয়েছেন। এ ছাড়া মিক জ্যাগার, এপস্টেইন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি নৈশভোজেও তাঁকে দেখা গেছে। সুইমিং পুলে ক্লিনটনের ওই ছবি পরে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট এক্সে পোস্ট করেন। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'ওহ মাই গড!' সঙ্গে ছিল একটি লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়ার ইমোজি। হোয়াইট হাউসের যোগাযোগ পরিচালক স্টিভেন চুং এক পোস্টে লেখেন, 'স্লিক উইলি! বিল ক্লিনটন কেবল চিল করছেন, দুনিয়ার কোনো চিন্তা নেই। তিনি কি তখন জানতেন...।' সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, ক্লিনটনের প্রেসিডেন্সির শুরুর বছরগুলোতে এপস্টেইন অন্তত ১৭ বার হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন। ২০০১ সালে ক্ষমতা ছাড়ার পর ক্লিনটন এপস্টেইনের ব্যক্তিগত জেটে চড়ে এশিয়া ও আফ্রিকা সফর করেন, যা ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে এপস্টেইনকাণ্ডে ক্লিনটনের বিরুদ্ধে কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার ক্লিনটন ও এপস্টেইনের সম্পর্ক নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। গত মাসে তিনি বিচার বিভাগ ও এফবিআইকে 'জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে বিল ক্লিনটনের সম্পৃক্ততা ও সম্পর্ক তদন্ত' করার আহ্বান জানান। মূলত এপস্টেইন কেলেঙ্কারিকে কেবল ডেমোক্র্যাটদের সমস্যা হিসেবে তুলে ধরার দীর্ঘকালীন প্রচারণার অংশ এটি। বিচার বিভাগের এই ছবি প্রকাশের ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে এপস্টেইনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে হাউস ওভারসাইট কমিটির কাছে জবানবন্দি দিতে হবে।

জবানবন্দি দেওয়ার কথা ছিল গত সপ্তাহে, তবে তা পিছিয়ে ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পলিটিকো জানিয়েছে, কমিটির চেয়ারম্যান জেমস কোমার হুমকি দিয়েছেন, এই দম্পতি যদি নির্দিষ্ট তারিখে জবানবন্দি না দেন, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এ মেরী জোবাইদার পক্ষে শতাধিক কমিউনিটি নেতার সমর্থন

৫০ পৃষ্ঠার পর

৬০. মইনুর রহমান সুয়েব, সাধারণ সম্পাদক, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইউএসএ
৬১. বদরুল ইসলাম মিন্টু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট
৬২. জগলুল চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, ব্রঙ্কস
৬৩. রহিমা বেগম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট
৬৪. মোশাহিদ জে. রাশেদ, সাবেক সভাপতি, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইউএসএ
৬৫. কবির চৌধুরী,সভাপতি, মসজিদ আল আমান, ওজোন পার্ক
৬৭. নাসিমা আক্তার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এস্টোরিয়া
৬৮. ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট
৬৯. নবেন্দু দত্ত, সাবেক সভাপতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ইউএসএ
৭০. শিতাঙ্গু গুহ, মানবাধিকার এক্টিভিস্ট
৭১. থমাস দুলু রায়, সভাপতি, ইউনাইটেড বেঙ্গলি লুথেরান চার্চ
৭২. তপন মোদক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
৭৩. শফি আহমেদ চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এস্টোরিয়া
৭৪. রেক্সোনা মজুমদার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, ব্রঙ্কস
৭৫. ডা. নাহিদ খান, এমডি ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট
৭৬. শেখ আল মামুন, সিইও, মামুন টিউটোরিয়াল
৭৭. সেলিনা উদ্দিন, কো-অর্ডিনেটর, ধরা ইউএসএ
৭৮. খলিলুর রহমান, সিইও, খলিল বিরিয়ানি
৭৯. মাওলানা রশিদ আহমদ, শিক্ষাবিদ, সম্পাদক ইয়র্ক বাংলা
৮০. আনোয়ার খান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল একাডেমী, ওজোন পার্ক
৮১. আলিম উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও প্রেসিডেন্ট গ্লোবাল ট্রাভেলস
৮২. কায়েস আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৮৩. হেলাল উদ্দিন, সাবেক সভাপতি, সন্দ্বীপ এডুকেশন সোসাইটি। সভাপতি, বাইতুল জান্নাহ মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলীন
৮৮. ফিরোজ আহমেদ, সভাপতি, সন্দ্বীপ সোসাইটি, ইউএসএ
৮৯. শাহাদাত হোসেন, সাবেক সভাপতি, সন্দ্বীপ এডুকেশন সোসাইটি
৯০. এমলাক হোসেন ফয়সাল, সাবেক সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ
৯১. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, সভাপতি, ইসলামিক কাউন্সিল অব আমেরিকা (মদিনা মসজিদ)
৯২. ইকবাল আহমেদ মাহবুব, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ম্যানহাটন ডাউনটাউন বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন ও সাবেক সভাপতি আসসাফা ইসলামিক সেন্টার
৯৩. ড. শওকত আলী, সভাপতি, বাংলাদেশ জার্নালিস্টস এন্ড রাইটার্স এসোসিয়েশন
৯৪. আবদুল মুসাব্বির, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এস্টোরিয়া
৯৫. শাহীন আজমল, কমিউনিটি একটিভিস্ট
৯৬. মিসবাহ আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
৯৭. সৈয়দ জায়েদি, সভাপতি, ফ্লাশিং ইসলামিক সেন্টার
৯৮. আরশাদ হোসেন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
৯৯. ডা. সালমা, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
১০০. শামসুদ্দীন আজাদ, লেখক ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
১০১. কাজী কয়েস আহমদ
১০২. বেদারুল ইসলাম বাবলা, সাবেক সভাপতি লীগ আব আমেরিকা, চেয়ারম্যান ফোবানা
১০৩. আব্দুল চৌধুরী শাহীন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
১০৪, সাইদা হাই, সভাপতি লীগ অব আমেরিকা
১০৫. শেলী জামান, লেখিকা
১০৬. রওশন হক, লেখিকা, সাংবাদিক
১০৭.সাহাব আহমেদ, সভাপতি, এলআইসি কেমিস্ট। সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশী আমেরিকান ফার্মাসিস্ট এসোসিয়েশন
১০৮. মোহাম্মদ তাহের, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি, নিউইয়র্ক
১০৯. আব্দুস সাত্তার, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার, ব্রুকুলীন
১১০. মোশাররফ হোসেন সবুজ, সাধারণ সম্পাদক কোম্পানীগঞ্জ সমিতি
১১১. জামিল আনসারী, সমাজ কল্যান সম্পাদক বাংলাদেশ সোসাইটি
১১২. এটিএম তালহা, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, বিয়ানীবাজার সমিতি
১১৩. আলহাজ্ব বদরুল হক, সাবেক সভাপতি আল আমান মসজিদ
১১৪. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক নির্বাচন কমিশনার নোয়াখালী সোসাইটি
১১৫. মিয়া মোহাম্মদ আবজাল, স্হিও, স্যান্ড একাউন্টিং এন্ড মাল্টি সার্ভিস
১১৬. কামরুল ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, ওজনপার্ক ব্রুকলীন

৮০ হাজার অবৈধ অভিবাসীকে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

রাখার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের হাতে আসা এক খসড়া প্রস্তাবনার বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে।

বর্তমানে আটককৃতদের দেশের যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) এখন সেই পদ্ধতি বদলে একটি সুশৃঙ্খল 'ফিডার সিস্টেম' বা সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় যাতে দ্রুত দেশান্তর (ডিপোর্টেশন) নিশ্চিত করা যায়।

নথিতে বলা হয়েছে, নতুন গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের প্রথমে কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রসেসিং সাইটে রাখা হবে। এরপর তাদের ৭টি বিশাল গুদামের কোনো একটিতে পাঠানো হবে, যার প্রতিটিতে ৫ থেকে ১০ হাজার মানুষের ধারণক্ষমতা থাকবে। সেখান থেকেই মূলত তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

বিশাল এই গুদামগুলো ভার্জিনিয়া, টেক্সাস, লুইজিয়ানা, অ্যারিজোনা, জর্জিয়া এবং মিজৌরির প্রধান লজিস্টিক হাবগুলোর কাছাকাছি স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া ১৬টি ছোট গুদামে দেড় হাজার করে মানুষ রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মুখপাত্র ট্রিশা ম্যাকলাফলিন জানিয়েছেন, তিনি ওয়াশিংটন পোস্টের এই প্রতিবেদনের সত্যতা নিশ্চিত করতে পারছেন না এবং গুদাম পরিকল্পনা নিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতেও রাজি হননি। তবে এর আগে এনবিসি এবং ব্লুমবার্গ নিউজ গুদামগুলোকে আটক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের বিষয়ে আইসিই-এর অভ্যন্তরীণ আলোচনার খবর দিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাখ লাখ অভিবাসীকে আটক ও বিতাড়ন অভিযানের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো এই গুদাম পরিকল্পনা। এ বছর কংগ্রেস অভিবাসীদের আটকে রাখার জন্য ৪৫ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে। সেই অর্থ ব্যবহার করে প্রশাসন পরিত্যক্ত কারাগার সচল করেছে, সামরিক ঘাঁটির অংশ বিশেষ সংস্কার করেছে এবং রিপাবলিকান গভর্নরদের সঙ্গে মিলে দুর্গম এলাকায় অভিবাসীদের জন্য তাঁবু শিবির তৈরি করেছে।

বর্ডার জার টম হোমান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানিয়েছেন, চলতি বছর প্রশাসন ৫ লাখ ৭৯ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। আইসিই-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টড এম লিয়নস গত এপ্রিলে এক সম্মেলনে বলেছিলেন, 'আমাদের এটাকে ব্যবসার মতো পরিচালনা করতে শিখতে হবে।' প্রশাসনের লক্ষ্য হলো আমাজন যেভাবে তাদের প্যাকেজ পৌঁছে দেয়, ঠিক সেভাবেই অভিবাসীদের দ্রুত ফেরত পাঠানো।

তবে রিয়েল এস্টেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুদামে বিপুলসংখ্যক মানুষকে রাখা লজিস্টিক সমস্যা তৈরি করবে। এসব স্থাপনা মূলত মালামাল রাখার জন্য তৈরি, মানুষের বসবাসের জন্য নয়। সেখানে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা বা সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকে। এ ছাড়া আবাসিক এলাকা থেকে দূরে হওয়ায় হাজার হাজার মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সেখানে নাও থাকতে পারে।

নিউ অরলিন্সের একজন অধিকারকর্মী তানিয়া উলফ বলেন, 'এটি অমানবিক। মানুষকে পশুর মতো বিবেচনা করা হচ্ছে।' আইসিই অবশ্য বলছে, তারা এই কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন আনবে। সেখানে গোসলখানা, টয়লেট, রান্নাঘর, ডাইনিং এরিয়া, মেডিকেল ইউনিট এবং বিনোদন কেন্দ্রসহ প্রশাসনিক অফিস তৈরি করা হবে। কোনো কোনো কেন্দ্রে পরিবারের জন্য বিশেষ আবাসন ব্যবস্থাও থাকবে।

পরিকল্পিত গুদামগুলোর বেশির ভাগই রিপাবলিকান শাসিত এলাকায় হলেও দুটি বড় গুদাম ডেমোক্র্যাট শাসিত ভার্জিনিয়ার স্ট্যাফোর্ড এবং মিজৌরির ক্যানসাস সিটিতে করার কথা রয়েছে। আইসিই-এর তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসের শুরুতে আটক অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬৮ হাজারেরও বেশি, যা এযাবৎকালের রেকর্ড। তাদের মধ্যে প্রায় ৪৮ শতাংশের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের সাজা বা অভিযোগ নেই।

অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা বলছেন, এত বড় স্থাপনা পরিচালনা করা কঠিন হবে। বিশেষ করে প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মী ও চিকিৎসা কর্মী পাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, ফোর্ট ব্লিস সাইটে বর্তমানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা কর্মীর মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সাবেক আইসিই চিফ অব স্টাফ জেসন হাউজারের মতে, 'গুদাম হয়তো অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু সেগুলো নিরাপদে চালানোর সক্ষমতা সব সময়ই জনবলের ওপর নির্ভর করে।'

যুক্তরাষ্ট্রে সকল প্রবেশ পথ-

৫৪ পৃষ্ঠার পর

এখন বিমানবন্দর, স্থল সীমান্ত এবং সমুদ্রবন্দরে প্রযোজ্য হবে যখনই কোনো ভ্রমণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বা প্রস্থান করবেন। পূর্বে অব্যাহতিপ্রাপ্ত গোষ্ঠী, যেমন ১৪ বছরের কম বয়সী নাবালক এবং ৭৯ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণরাও এই আপডেট করা প্রয়োজনীয়তার আওতায় অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, সিবিপি কর্মকর্তারা ভ্রমণকারীদের ছবি তুলবেন এবং অতিরিক্তভাবে আঙুলের ছাপ বা আইরিস স্ক্যান নিতে পারেন। এই বায়োমেট্রিক বিবরণগুলো তখন এজেন্সির ট্রাভেলার ভেরিফিকেশন সার্ভিসের মাধ্যমে একজন ভ্রমণকারীর বিদ্যমান রেকর্ডের সাথে যাচাই করা হয়।

ইউএসসিআইএস ১৯টি দেশের নাগরিকদের জন্য অতিরিক্ত পর্যালোচনা করবেড়আফগানিস্তান, বার্মা (মিয়ানমার), চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, নিরক্ষীয় গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইয়েমেন, বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান এবং ভেনিজুয়েলা।

এই পরিবর্তনগুলোর অর্থ গ্রিন কার্ডধারীদের জন্য কী?

আপডেট করা নীতির অধীনে গ্রিন কার্ডধারীদের কয়েকটি মূল পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে:

প্রথমত, এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টে বায়োমেট্রিক স্ক্রিনিং একটি রুটিন প্রক্রিয়া হবে। স্থায়ী বাসিন্দারা আশা করতে পারেন যে, তারা যখনই সীমান্ত অতিক্রম করবেন, আগমন বা প্রস্থান যাই হোক না কেন, তাদের ছবি তোলা হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে আঙুলের ছাপও নেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, সীমান্ত যাচাইয়ের সময় ভ্রমণকারীরা আরও নিবিড় তদন্তের সম্মুখীন হতে পারেন। এই বর্ধিত পর্যালোচনাটি বর্তমানে বর্ধিত নজরদারির অধীনে থাকা ১৯টি দেশের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের জন্য আরও বেশি স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃতীয়ত, সম্পূর্ণ এবং সঠিক কাগজপত্র বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। গ্রিন কার্ডধারীদের নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের রেকর্ড এবং ভ্রমণের কাগজপত্র হালনাগাদ আছে, যাতে কর্মকর্তারা যাচাইকরণ বা অতিরিক্ত তথ্যের অনুরোধ করলে তারা দ্রুত সাড়া দিতে পারে।

সবশেষে, আবেদনকারীদের প্রক্রিয়াকরণের সময়ে সম্ভাব্য অনিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নতুন পদক্ষেপগুলো গ্রিন কার্ড বা ভিসাসংক্রান্ত চলমান ও ভবিষ্যৎ উভয় ধরনের আবেদনের জন্যই প্রক্রিয়াকরণের সময়কে ধীর করে দিতে পারে।

বায়োমেট্রিক প্রবেশ-প্রস্থান ব্যবস্থার বাস্তবায়ন আগামী তিন থেকে পাঁচ বছর ধরে চলবে, যা প্রধান বিমানবন্দরগুলো থেকে শুরু হয়ে স্থল ও সমুদ্র বন্দরগুলোতেও প্রসারিত হবে। আশা করা হচ্ছে, ডিএইচএস এই প্রোটোকলগুলো সম্পর্কে অতিরিক্ত নির্দেশনা জারি করবে।

১লা জানুয়ারী নতুন মেয়র হিসেবে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স। নববর্ষের দিনে আয়োজিত একটি ব্লক পার্টিতে নির্বাচিত মেয়র মামদানির আনুষ্ঠানিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করবেন স্যান্ডার্স। আর তার মেয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ মধ্যরাতে, মামদানিকে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথবাক্য পাঠ করাবেন লেটিশিয়া জেমস।

এই আয়োজনগুলো নিয়ে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মামদানির পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বার্নি স্যান্ডার্সের "আপসহীন প্রগতিশীল মূল্যবোধই মামদানিকে প্রথমবার নির্বাচনে লড়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।"

এক বিবৃতিতে মামদানি বলেন, "যাদের আমি বছরের পর বছর ধরে শ্রদ্ধা করে এসেছি, সেই দুই নেতাড়অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের কাছ থেকে শপথ নেওয়া আমার জন্য অনেক সম্মানের। অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস নিউইয়র্কবাসীদের রক্ষায় শক্তিশালী স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং আইনের চোখে সমান বিচারের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছেন।"

প্রথমবারের মতো এনবিসি নিউইয়র্কই জানায়, বার্নি স্যান্ডার্স মামদানিকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

মামদানি বলেন, "সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা রক্ষার প্রতি তার অবিচল অঙ্গীকার এবং গুটিকয়েক মানুষের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত সরকারের প্রতি তার বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। নিউইয়র্ক সিটির জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করতে এই দুই নেতার (স্যান্ডার্স ও জেমস) চেয়ে ভালো কেউ হতে পারে বলে আমি মনে করি না।"

গত মাসের নির্বাচনে নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে পরাজিত করা মামদানি আগামী ১ জানুয়ারি দেশটির বৃহত্তম এই শহরের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন (এবং তিনি হতে যাচ্ছেন নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র)। মামদানি বার্নি স্যান্ডার্সকে সাথে নিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন; স্যান্ডার্স তার দুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্থানীয়ভাবে যে প্রগতিশীল ভোটারদের উজ্জীবিত করেছিলেন, মামদানিও তাদের সমর্থন দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

জেমস ছিলেন মামদানির অন্যতম প্রধান সমর্থক, অথচ সেই রাজ্যের অনেক প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট নেতা এই প্রগতিশীল প্রার্থীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মামদানিকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেওয়া রাজ্য পর্যায়ের প্রভাবশালী নেতাদের একজন ছিলেন।

র‍্যাঙ্কড-চয়েস পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে ভোটাররা পছন্দক্রম অনুযায়ী সর্বোচ্চ পাঁচজন প্রার্থীকে র‍্যাঙ্ক করার সুযোগ পান। এই পদ্ধতির আওতায় জেমস ঘোষণা দেন, তিনি তার ব্যালটে মামদানিকে তৃতীয় স্থানে রেখেছেন।

অক্টোবরে, একটি মর্টগেজ ঋণসংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার (যা পরে একজন ফেডারেল বিচারক খারিজ করে দেন) কিছুদিন পরই মামদানির সঙ্গে একটি সমাবেশে বক্তব্য দেন জেমস। সে সময় তিনি বলেন, 'তিনি এই শহরের জন্য একটি ভালো ভবিষ্যতের লড়াই করা একজন নেতা। আর তিনি আমার মতোই জানেন, আক্রমণের শিকার হওয়া, কটু কথা শোনা, হুমকি পাওয়া ও হয়রানির শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন।'

গাজা স্থিতিশীলতা বাহিনীতে যোগ

৫ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক ফোরামে 'পিস এনফোর্সমেন্ট' (শান্তি বলবৎকরণ) নয়, বরং 'পিসকিপিং' (শান্তি রক্ষা) শব্দ ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে।

হামাসকে নিরস্ত্র করা প্রসঙ্গে ইশাক দার স্পষ্ট করে বলেন, 'যদি এই বাহিনীর ম্যান্ডেটে হামাসকে নিরস্ত্র করার কোনো ভূমিকা থাকে, তবে আমরা তাতে অংশ নেব না। এটি আমাদের কাজ নয়। হামাসকে নিরস্ত্র করার দায়িত্ব ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বা সেখানকার স্থানীয় সরকারের।'

ইশাক দার আরও বলেন, 'পাকিস্তানের ভূমিকা শুধু শান্তি বজায় রাখায় সহায়তা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কাউকে নিরস্ত্র করার কোনো অভিযানে পাকিস্তান তার সৈন্যদের জড়াতে চায় না।'

ইশাক দার জানান, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ নীতিগতভাবে সৈন্য পাঠানোর বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি দিলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পাকিস্তান এই বাহিনীর 'টার্মস অব রেফারেন্স' (টিওআর) এবং ম্যান্ডেট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করবে।

প্রসঙ্গত, গত নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনাকে সমর্থন করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি রেজল্যুশন পাস হয়। পাকিস্তানসহ ১৩টি দেশ এর পক্ষে ভোট দিলেও রাশিয়া ও চীন ভোটদানে বিরত ছিল। ওই পরিকল্পনারই একটি অন্যতম অংশ হলো এই 'আইএসএফ' গঠন। এখানে মূলত মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর সৈন্যদের প্রাধান্য থাকবে।

ইশাক দার জানান, ইন্দোনেশিয়া এই বাহিনীতে ২০ হাজার সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব দিলেও তারাও হামাসকে নিরস্ত্র করার বিষয়ে পাকিস্তানের মতোই আপত্তি ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং সহ বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে এটর্নী মঙ্গন চৌধুরী'র বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য গ্রেস মেং সহ বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির 'প্রবাস বন্ধু' হিসেবে পরিচিত এটনী মঙ্গন চৌধুরীর প্রথম বই 'রোড টু আমেরিকা ইমিগ্রেশন হার্ডশিপ' এর মোড়ক উন্মোচন হলো আন্দঘন পরিবেশে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এক অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীদের জন্য মঙ্গন চৌধুরীর বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে যা অনেক অভিবাসীর কাজে লাগবে। বক্তারা এটর্নী মঙ্গন চৌধুরীর উদ্যোগের প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, এটর্নী মঙ্গন চৌধুরী কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির লীডার এবং আমেরিকান বার এসোসিয়েশনের ডিরেক্টর।

ব্যতিক্রমী এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং সহ আরো যারা বিশেষ অতিথি ছিলেন তারা হলেন নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স কাউন্টির জাস্টিস ক্যাসান্দ্রা এ জনসন, নিউইয়র্ক সিটি সুপ্রীম কোর্টের জাস্টিস কারম্যান ভেলেজকুইজ ও জজ স▯্যানেদ্রা মুনজ, কুইন্স ক্রিমিনাল কোর্টের ভারপ্রাপ্ত জাস্টিস এডউইন নাভিলো, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন ও স্টিভেন রাগা, নিউইয়র্ক সিটি এসোসিয়েশন অব রিয়েলটর্স-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টর রব চৌধুরী, সাবেক ষ্টেট এ্যাসেম্বলীম্যান মাইকেল ড্যানডেকার, এটর্নী মাইকেল তাউব ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, আকবর হায়দার কিরণ, হাসানুজ্জামান সাকী ও শাহ আহমেদ, নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৬ এর আগামী নির্বাচনে অ্যাসম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরি জোবাইদা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাসানুজ্জামান হাসান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আজম, এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ, এডভোকেট মাহবুবুর রহমান বকুল, মোহাম্মদ চিশতি সিপিএ, অভিনেতা তরিকুল ইসলাম মিঠু, মঙ্গন চৌধুরীর পুত্র রোনাল চৌধুরী ও ভাতিজা সামিয়া চৌধুরী ও ইশাত চৌধুরী প্রমুখ। উপস্থাপনায় ছিলেন সোনিয়া সিরাজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্লেজ অব এ্যালিগেন্স পাঠ এবং স্বাগত বক্তব্য রেখেছেন অ্যাটর্নি মঙ্গন চৌধুরী। এসময় তিনি গ্রন্থটি লেখার পিছনের ইতিহাস, কারণ এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।তিনি বলেছেন,এটি কোন কল্পকাহিনী নয়, আমার আইনি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো এই গ্রন্থের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।আমেরিকায় আসতে এবং এসে বাস্তব জীবনে মানুষকে কতটা কষ্ট সহ্য করতে হয়- তা আমি গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এতে প্রায় ৩৩টি বাস্তব কাহিনী রয়েছে, যা পড়ে পাঠকরা উপকৃত হবেন। এটি ইমিগ্র্যান্টদের জীবনের এক ধরনের দলিল হিসেবে ভবিষ্যতে চিত্রিত হবে। তিনি আরো জানান, এই গ্রন্থটির ইংলিশ ভার্শন অ্যামাজনে পাওয়া যাচ্ছে। বাংলায় অনুবাদ করে গ্রন্থটি ছাপানোর প্রক্রিয়া চলছে।

ইউএস সুপ্রিম কোর্টে প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত এটর্নী মঙ্গন চৌধুরী উল্লেখ করেন, এর আগে আমি মিশিগান স্টেটে তালিকাভুক্ত হই আইনজীবী হিসেবে। ইমিগ্রেশন আইন, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা এবং অপরাধ আইনে দুই দশকেরও অধিক সময় আদালতে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কম্যুনিটির নানা কর্মকান্ডেও জড়িত রয়েছি। ২০১৬ সাল থেকে কুইন্স কাউন্টি ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ হিসেবে আমি সক্রিয় রয়েছি ইমিগ্র্যান্টদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার আইনী লড়াইয়ে।এটর্নী হিসেবে দুই দশক পূর্তির এই শুভক্ষণে মঙ্গণ চৌধুরী তার অঙ্গিকারের পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাতে চাই যে আজীবন আমি নিজেকে নিবেদিত রাখবো প্রতিটি ইমিগ্র্যান্টের ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা পূরণে এবং তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্যে।

অনুষ্ঠানের অপর বক্তারা এটর্নী মঙ্গন চৌধুরী বইটির বিষয়বস্তুর ভূয়সী প্রশংসা এবং যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের বাস্তব জীবনের সংগ্রাম ও আইনি জটিলতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে মন্তব্য করেন। এছাড়াও বক্তারা কমিউনিটি সেবার মঙ্গন চৌধুরীর অবদানের কথাও স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এটর্নী মঙ্গন চৌধুরী অতিথিদের নিয়ে তার ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'রোড টু আমেরিকা ইমিগ্রেশন হার্ডশিপ' এর মোড়ক উন্মোচন করেন এবং সবশেষে কেক কাটেন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, অ্যামাজন কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় ১৪৮ পাতার বইটির মূল্য মাত্র ১১.৯৯ ডলার। খবর ইউএনএ'র।
সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

দীপু দাসের লাশ গাছ ঝুলিয়ে আগুনে পোড়ানোর প্রতিবাদ নিউইয়র্কের ভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের

পরিচয় ডেস্ক: : ময়মনসিংহের ভালুকায় গার্মেন্টস শ্রমিক দীপু দাসকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা, তার লাশ গাছে ঝুলিয়ে আগুনে পোড়ানোর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে নিউইয়র্কের ভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন।

গত ২১ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ'র আয়োজনে প্রায় তিন শতাধির মানুষের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পর একই স্থানে রাত ৭টায় 'প্রগ্রেসিভ ফোরাম অব ইউএসএ' একই দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ'র আয়োজনে সন্ধা ৬টায় প্রায় ৩ ঘন্টাব্যাপী সমাবেশে বিভিন্ন মন্দির কমিটি, পূজা উদযাপন পরিষদ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় তারা অবিলম্বে দীপু দাস হত্যার সঙ্গে জড়িত সব অপরাধীকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। একই সঙ্গে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান জানান।

ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ'র সভাপতি ভজন দাসের সভাপতিত্বে এবংসাধারণ সম্পাদক রামদাশ ঘরামীর সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ড. দ্বীজেন ভট্টাচার্য ,লেখক-কলামিষ্ট শিতাংসু গুহ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান,উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান ও এমদাদ চৌধুরী,নবেন্দু বিকাশ দত্ত, সুশিল সিনহা, প্রিয়তোষ দে, সুতিপা রায়,রূপ কুমার ভৌমিক,বিষ্ঞু গোপ,ড. দীলিপ নাথ,গৌরাঙ্গ রায়,সদানন্দ রায়, সুমন নাথ,উত্তম সাহা,স্বীকৃতি বড়ুয়া,গোবিন্দ দত্ত,রঞ্চিত সাহা প্রমুখ।

এ সময় বক্তরা বলেন, 'দীপু দাস হত্যাকাণ্ড কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতার একটি ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশ। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলা, হত্যা, বাড়িঘর ও উপাসনালয় ভাঙচুর বেড়ে চলেছে, যা উদ্বেগজনক।'

বক্তারা দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যার ঘটনাকে 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' হিসেবে অভিহিত করে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, "গুজব ছড়িয়ে একজন নিরপরাধ মানুষকে পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করা হয়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।" অনতিবিলম্বে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশে এ ধরনের সহিংসতা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

উল্লেখ্য, গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ময়মনসিংহের ভালুকা জামিরদিয়া এলাকার পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানায় কর্মরত শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে (২৭) সহকর্মীরা ধর্মীয় কটূক্তির অভিযোগ এনে মারধর শুরু করে। - সন্ধান২৪.কম

তারেক রহমানকে চীন সফরের আমন্ত্রণ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গত ২২ জুন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) আমন্ত্রণে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল চীন সফর করে। প্রতিনিধি দলটি বেইজিং গ্রেট হলে সিপিসির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন।

চীনের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপমন্ত্রী সান ওয়েইডং, সিপিসির আন্তর্জাতিক বিভাগের মন্ত্রী লিউ জিয়ানচাও এবং ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান লি হংঝংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপি মহাসচিব। সে সময়ে তারেক রহমানকে চীন সফরের জন্য সিপিসির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

চীন সফরে যাওয়া বিএনপির প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তারেক রহমানের আমন্ত্রণে ভবিষ্যৎ কূটনীতি, অর্থনীতি ও ভূরাজনীতি হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, সফরটি শুধু কৌশলগতই নয়, পাশাপাশি বিএনপির সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ বাড়াতে গুরুত্ব দিচ্ছে চীন। কারণ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আগে চীন তার ভূরাজনৈতিক, কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থে আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক গাঢ় করেছিল। এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুতির পর বিএনপি ও জামায়াত ছাড়াও আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

নাম না প্রকাশের শর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল ২৪কে বলেন, চীন কোথাও নিজেকে জড়ালে বেশ ভালো করেই জড়ায়।

প্রথম নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সভাপতি রাজু সাহা বিপ্লব

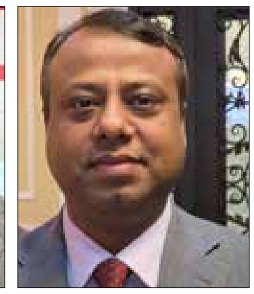

প্রথম নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী

দ্বিতীয় নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সভাপতি মাহবুবুর রহমান

দ্বিতীয় নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল

কার্যকরী কমিটি গঠন নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন

পরিচয় ডেস্ক: অবশেষে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ থাকার ঐতিহ্যের ধারক প্রবাসের অন্যতম বড় আঞ্চলিক ও সামাজিক সংগঠন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক। ইতোমধ্যে ঘোষিত হয়েছে পাল্টাপাল্টি দুইজন সভাপতি ও সাথধারণ সম্পাদকের নাম। এর মধ্যে ০৩ নভেম্বর গঠিত প্রথম নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সভাপতি হয়েছেন রাজু সাহা বিপ্লব ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী এবং ২২ ডিসেম্বর গঠিত দ্বিতীয় নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সভাপতি হয়েছেন মাহবুবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল।

গত ০৩ নভেম্বর বিদায়ী কার্যকরী কমিটির সভায় গঠিত নির্বাচন কমিশন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রথমে ঘোষণা করেন বিদায়ী কমিটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজু সাহা বিপ্লব ও হাসান মাহমুদ সোহেলের নাম। দিনকয়েক পরে হাসান মাহমুদ সোহেল সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিলে সোহেল গাজীকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। বিদায়ী কার্যকরী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম মনিরসহ আরো কয়েকজন সভাপতি পদে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজু সাহা বিপ্লব এর মনোনয়নের বিরোধীতা করে সামাজিক মাধ্যমে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার পর সংগঠনে ভাঙ্গনের সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হারুন ভুঁইয়ার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন সমঝোতার প্রয়াসে চেষ্টা চালালেও কোন সমঝোতা হয়নি।

এবিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হারুন ভুইয়া প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক অবকাঠামো হিসেবে প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর কার্যকরীকমিটি গঠিত হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গত ৩ নভেম্বর ২০২৫ চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের কার্যকরী কমিটির এক জরুরি সভায় অধিকাংশ সদস্যদের ভোটের মাধ্যম হারুন ভূইয়াকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং মামুন মিয়াজি ও মোবারক হোসেনকে নিয়ে মোট তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করাহয়।

নির্বাচন কমিশনতার সাংবিধানিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গত ১৭ই নভেম্বর ২০২৫ নমিনেশন ফরম সংগ্রহের দিন ধার্য করে। ঐদিন সভাপতি সপদে সাতজন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে চারজন নমিনেশন ফরমক্রয় করে এবং পরের দিন জমা দেয়।

গত ২৪ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন সকল প্রার্থীদের সাথে জরুরী সভা করে এবং সকল প্রার্থীরা একমত পোষণ করে যে, নির্বাচন কমিশন যাকে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করবে সবাই তা একবাক্যে মেনে নিবে। নির্বাচন কমিশন এবং বর্তমান সভাপতিসহ আলাদা মিটিং করে বিপ্লব সাহাকে সভাপতি এবং হাসান মাহমুদ সোহেলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে। প্রার্থীগনের সম্মুখে এই কমিটি উপস্থাপনের পর নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে অধিকাংশ প্রার্থী আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে।

কিন্তু পরক্ষণেই নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একজন ভাপতি পদপ্রার্থী তির্যক ভাষায় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার শুরু করে।

নির্বাচন কমিশন গত ৪ ডিসেম্বর সকল কার্যকরী সদস্যদের সমন্বয়ে একটি জরুরি সভা করে এবং তাদের মনোনীত সভাপতি বিপ্লব সাহা এবং সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেলের নাম সকলের সামনে ঘোষণা করে। কিন্তু এখানেও সেই সভাপতি পদপ্রার্থী প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে এবংপ্রধান নির্বাচন কমিশনের দিকে পানির বোতল ছুড়ে মারে। যা রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের গত দুই যুগের সুনাম কে কলঙ্কিত করে। একই দিনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রথমে মনোনীত সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সোহেল তার নমিনেশন ফরম উইথড্রো করেন এবং পরবর্তীতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা সবাইকে জানিয়ে দেন।

তবে আরেক সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সোহেল গাজী যেহেতু তার নমিনেশন ফর্ম উইড্র করেননি, রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে নির্বাচন কমিশন সোহেল গাজী-কে রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন এর পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশন রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে বিপ্লব সাহাকে সভাপতি এবং সোহেল গাজীকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে আগামী ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যেনর্ণাঙ্গ কমিটির ঘটনা নির্দেশ দেন।

এরপর গত ২২ ডিসেম্বর সোমবার বিদায়ী সভাপতি মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাসুমের সভাপতিত্বে ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম মনিরের সঞ্চালনায় সংগঠনের এক জরুরী সভায় কিছু বক্তা অভিযোগ তুলে বলেন, বিগত দিনে যেভাবে কমিটি গঠন করা হতো সেইভাবে কমিটি না করে সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজের ইচ্ছামত একজনকে ডেকে এনে সভাপতি ঘোষণা করেছেন। এতে কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সংগঠনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মনে করেন।

তুমুল বাকবিতন্ডার কারণে কিছু সদস্যের সভাস্থল ত্যাগ করার পর কার্যকরী পরিষদ হারুন ভুঁইয়ার নেতৃত্বে গত ৩রা নভেম্বর গঠিত ৩ সদস্যের নির্বাচন কমিশন বাতিল ঘোষণা করে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পান আক্তার হামিদ, নির্বাচন কমিশন সদস্য -রেজাউর রহমান রাজু এবং মকসুদুর রহমান সেলিম।

এ সময় নির্বাচন কমিশনারগণ উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের প্রস্তাব করলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সভাপতি পদে মাহবুবুর রহমান প্রার্থী হন। এই পদে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তাঁকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করার প্রার্থীতা আহবান করা হলেএকমাত্র প্রার্থী হন হাসান মাহমুদ সোহেল। অন্য কোন প্রার্থী না থাকায় তাঁকেও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার হারুন ভুঁইয়া প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২৬-২৭ সালের কার্যকরী কমিটির সভাপতি পদে সংগঠনের বিদায়ী কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি রাজু সাহা বিপ্লব এবং সাধারণ সম্পাদক পদে হাসান মাহমুদ সোহেলকে নির্বাচিত করে পুর্বঘোষিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে পরিবর্তন করা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক পদে হাসান মাহমুদ সোহেল তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেয়ায় তাঁর পরিবর্তে কার্যকরী কমিটির সদস্য সোহেল গাজীকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে।

৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন প্ররিত উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হারুন ভুঁইয়া ছাড়াও স্বাক্ষর করেন কমিশেনর অপর সদস্য ও সংগঠনের সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজী।

আগামী দিনকয়েকের মধ্যে সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের নবনির্বাচিত সভাপতি রাজু সাহা বিপ্লব ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করবেন।

মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে নিউইয়র্কে 'ফোবানা'র ৪০তম কনভেনশনের কিকঅফ অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: চেতনায ৭১ হৃদয়ে বাংলাদেশ এই স্লোগান কে বুকে ধারণ করে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে আগামী সেপ্টেম্বর ৪,৫,৬ তারিখে নিউইর্য□ক এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৪০ তম ফোবানা সম্মেলন।মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অস্তিত্ব। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছি আমরা। কিন্তু আজ পরিকল্পিতভাবে সেই অস্তিত্বের মূলে আঘাত করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এখনই প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময়ড়এমন আহ্বান জানানো হয়েছে ফোবানার ৪০তম কনভেনশনের কিকঅফ-২০২৬ অনুষ্ঠানে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এই কিকঅফ অনুষ্ঠানে বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ফোবানার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. নুরুন নবী। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফোবানার আয়োজক সংগঠন এনআরবি অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য ফোবানার ৪০তম ফোবানা কনভেনশনের আহ্বায়ক নুরুল আমিন বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কিকঅফ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী এবং কানাডা থেকে আগত ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি দেওয়ান মনিরুজ্জামান।সেন্ট্রাল কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি সুব্রত তালুকদার।অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফোবানা কনভেনশন-২০২৬ এর সিনিয়র কো কনভেনর এমদাদ এইচ ভূঁইয়া,প্রধান সমন্বয়কারী আবুল হামিদসহ কো-কনভেনরবৃন্দ বিভিন্ন কমিটির কনভেনর ও কো-কনভেনরবৃন্দ , কো-অর্ডিনেটর বৃন্দ, বিভিন্ন সাব কমিটির চেয়ারম্যান ও কো চেয়ারম্যান বৃন্দ, বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক সংগঠকদের মধ্যে মিথুন আহম্মেদ, ফকির ইলিয়াস,, ড. দিলিপ নাথ, আজহারুল ইসলাম চৌধুরী, গোপাল স্যানাল, পিনাকি তালুকদার,রেজাউল করিম, মো. আজাদ, স্বীকৃতি বড়ুয়া, এ এইচ এম আলী কবীর চাঁদ প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. নুরুন নবী বলেন, "আমি ফোবানা থেকে অবসর নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম এবারের ফোবানা বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করা হয়েছে, তখন ঘরে বসে থাকতে পারিনি। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে রেজিম পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কখনো বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করা হয়নি, বত্রিশ নম্বরে কেউ হাত দেয়নি। এখন স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার অপচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টা আমাদের রুখে দিতে হবে।" ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী বলেন, "৫২, ৭১, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে বিশ্বাসী সংগঠন সমুহ শুধু ফোবানার মেম্বার হতে পারবেন ।"

ফোবানার এবারের কনভেনশনের আহ্বায়ক নুরুল আমিন বাবু কনভেনশনকে সফল করতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা,ফোবানার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড.নূরুন নবীর বুলেটস অফ ৭১ বইয়ের অবলম্বনে নাদিম ইকবাল পরিচালিত আজীবন মুক্তিযোদ্ধা মুভিটি প্রদর্শিত হয়।অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর নৈশভোজ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব, রেশমি মীর্জা, শিমুল খান, নাজু আকন্দ রোজী আজাদ সহ আরও অনেকে সংগীত পরিবেশন করেন। উপস্থাপনায় ছিলেন শারমিন সিরাজ সোনিয়া ।

অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এ মেরী জোবাইদার পক্ষে শতাধিক কমিউনিটি নেতার সমর্থন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এর এসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদাকে সমর্থন জানিয়ে তাকে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটির শতাধিক নেতৃবৃন্দ। এক লিখিত বিবৃতিতে তারা এই সমর্থনের কথা জানান।

বিবৃতিতে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বলেন- নিউইয়র্ক সিটির এই গুরুত্বপূর্ণ আসনে যে নেতৃত্ব প্রয়োজন, মেরী জোবাইদা তার মূর্ত প্রতীক। মেরীর নেতৃত্ব যা সততা, সেবা, কর্মজীবী পরিবার, ক্ষুদ্র ব্যবসা, অভিবাসী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও তরুণদের নতুন দিনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে গভীর সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মবিশ্বাসী এই নারী নেতৃত্ব দেবার আগে কমিউনিটির সাথে মতবিনিময় এবং নীতির সাথে আপোস না করেই ঐকমত্য গড়ে তুলেছেন। এর বাইরে রাজনীতির উপর কমিউনিটিকে সর্বদা প্রাধান্য দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি।

বিবৃতিতে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ আরো বলেন- মেরী জোবাইদা কাজের মধ্য দিয়ে সমতা, জননিরাপত্তা, মানসম্মত শিক্ষা, সাশ্রয়ী আবাসন ও অর্থনৈতিক সুবিধার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করেন। ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ কাংখিত এমন একজন প্রতিনিধি প্রত্যাশা করে যে এই এলাকার বর্ন বৈচিত্রের এক সাক্ষাত প্রতিবিম্ব। এই ডিস্ট্রিক্টের আবহমান ঐতিহ্যকে লালন করেই তিনি আলবেনীতে এর ভবিষ্যতের জন্য অব্যাহত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। মেরী জোবাইদা এস্টোরিয়া, লং আইল্যান্ড সিটির জন্য কার্যকর ও বলিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং সকল নিউইয়র্কবাসীর জন্য একজন নীতিবান প্রবক্তা হওয়ার প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়: আমরা আস্থা রাখি যে মেরী জোবাইদা সম্মান ও কর্মক্ষমতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। এজন্য নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীতে তার প্রার্থিতার সমর্থনে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছি।

এস্টোরিয়া, লং আইল্যান্ড সিটি সহ নিউ ইয়র্কের সকল বাসিন্দার প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, নিউ ইয়র্ক সিটির এই আসনে মেয়র নির্বাচিত জোহরান মামদানীর যোগ্য উত্তরসুরী হিসেবে আমরা একজন সাউথ এশিয়ানকে তার স্থলাভিসিক্ত দেখতে চাই। এজন্য দলমত, ধর্মবর্ন লিঙ্গ নির্বিশেষে মেরী জোবাইদাকে এই আসনে বিজয়ী করার জন্য বাংলাদেশী-আমেরিকান সহ এস্টোরিয়া, লং আইল্যান্ড সিটির সকল নাগরিকের প্রতি আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন:

১. আবদুল আজিজ ভূঁইয়া, ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান, হিসলাইড ইসলামিক সেন্টার, নিউইয়র্ক
২. আফতাব মান্নান, সাবেক সেক্রেটারি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)
৩. ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন, সাবেক সভাপতি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)
৪. ডা. ওয়াহেদুর রহমান, ডেন্টিস্ট ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট
৫. মোরশেদ আলম, প্রতিষ্ঠাতা, নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব। নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটের প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী
৬ .আরমান চৌধুরী, সভাপতি, মুনা ইপিজে
৭ .এটর্নী মইন চৌধুরী, ডিস্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ কুইন্স কাউন্টি
৮. জয়নাল আবেদীন, সভাপতি, বাংলাদেশী আমেরিকান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ (বাগ)
৯.শাহ নেওয়াজ, সভাপতি ও সিইও, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক
১০.আতাউর রহমান সেলিম, সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক
১১.মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক
১২.ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সেক্রেটারি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)
১৩.নার্গিস আহমেদ, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক
১৪.ফখরুল আলম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক। সিইও, এটিএন বাংলা টিভি, ইউএসএ
১৫.আবদুর রহিম হাওলাদার, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক। উপদেষ্টা, এলমহার্স্ট হাসপাতাল সেন্টার
১৬.রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক
১৮.শাহাব উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, আল-আমিন জামে মসজিদ, এস্টোরিয়া
১৯.আজিমু রহমান বুরহান, সাবেক সভাপতি, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ
২০. আমিন মেহেদী, সেক্রেটারী, বাংলাদেশি-আমেরিকান সোসাইটি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার
২১.জুহাইব চৌধুরী, সভাপতি, ডেমোক্রেটিক ক্লাব অব এলব্যারিও, ইস্ট হার্লেম
২৩.বদরুন নাহার খান মিতা, সাবেক সভাপতি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা
২৪. আবদুল হাশিম হাসনু, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন
২৫. আহবাব হোসেন চৌধুরী, সাবেক সভাপতি, আমেরিকান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
২৬. আবদুস শহীদ, সভাপতি, আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএ ইনক। সদস্য, কমিউনিটি বোর্ড ১১
২৭. জাহিদ মিন্টু, সভাপতি, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ
২৮. নজমুল হাসান মানিক, সাবেক সভাপতি, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ
২৯. মফিজুর রহমান, সাবেক সভাপতি, নোয়াখালী সোসাইটি। ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক
৩০. ইমাম শামসী আলী, খতিব, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)
৩১. মি. আগো, সভাপতি, বসনিয়া মসজিদ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক
৩২. ইমাম কামাল, খতিব, বসনিয়া ইসলামিক সেন্টার এস্টোরিয়া
৩৩. সোহেল আহমেদ, সভাপতি, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৩৪. মো. জাবেদ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৩৫. সৈয়দ আল আমিন রাসেল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
৩৬. শফি উদ্দিন কামাল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট
৩৭. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেইন, সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সোসাইটি
৩৮. আলহাজ সুলেমান ভূঁইয়া, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
৩৯. সালেহ উদ্দিন সাল, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
৪০. আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, প্রেসিডেন্ট, স্টারলিং বাংলাবাজার ও ডাইনামিক ট্যাক্স
৪১. দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এস্টোরিয়া
৪২. এম. এ. কাইয়ুম, সাবেক সদস্য, এশিয়ান আমেরিকান অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল, কুইন্স ডিএ
৪৩. শাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী, সাবেক সভাপতি, কুলাউড়া-বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইউএসএ
৪৪. জামাল উদ্দিন লিটন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এস্টোরিয়া
৪৫. মোহাম্মদ আকামল হোসেন খান, সভাপতি, শাহ জালাল ইসলামিক সেন্টার, এস্টোরিয়া
৪৬. শামসের আলী, সভাপতি, অ্যাপল ইনস্যুরেন্স ইনক, এস্টোরিয়া
৪৭. মাসুদুল হক সানু, সাবেক সভাপতি, বিয়ানীবাজার সমিতি, ইউএসএ
৪৮. আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এস্টোরিয়া
৪৯. সাঈদ ফয়সাল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট
৫০. আবদুর রহমান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
৫১. সবিতা দাস, সাংস্কৃতিক সংগঠক, শিল্পী, এস্টোরিয়া
৫২. রশিদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, এস্টোরিয়া
৫৩. এস. এম. এ. রহমান সালিম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, এস্টোরিয়া
৫৪. বিলাল চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও ব্যবসায়ী
৫৫. এ. বি. এম. উসমান গনি, প্রধান উপদেষ্টা, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
৫৬. জে. মোল্লা সানি, চিফ কো-অর্ডিনেটর, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
৫৭. শেখ সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
৫৮. সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সভাপতি, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইউএসএ
৫৯. মইনুজ্জামান চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের ৫ কংগ্রেস সদস্যের

পরিচয় ডেস্ক: আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ আইনপ্রণেতা। চিঠিতে তাঁরা কার্যক্রম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা এটাও উল্লেখ করেছেন যে আওয়ামী আমলে ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠ হয়নি এবং গত বছরের জুলাইয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই ১ হাজার ৪০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তবে এই অপরাধগুলো ব্যক্তিগত গণ্য করে গণতন্ত্রের স্বার্থে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের ওয়েবসাইটে এই চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে।

এই পাঁচ মার্কিন আইনপ্রণেতা হলেন গ্রেগরি ডব্লিউ মিকস, বিল হুইজেঙ্গা, সিডনি কামলাগার-ডোভ, জুলি জনসন এবং থমাস আর সুওজি। তাঁরা চিঠিতে লিখেছেন, 'অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত রাজনৈতিক অঙ্গনের সব দলের সঙ্গে মিলে কাজ করা। এর মাধ্যমেই বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠস্বর ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব।'

তাঁরা আরও বলেন, 'সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সততা ও নিরপেক্ষতার ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনার সংস্কারগুলোও জরুরি। আমরা শঙ্কিত যে সরকার যদি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম স্থগিত করে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আবারও চালু করে, তবে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।'

২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠ হয়নি বলে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে, তা উল্লেখ করে ওই আইনপ্রণেতারা বলেন, যদি কোনো একটি দলকে নিষিদ্ধ করা হয়, তবে আগামী নির্বাচনও অবাধ হবে না। চিঠিতে বলা হয়, 'পররাষ্ট্র দপ্তর এবং অনেক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক লক্ষ করেছেন, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠ ছিল না। এ ছাড়া জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের কার্যালয়ের ফেব্রুয়ারি মাসের একটি তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে বিক্ষোভ চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনী প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষকে হত্যা করেছে।'

আইনপ্রণেতারা মনে করেন, এই হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য ঘটনার প্রকৃত জবাবদিহি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদলে হওয়া উচিত, প্রতিশোধের চক্র অব্যাহত রেখে নয়। তাঁরা লিখেছেন, 'সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং সামষ্টিক অপরাধের বদলে ব্যক্তিগত অপরাধের দায়বদ্ধতা হলো মৌলিক মানবাধিকার। আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর মনোযোগ না দিয়ে, কোনো একটি রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড পুরোপুরি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত এই নীতিগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।' চিঠির শেষাংশে বলা হয়েছে, 'আমরা আশা করি, আপনার সরকার অথবা পরবর্তী কোনো নির্বাচিত সরকার এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে। দিন শেষে বাংলাদেশের মানুষ একটি অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন নিজেদের পছন্দমতো সরকার গঠনের অধিকার রাখে, যেখানে সব রাজনৈতিক দল অংশ নিতে পারবে এবং মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত হবে।'

আইনপ্রণেতারা আরও যোগ করেন, 'বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। সামনের মাসগুলোতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণকে সমর্থন করতে আমরা আপনার ও আপনার সরকারের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত আছি।'

মামদানির ছেড়ে দেওয়া অ্যাস্টোরিয়ার

৫৪ পৃষ্ঠার পর

না কেন, তাকে সমাজতান্ত্রিক এই 'নেপো বেবি'র দেওয়া ভাড়ার চেয়ে মাসে অতিরিক্ত ৮০০ ডলার বা ৩৫% বেশি অর্থ গুনতে হবে।

জানা গেছে, অ্যাস্টোরিয়ার এই অ্যাপার্টমেন্টটিগ্র্য়া গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নীরবে সম্ভাব্য ভাড়াটিয়াদের আগ্রহ আকর্ষণ করেছেএখনও ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত থাকা সত্ত্বেও এর মাসিক ভাড়া ২,৩০০ ডলার থেকে ৩,১০০ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে যা মামদানীর দেওয়া ভাড়ার তুলনায় প্রায় ৩৫% বেশী । সংবাদসূত্র দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট

নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে ৬ তলার ছাদ থেকে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সন্ধ্যায় পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরদিন নিউ জার্সীর একটি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে কাশিস হায়াতের মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সময় এখন সবাইকে নিয়ে স্বপ্ন বাস্তবায়নের -‘ভালো’র গালা নাইটে মেয়র-নির্বাচিত জোহরান মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি বলেছেন, সময় এখন সিটির সবাইকে নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষের দেখে আসা স্বপ্ন বাস্তবায়নের। ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে মানুষের মনে দীর্ঘমেয়াদি জায়গা করে নিতে চাই।গত ২০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটিতে ফাইভ স্টার ব্যাঙ্কুয়েট হলে স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন ‘ভালো’ আয়োজিত গালা নাইটে এ কথা বলেছেন মামদানি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে

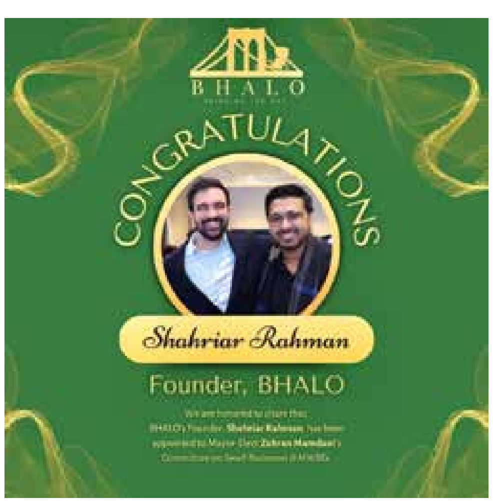

সিটির যেসব বিষয় তুলে ধরেছেন তাও অনুষ্ঠানে জানান মামদানি।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, অ্যারাবিয়ানসহ বিভিন্ন কমিউনিটির প্রতিনিধিরা এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। নবনির্বাচিত মেয়রকে স্বাগত জানান উপস্থিত সবাই।

‘ভালো’ এখন অন্যান্য সংগঠনের জন্য অনুসরণীয় হয়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মেয়র হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সিটিবাসীর জন্য প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্বপ্নের শহর গড়ার কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি।

মামদানি বলেন, ‘ভালো’ মানুষের জন্য কাজ করছে। এ ধরনের কাজ সিটিতে আরো হওয়া উচিত। ভালো এখন অন্যান্য সংগঠনের জন্য অনুসরণীয় হয়ে গেছে। তারা অনেকদিন ধরে সিটির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, কিছু দিন আগে ট্রাম্পের সাথে দেখা করে হিলসাইড অ্যাভিনিউয়ের কথা বলেছি। এখানকার মানুষের কথা তুলে শপথ নেবো। সময় এখন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের। এর মধ্যে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী কাজের স্বাক্ষর রাখতে চাই। সিটিকে আমরা বাসযোগ্য করতে চাই। সিটিতে অনেকদিন যাবত মানুষ যে স্বপ্ন দেখছে তেমনই গড়তে চাই।

অনুষ্ঠানে খাবারের পাশাপাশি বাংলাদেশি শিল্পীদের জনপ্রিয় গান উপভোগ করেন উপস্থিত সবাই। অনুষ্ঠানটি সফল করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ‘ভালো’র প্রতিষ্ঠাতা শাহরিয়ার রহমান, কর্মকর্তা শাহরিয়ার নবী, আসিফ খানসহ অন্যান্য সদস্যরা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিটি কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ গিয়াস আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সেক্রেটারী এনায়েত মুনশী, প্রমূখ।

কোরআন ছুঁয়ে শপথ নিলেন নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সোমা সাঈদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় নতুন এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী-আমেরিকান মুসলিম নারী সোমা এস সাঈদ পবিত্র কোরআনে হাত রেখে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গত ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স সিভিল কোর্ট হাউসে আয়োজিত এক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে তিনি শপথ নেন। অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ বিচারপতি, সরকারি কর্মকর্তা, কূটনৈতিক প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

শপথ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত রীতির পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এসময় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী নাজিয়া জাহান। উদ্বোধন করেন ইমাম শামসি আলী। শপথ বাক্য পাঠ করান আপিল কোর্টের প্রধান বিচারক রোয়ান উইলসন। এসময় কোরআন ধরে রাখেন মিজানু চৌধুরী। রোবিং সেরিমনিতে অংশ নেন মিজানুর চৌধুরী, আয়ান চৌধুরী, আলিশা চৌধুরী, ডা. নাসরিন সৈয়দ, জাহিন সৈয়দ, আরিয়ান চৌধুরী ও অনিকা চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যালি ই. উঙ্গা। অনুষ্ঠানে বিচারপতি সোমা এস সাঈদ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউএস কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিকস, নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার মার্ক লেভিন, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস জুনিয়র, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর টবি অ্যান স্ট্যাভিস্কি ও জন সি ল্যু, স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড আই ওয়েপ্রীন, সাউথ এশিয়ান ইন্দো-

ক্যারিবিয়ান বান অ্যাসোসিয়েশন, কুইন্সের উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য এটর্নী আলী নাজমী, জাস্টিস ইনিশিয়েটিভের এডউইনা জি রিচার্ডসন ও সিসিআই’র টেকনোলজি এডভাইজার মিজানুর চৌধুরী। সমাপনী বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে গ্লোবাল পিস অ্যামবেসেডর ড. ইমান্যুয়েল অ্যাসে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি রোন্ডা বিন্ডা ও আয়েশা দেওয়ান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।

এদিকে ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান জানিয়ে পবিত্র কোরআনে হাত রেখে শপথ গ্রহণের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় বৈচিত্র ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিচারব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। সোমা সাঈদের এই সাফল্যে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে ব্যাপক আনন্দ ও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে। অনেক স্থানে মিষ্টি বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে এ অর্জন উদযাপন করা হয়।

জানা যায়, গত ৪ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণের ভোটে সোমা সাঈদ বিচারপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রে স্টেট ও স্থানীয় পর্যায়ের বিচারক ও বিচারপতিরা সাধারণত দলীয় ও সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এর আগে ২০২১ সালে সোমা সাঈদ কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট জাজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইনাঙ্গনে তার পেশাগত দক্ষতা ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততার কারণে তিনি বাঙালী কমিউনিটিতে একজন পরিচিত মুখ হিসেবে পরিচিত।

নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিক্রিয়ায় সোমা সাঈদ বলেন, এ অর্জন কেবল তার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু ও অভিবাসী কমিউনিটির জন্যও অনুপ্রেরণার একটি বার্তা।

বিচারপতি সোমা সাঈদ নিউইয়র্ক সিটি ইক্যুয়াল রাইটস এনফোর্সমেন্ট কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রাইট অব জাস্টিস কাউন্সিলের বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এশিয়ান আমেরিকান জাজ এসোসিয়েশনের সদস্য এবং কুইন্স কাউন্টি উইমেনস বার এসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

নিজের মেধা এবং কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে বিচারপতি সোমা একই সঙ্গে বাংলাদেশকেও অনন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আফতাবউদ্দিন সাঈদ এবং টাঙ্গাইলের গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আমিনা বেগম সাঈদের কন্যা সোমা ১২ বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় বাস করছেন। নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলে লেখাপড়ার পর সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি করেন সোমা সাঈদ।

এরপর ইউনিয়ন ইউনিভার্সিটির আলবেনি ল’ স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে জেডি করেছেন। টানা দেড় যুগের অধিক সময় অ্যাটর্নি হিসেবে পেশাগত জীবনযাপনের পাশাপাশি কমিউনিটির নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে সোমা নিজেকে বিশেষ এক অবস্থানে উন্নীত করতে সক্ষম হন। সেই সিঁড়ি বেয়েই ২০২১ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়নে কুইন্স কাউন্টিতে নিউইয়র্ক সিটি সিভিল কোর্টের বিচারক হিসেবে বিজয়ী হয়েছিলেন। এর পরের বছর তাঁকে ম্যানহাটনে অবস্থিত নিউইয়র্ক কাউন্টি ক্রিমিনাল কোর্টে বিচারপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তিনি তা বিচক্ষণতার সঙ্গে ২০২৩ সাল নাগাদ পালন করেছেন। ২০২৪ সালের জানুয়ারী থেকে পুনরায় কুইন্স কাউন্টি সিভিল কোর্টে বিচারপতি হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। সর্বশেষ গত ৪ নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়নে নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে বিজয়ী হন খবর ইউএনএ’র।

শীতকালীন ঝড় ‘ডেভিন’-এর তাণ্ডবে যুক্তরাষ্ট্রে দেড় হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে শীতকালীন ঝড় ‘ডেভিন’-এর তাণ্ডব চলছে, যার প্রভাবে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল এবং বিলম্বিত হয়েছে। ছুটির মৌসুমে এই পরিস্থিতি যাত্রীদের জন্য চরম ভোগান্তি সৃষ্টি করেছে। দেশটির বিমান চলাচল পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ার এ তথ্য জানিয়েছে।

শুক্রবার ২৬ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পুর্বাঞ্চলীয় সময় বিকেল ৪টার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছেড়ে যাওয়া মোট ১ হাজার ৫৮১টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। একই সময়ে ৬ হাজার ৮৮৩টি ফ্লাইটও বিলম্বিত হয়েছে।

ফ্লাইটঅ্যাওয়ার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ফ্লাইট ট্র্যাকিং ডেটা কোম্পানি হিসেবে পরিচিত। তারা জানাচ্ছে, শীতকালীন ঝড়ের কারণে বিমান চলাচলে বিশাল প্রভাব পড়েছে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার কারণে অনেক ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্ব করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ সতর্ক করে জানিয়েছে, ঝড় ‘ডেভিন’ মধ্য-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ভারী তুষারপাতের সৃষ্টি করবে। এর ফলে যাত্রীদের ভ্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে নিউইয়র্কে বড়দিন উদ্যাপিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বে ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যে ও যথাযোগ্য মর্যাদায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ‘বড়দিন’ উদযাপিত হয়েছে। বড়দিন উপলক্ষ্যে সকল চার্চে বিশেষ খ্রিস্টযাগসহ নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিনটি পালিত হয়। বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠিও যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি স্টেটে বাংলা কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে বড়দিন উদযাপন করেন। প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রিস্টান এসসিয়েশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে,বাড়ি বাড়ি কৃত্তন,সার্বজনীন ‘প্রাক-বড়দিন’ উৎসবসহ নানা আয়োজন করে দিনটিকে ঘিরে। নানা আয়োজনে মধ্য দিয়ে প্রভু যীশুর জন্মদিন ‘শুভ বড়দিন’ উদযাপন করা হয়।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ মনে করেন, মানব জাতিকে পাপময় জীবন থেকে পরিত্রাণের জন্য পিতা ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্টকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। নিজের জীবন আদর্শ, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, সেবা, ক্ষমা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে পাপময় জীবন পরিহার করে ঐশরাজ্য লাভে সৎ-সুন্দর জীবনের পথ দেখিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজ জীবন উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে মানব জাতীকে আদি পাপ থেকে পরিত্রাণ দিয়ে গেছেন। ক্রিসমাস কিভাবে বাংলায় ‘বড়দিন’ হলো এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, মর্যাদার দিক থেকে এটি একটি বড়দিন। তিনি বলেন, যিশু যেহেতু বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য ধর্ম ও দর্শন দিয়ে গেছেন, বিশ্বব্যাপী বিশাল অংশের মানুষ তার দেয়া ধর্ম ও দর্শনের অনুসারী। যিনি এতো বড় ধর্ম ও দর্শন দিলেন ২৫ ডিসেম্বর তার জন্মদিন। সে কারণেই ক্রিসমাসকে বাংলা ভাষাভাষী খ্রিস্টভক্তগণ ‘বড়দিন’ হিসেবে বিবেচনা করেন।

বড়দিন উপলক্ষে বাংলায় সব চেয়ে বড় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয় নিউইয়র্কের সানি সাইডের স্কিলম্যান এভিনিউস্থ কুইন অব এঞ্জেল চার্চে। গত ২৪ ডিসেম্বর রাত ৮:০০ মি: বড়দিনের বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। যেখানে প্রায় ৬ শত বাংলাদেশি খ্রিস্টভক্ত ‘বড়দিনের’ উপসনায় উপস্থিত হয়েছিলেন। বড়দিন উপলক্ষে উডসাইডস্থ ইউনাইটেড বেঙ্গলি লুথারেন চার্চে উপাসনা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চার্চের স্বনামধন্য পাদ্রী রেভা. মি. জেমস রয় কমিউনিটির আন্তধর্মীয় ইমাম, পন্ডিতসহ বিশিষ্টজনদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান।

এছাড়াও বাংলা ভাষাভাষী ইভ্যানজেলিক্যাল বেঙ্গলী চার্চ, ক্রাইস্ট বাংলা চার্চ, বাংলা বাইবেল চার্চসহ বিভিন্ন চার্চে একত্রিত হয়ে বড়দিনের উপাসনাসসহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বড়দিন উদযাপন করেন।

বদরুল হোসেন খান নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির আগামী নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রার্থী হচ্ছেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান। সবাই চাইলে তিনি প্রার্থী হবেন বলে শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বার্তা সংস্থা ইউএনও প্রতিনিধি-কে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ছাড়াও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে তিনি তিনবার দায়িত্ব পালন করছি। কমিউনিটির সবাই চাইলে আগামীতে বাংলাদেশ সোসাইটিতে সভাপতি পদে নির্বাচন করতে চাই। এব্যাপারে ইতিমধ্যেই বৃহত্তর সিলেটেবাসী তথা জালালাবাদবাসীদের পক্ষ থেকে উৎসাহ ও সমর্থনও পাচ্ছেন বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার সন্তান বদরুল হোসেন খান দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কে সপরিবারে বসবাস করছেন

কমিউনিটি লিডার হিসেবে সিলেট জেলা প্রশাসনের ‘প্রবাসী সম্মাননা২০২৫’ পেলেন নিউ ইয়র্কের ফকু চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়ন ও সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় নিউইয়র্ক প্রবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক ফকু চৌধুরী ‘প্রবাসী সম্মাননা২০২৫’ লাভ করেছেন। তিনি সিলেট নগরীর জিন্দাবাজার এলাকার তাঁতি পাড়ার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃত্ব প্রদান, অধিকার আদায় এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এটি তাঁর ব্যক্তিগত বা পেশাগত সাফল্যের স্বীকৃতি নয়, বরং প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির কল্যাণে নিবেদিত অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। গত শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর সিলেটের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে সিলেট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত প্রবাসী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল নাসির ফকু চৌধুরীর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ফকু চৌধুরী প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির সংগঠন গড়ে তোলা, সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং জনস্বার্থে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর দীর্ঘদিনের নেতৃত্বমূলক ও সংগঠনভিত্তিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সিলেট জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে মোট ১০৩ জন প্রবাসী সিলেটীকে ‘প্রবাসী সম্মাননা২০২৫’ প্রদান করা হয়। সকাল ১১টায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী, জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরীসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গাজা স্থিতিশীলতা বাহিনীতে যোগ

৪৬ পৃষ্ঠার পর

পারমাণবিক শক্তিধর দেশ এবং অভিজ্ঞ সামরিক বাহিনীর অধিকারী হওয়ায় গাজা শান্তি মিশনে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ ওয়াশিংটনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে দেশের অভ্যন্তরে ধর্মীয় দলগুলোর প্রতিবাদ এবং হামাসের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি এড়াতে পাকিস্তান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই পথে এগোচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে ইশাক দার দাবি করেন, একসময় পাকিস্তান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন’ বলে বিবেচিত হলেও বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় দেশটি পুনরায় বিশ্বমঞ্চে শক্তিশালী অবস্থানে ফিরে এসেছে। তিনি জানান, প্রধান বৈশ্বিক ইস্যুগুলোতে পাকিস্তানের নীতিগত ও দৃঢ় অবস্থানের কারণে আন্তর্জাতিক মহলে ইসলামাবাদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে

GOLDEN AGE
HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1661, Saturday, December 27, 2025

যুক্তরাষ্ট্রে সকল প্রবেশ পথ-বিমানবন্দর, স্থল ও নৌপথে প্রস্থান ও প্রবেশে বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চালু

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (উঐঝ) যুক্তরাষ্ট্রে সকল প্রবেশ পথ-বিমানবন্দর, স্থল ও নৌপথে প্রস্থান ও প্রবেশে বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ প্রক্রিয়া কার্যকর করেছে গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে। এর মধ্যে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছাড়া বাকী সকলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং প্রবেশের সময় অতিরিক্ত বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ এবং গ্রিন কার্ডধারীদের উপর কঠোর নজরদারি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এই ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করেছে যার ফলে যা ফেডারেল কর্তৃপক্ষ স্থায়ী বাসিন্দা সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ-নাগরিকদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণের উপর নজরদারি করার অনুমতি পেয়েছে। ১৯টি দেশের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসকে (টঝঈওঝ) উক্ত দেশসমুহের নাগরিকদের ইতিমধ্যেই বরাদ্দকৃত গ্রিন কার্ডগুলো পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নতুন গ্রিন কার্ডের নিয়ম এবং ব্যবস্থাগুলো কী কী?

বায়োমেট্রিক প্রবেশ-প্রস্থান ব্যবস্থা

ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন তার বায়োমেট্রিক স্ক্রিনিং নিয়মগুলোকে সমস্ত বিদেশী নাগরিক, এমনকি বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত করেছে। এই নীতিটি বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

প্রকৃতিতে মাত্র ১৫-২০ মিনিট হাঁটলেই বাড়ে মনোযোগ ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা

পরিচয় ডেস্ক: উপভোগ না করা সত্ত্বেও প্রকৃতির মাঝে মাত্র ১৫ থেকে ২০ মিনিট হাঁটলেই আমাদের মনোযোগ ক্ষমতা ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক বারম্যান ও তার দলের গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৫০ মিনিটের মতো প্রকৃতির মাঝে হাঁটলে মনোযোগ ও মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। তবে মাত্র ১৫ থেকে ২০ মিনিট প্রকৃতির সংস্পর্শে থ াকলেও উল্লেখযোগ্য উপকার পাওয়া যায়। তিনি জানান, তার গবেষণা এবং অন্যদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের মানসিকতায় সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই শহরগুলো সাজানোর সময় যদি আরও বেশি প্রাকৃতিক উপাদান যুক্ত করা যায়, তাহলে বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে ৬ তলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কিশোরীর মৃত্যু

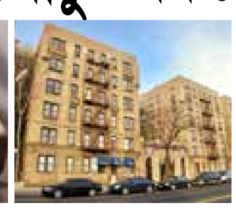

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে ৬ তলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ১৩ বছর বয়স্ক কিশোরী কাশিস হায়াতের মৃত্যু হয়েছে। ক্রীসমাসের আগের দিন গত ২৪ ডিসেম্বর বুধবার রাত সাড়ে নয়টার কিছু পরে ব্রঙ্কসের বাঙালী অধ্যুষিত পাকর্চেষ্টার এলাকার ১২২৫ হোয়াইট প্লেইনস রোডে অবস্থিত এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর ৬ তলার ছাদ থেকে লাফ দেন নিউ ইয়র্কে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশী বাবা-মায়ের ২য় কন্যা কাশিস হায়াত। সে স্থানীয় একটি স্কুলে ৮ম গ্রেডের ছাত্রী ছিল। পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে সায়ের কাছে শোয়া অবস্থায় হঠাত্ সে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে বাধাহীন অবস্থায় দ্রুত ৬ তলার ছাদে চলে যায় এবং সেখান লাফ দেয়। কিছুদিন যাবত পায়ে অসুস্থতার কারণে তার মায়ের পক্ষে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরা সম্ভব হয়নি বলে প্রতিবেশীদের সুত্রে জানা গেছে। পরে পুলিশ এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তাঁর মুত্যুর কারণ সম্পর্কে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। গত ২৬ ডিসেম্বর বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

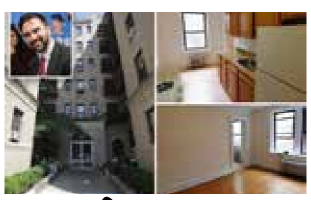

মামদানির ছেড়ে দেওয়া অ্যাস্টোরিয়ার ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টটির নতুন ভাড়া আগের চেয়ে ৩৫% বেশি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের মেয়র-নির্বাচিত জোহরান মামদানির কুইন্সের ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপার্টমেন্টটিতে যিনিই বসবাস করতে আসুন বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

জাপানের কোম্পানি নিয়ে আসছে ‘মানুষ ধোয়ার মেশিন’, গোসল করিয়ে গা শুকিয়ে দেবে

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৭০ সালে জাপান ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল একটি ‘মানুষ ধোয়ার মেশিন’। সেই যন্ত্র আবারও আসছে নতুন রূপে। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় যন্ত্রটি প্রদর্শিত হবে ২০২৫ সালের ওসাকা কানসাই এক্সপো-তে। ১৯৭০ সালের প্রথম মেশিনটি তৈরি করেছিল সানিয়ো ইলেকট্রিক কোম্পানি (বর্তমানে প্যানাসনিক হোল্ডিংস কর্পোরেশন)। সে সময় অবশ্য যন্ত্রটি বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়নি। তবে এবার নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক চাহিদার ভিত্তিতে মানুষ ধোয়ার যন্ত্রটি ফের তৈরি করছে ওসাকার শাওয়ারহেড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সায়েন্স কোং। যন্ত্রটির নতুন সংস্করণের নাম দেওয়া হয়েছে ‘মিরাই নিনগেন সেনতাকুকি’ড় অর্থাৎ ভবিষ্যতের মানুষ ধোয়ার মেশিন। যন্ত্রটি বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

৮০ হাজার অবৈধ অভিবাসীকে গুদামে রাখার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী আটক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে ঠিকাদার খুঁজছে। এই পরিকল্পনায় বিশাল সব শিল্প গুদাম বা ওয়্যারহাউস সংস্কর করে একসঙ্গে ৮০ হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে আটকে বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

১লা জানুয়ারী নতুন মেয়র হিসেবে সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স, অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়ার কাছে শপথ নেবেন মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি আগামী জানুয়ারিতে শপথ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তাকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং তার সহকর্মী ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট ও ভার্মন্টের বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়